বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৪-২০২৫

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ২০২৫

মুদ্রণ

.....

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া
উপদেষ্টা
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রতিবেদন দেশের নাগরিকদের সামনে বিআরডিবি'র কর্মকান্ড, সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এর চেতনায় গঠিত এই সরকারের অন্যতম অঙ্গীকারই হলো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। এই প্রতিবেদন সে অঙ্গীকার বাস্তবায়নের একটি প্রতিফলন।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা হিসেবে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। গ্রামীণ জনগণকে সংগঠিত করা, নিজস্ব মূলধন গঠন, প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষুদ্রঋণ ও উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণসহ বহুমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন ধরে গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে এবং দারিদ্র্য হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে।

বর্তমান সরকার তরুণ প্রজন্মের স্বপ্ন, দক্ষতা ও সৃজনশীলতাকে দেশের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দিয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির এই সময়ে তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের উদ্ভাবনী চিন্তাধারাকে উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত করা জাতীয় অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিআরডিবিকেও তরুণ উদ্যোক্তা বিকাশ, প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং টেকসই উদ্যোগ সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও উদ্ভাবনী চিন্তার সমন্বয়ে আগামী বাংলাদেশের অর্থনীতি হবে আরও শক্তিশালী, আত্মনির্ভরশীল ও টেকসই। এজন্য স্থানীয় পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, উপযোগী প্রযুক্তি হস্তান্তর, উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরোয়ার্ড লিংকেজ সহায়তা, স্টার্টআপ ও উদ্ভাবনী কর্মসূচি সম্প্রসারণে বিআরডিবিকে আরও কার্যকর ভুমিকা পালন করতে হবে।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি বিআরডিবি'র কর্মপরিধি, অর্জন এবং দেশের সামগ্রিক পল্লী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এর অবদানকে তুলে ধরেছে। আমি আশা করি, এই প্রতিবেদনটি নীতি-নির্ধারক, গবেষক, উন্নয়নকর্মী, সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং আগ্রহী নাগরিকদের জন্য একটি মূল্যবান দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

আমি এই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সংপৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং বিআরডিবি'র ভবিষ্যৎ কর্মকান্ড আরও গতিশীল, স্বচ্ছ ও জনগণমুখী হোক ------ এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া

মোঃ ইসমাইল হোসেন
সচিব(রুটিন দায়িত্ব)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিআরডিবি'র সকল কাজকর্ম সম্পর্কে দেশ-বিদেশের জনগণ জানতে পারবেন। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবি'র গত এক বছরের যাবতীয় উন্নয়ন কাজ প্রতিবেদনে প্রকাশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সংস্থা বিআরডিবি পল্লী উন্নয়নে দেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এটি দেশের পল্লী উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বিআরডিবি'র ভূমিকা প্রশংসনীয়। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতি কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিআরডিবি তার ম্যান্ডেট অনুযায়ী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিবিড় তত্ত্বাবধানে সফলভাবে নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে চলেছে।

বিআরডিবি পল্লীর পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, মানবিক ও সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বিআরডিবি'র সেবা ও সহযোগিতা নিয়ে অনেক সুফলভোগী ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিআরডিবি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় ২টি উন্নয়ন প্রকল্প ও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ১৫টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এ সকল প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পল্লী কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনটিতে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতি এবং বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে দেশব্যাপী বিআরডিবিভুক্ত সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির উপকারভোগীদের নিজস্ব মূলধন গঠন, ঋণ সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ, উদ্যোক্তা সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রমসহ সার্বিক তথ্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল তথ্য বিআরডিবি'র বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তি, সরকারি নীতি নির্ধারক, গবেষক, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়ক হবে ।

বার্ষিক প্রতিবেদন একটি প্রতিষ্ঠানের দর্পণস্বরুপ। প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি উত্তম চর্চা। বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। আমি প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ ইসমাইল হোসেন

সরদার মোঃ কেরামত আলী (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) প্রতি বছরের ন্যায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। এ প্রতিবেদনে বিআরডিবি'র গত অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রম সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রতিবেদনটির মাধ্যমে পাঠক বিআরডিবি সম্পর্কে আরো বেশী ধারণা পাবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সংস্থা বিআরডিবি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পল্লীর জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরলসভাবে কাজে করে যাচ্ছে।

বিআরডিবি ষাটের দশকে সূচিত ''কুমিল্লা মডেল'' নামে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির ঐতিহ্যকে ধারণ করে পল্লী উন্নয়নে নবধারা যোজন করে চলেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গ্রামের কৃষকদের সংগঠিতকরণ, কৃষির আধুনিকায়ন ও সেচ সম্প্রসারণসহ বাংলাদেশের খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বিআরডিবি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে বিআরডিবি ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদেরকে সংগঠিত করে নিজস্ব পুঁজি গঠন, আয়বর্ধন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা প্রদান, উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে। বিআরডিবি চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি সরকারি ও দাতা সংস্থার অর্থায়নে এ পর্যন্ত ১২২টি উন্নয়ন প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বিআরডিবি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২(দুই) টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ১৫(পনের) টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। সরকারের পল্লী উন্নয়ন কৌশলের সাথে সঙ্গতি রেখে বর্তমানে বিআরডিবি দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা দূরীকরণ কার্যক্রম, কার্যকর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে লিংক মডেল ও ক্ষুদ্র স্কীম বাস্তবায়ন, অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে কার্যক্রম, কিশোরীদের সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টি, পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী গঠন, প্রকল্প/কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষি-অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সরদার মোঃ কেরামত আলী

দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির প্রবর্তক ড. আখতার হামিদ খাঁন

পরিচালক (পরিকল্পনা)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান। বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ও উন্নয়ন কর্মী ড.আখতার হামিদ খান উদ্ভাবিত কুমিল্লা মডেলের দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় ব্যবস্থার আওতায় পল্লীর জনগণ ও জনপদের বহুমাত্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসুচি (আইআরডিপি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। আইআরডিপি'র সফলতার ধারাবাহিকতায় পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও বেগবান করার জন্য ১৯৮২ সালে অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইআরডিপিকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে রুপান্তর করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতেই বিআরডিবি পল্লী জনগণের চাহিদাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে আধুনিকায়ন, নারী উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে যুগোপযোগি প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিআরডিবি কায়িক শ্রমের সাথে যুক্ত পল্লীর জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদের সংগঠিত করে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষিঋণ, ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ, নেতৃত্বের বিকাশ, নিজস্ব শেয়ার-সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন, কিশোরীদের সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টি, সামাজিক উন্নয়নে লিংক মডেল ও ক্ষুদ্র স্কিম বাস্তবায়ন এবং পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী গঠনের মাধ্যমে উন্নত ও সমৃদ্ধ পল্লী গঠনে তাৎপর্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

বিআরডিবি রুটিন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। প্রতিবেদনে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বিআরডিবি'র বিভাগভিত্তিক অগ্রগতি, মানব সংগঠন সৃষ্টি, সদস্য অন্তর্ভুক্তি, বিপণন, সাফল্যের কাহিনী, আয়বর্ধন ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষুদ্র ও পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম, মূলধন সৃজন, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশা করি পাঠক, ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক, পেশাজীবী, উন্নয়ন কর্মী, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং জনগণ এ প্রতিবেদন হতে বিআরডিবি'র কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বিআরডিবি'র পরিকল্পনা বিভাগের গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারী, বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি এবং উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও পরামর্শের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, সংযোজন ও পরিমার্জন করে এ বছরের প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

বিআরডিবি'র মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যাঁর গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা, সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে ভুল-ত্রুটি এবং গুরুত্বপূর্ণ কেনো বিষয় সন্নিবেশিত না হয়ে থাকলে তা পরিমার্জন হিসেবে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। পরবর্তীতে বার্ষিক প্রতিবেদন আরো তথ্যবহুল, ত্রুটিমুক্ত ও আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্টদের তথ্য ও মতামত প্রদানের অনুরোধ করছি। প্রতিবেদনটিতে প্রতিফলিত বিষয়াদি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

মুহাম্মদ ইকবাল হুসাইন

সম্পাদনা ও প্রকাশনা পরিষদ

উপদেষ্টা পর্ষদ

উপদেষ্টা

সরদার মোঃ কেরামত আলী
মহাপরিচালক

সদস্যবৃন্দ

মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

মোহাম্মদ মনোয়ার উজ জামান
পরিচালক (সরেজমিন)

মুহাম্মদ ইকবাল হসাইন
পরিচালক (প্রশাসন ও পরিকল্পনা)

নাদিরা হায়দার
পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

সম্পাদনা পর্ষদ

আহবায়ক

মুহাম্মদ ইকবাল হসাইন
পরিচালক (পরিকল্পনা)

সদস্যবৃন্দ

মোঃ সাজেদুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক (আরইএম)
একেএম আশরাফুল ইসলাম, উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)
মোহাম্মদ মহিদুর রহমান মোল্লা, উপপরিচালক (প্রশাসন)
মুহাম্মদ মাহবুব আলম, উপপরিচালক (বাজেট)
মোছাঃ সাজেদা খাতুন, সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন)

কর্মসহযোগী

মোঃ রহিনুর ইসলাম, লাইব্রেরিয়ান
মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, গবেষণা কর্মকর্তা, গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা
লতিফা খাতুন, স্টেনোগ্রাফার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
তাজরিয়া আক্তার, উচ্চমান সহকারী, গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উচ্চমান সহকারী, আরইএম অনুবিভাগ

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	**প্রথম অধ্যায়: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)- এর পরিচিতি**	
১.১	কালের পরিক্রমায় বিআরডিবি	
১.২	রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি	
১.৩	বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদ	
১.৪	সাংগঠনিক স্তর/প্রশাসনিক স্তর	
২	**দ্বিতীয় অধ্যায়: বিআরডিবি'র বিভাগসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম**	
২.১	মহাপরিচালকের দপ্তর	
২.২	প্রশাসন বিভাগ	
২.৩	অর্থ ও হিসাব বিভাগ	
২.৪	পরিকল্পনা বিভাগ	
২.৫	সরেজমিন বিভাগ	
২.৬	প্রশিক্ষণ বিভাগ	
২.৬.১	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ	
৩	**তৃতীয় অধ্যায়: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিআরডিবি'র কার্যক্রমভিত্তিক অর্জন**	
৩.১	এক নজরে কার্যক্রমের অগ্রগতি	
৩.২	মানব সংগঠন সৃষ্টি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি	
৩.৩	মূলধন সৃষ্টি	
৩.৪	ঋণ কার্যক্রম	
৩.৫	মানব সম্পদ উন্নয়ন	
৩.৬	কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	
৩.৭	পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ সৃষ্টি	
৩.৮	সম্প্রসারণ কার্যক্রম	
৩.৯	নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি	
৩.১০	আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে বিআরডিবি	
৪	**চতুর্থ অধ্যায়: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভুক্ত প্রকল্পসমূহ**	
৪.১	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়	
৪.২	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)	
৪.৩	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)- ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) (বিআরডিবি'র অংশ)	
৫	**পঞ্চম অধ্যায়: চলমান কর্মসূচিসমূহ**	
৫.১	নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহ	
৫.১.১	মূল কর্মসূচি	
৫.১.২	মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	
৫.১.৩	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)	

৫.১.৪	পল্লী প্রগতি কর্মসূচি	
৫.১.৫	উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)	
৫.১.৬	পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)	
৫.১.৭	সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	
৫.১.৮	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক)	
৫.১.৯	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি	
৫.১.১০	অপ্রধান শস্য কর্মসূচি	
৫.১.১১	পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি	
৫.২	অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/ কর্মসূচি	
৫.২.১	পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি	
৫.২.২	বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচি	
৫.২.৩	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২	
৫.২.৪	গুচ্ছ গ্রাম (সিভিআরপি) প্রকল্প	
৬	**ষষ্ঠ অধ্যায়:** সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা	
৭	**সপ্তম অধ্যায়:** বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন	
৮	**অষ্টম অধ্যায়:** বিআরডিবি'র স্থাবর সম্পদ	
৯	**নবম অধ্যায়:** সফলতার গল্প	
১০	**দশম অধ্যায়:** বিআরডিবি'র গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল	
১১	**একাদশ অধ্যায়:** চিত্রে বিআরডিবি	

প্রথম অধ্যায়
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর পরিচিতি

১.১ কালের পরিক্রমায় বিআরডিবি

১.২ রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি

১.৩ বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদ

১.৪ সাংগঠনিক স্তর/ প্রশাসনিক স্তর

১.১ কালের পরিক্রমায় বিআরডিবি

কুমিল্লা মডেলের অন্যতম অঙ্গ দ্বি-স্তর সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি নির্ভর অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য নিজ নিজ পুঁজি, উপকরণ, শ্রম, প্রযুক্তি ও উদ্যোগ একত্রিত করে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের গ্রামভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন এবং নেতৃত্ব সৃষ্টির কার্যক্রম বহুলভাবে প্রশংসিত হয়। পরবর্তীতে এর সফলতার স্বীকৃতিস্বরুপ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) গ্রহণ করা হয়। আইআরডিপি কতৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। তাই এর সফলতাকে স্থায়ীরূপদান তথা পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২ সালে আইআরডিপিকে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গঠন করে। বোর্ড সৃষ্টির পর থেকে বিআরডিবি'র কাজের পরিধি যেমন ক্রমাগত বেড়েছে, তেমনি এর পরিচালনা পদ্ধতির ক্ষেত্রেও প্রবর্তিত হয়েছে নতুন ধারা। বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ, সাংগঠনিক কাঠামো ও পল্লী উন্নয়ন দলের ভূমিকায় নতুন মাত্রা সংযোজন করে বিগত ৭ মার্চ, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ প্রণীত হয়।

বিআরডিবি সূচনালগ্ন থেকে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ''দ্বি-স্তর'' সমবায়ের আওতায় সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পরবর্তীতে বিআরডিবি তার কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়ন করে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি 'অনানুষ্ঠানিক দল' এর মাধ্যমে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্য হ্রাস, মহিলা উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশসাধনসহ বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। বিআরডিবি সরকারি ও দাতা সংস্থার অর্থায়নে এ পর্যন্ত ১২২টি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। উল্লেখ্য, BIDS এর ২০১০ সালে সম্পাদিত এক সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে জিডিপিতে বিআরডিবি'র একক অবদান ১.৯৩%।

বর্তমানে বিআরডিবি'র আওতায় সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির সংখ্যা ২,০২,৬৯২টি এবং সদস্য রয়েছে ৬৪,৯৩,২৮৫ জন। বিআরডিবি'তে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারী, চাকুরিজীবি ও বিআরডিবি'র আওতাভূক্ত সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবি'র নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ১৮টি উপজেলা প্রশিক্ষণ ইউনিট এবং উপজেলা পল্লী ভবনের সাথে প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। এ সকল সুবিধা ব্যবহার করে সচেতনতা বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। চলতি বছরের জুন ২০২৫ পর্যন্ত ২,৮৮,২৩৯জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ৭৬,২৫,৭৫৪ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দরিদ্র জনগোষ্টির মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা বিআরডিবি'র অন্যতম একটি কাজ। এ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিনিয়োগের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমায় উৎসাহিত করা হয়। বিআরডিবি'র আওতায় সদস্যদের জুন ২০২৫ পর্যন্ত শেয়ার জমার পরিমাণ ১৯,১৪৮.২০ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় জমা ১,৩৫,৫৪৬.১৫ লক্ষ টাকা, মোট মূলধন ১,৫৪,৬৯৪.৩৫ লক্ষ টাকা।

বিআরডিবি'র বহুমুখী কার্যক্রমের অপর একটি উপাদান হচ্ছে ঋণ কার্যক্রম। মূল কার্যক্রমসহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প এবং নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কর্মসূচিসমূহে ঋণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিআরডিবি শুরু হতে জুন/২০২৫ পর্যন্ত উপকারভোগীদের মাঝে ২৫০৬১২৮.০৭ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ঋণ এবং ১৭৬৯৪৬.৬১ লক্ষ টাকা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা প্রদান করে। একই সময়ে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ক্ষুদ্র ঋণ ২২৪৪৬০৬.৬৫ লক্ষ টাকা এবং পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ ১২৬৭৫০.০৮ লক্ষ টাকা । আদায়ের হার যথাক্রমে ৭২% ও ৯১%। প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তার পাশাপাশি সুফলভোগীদের বিতরণকৃত কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, সেচযন্ত্র দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে মূখ্য ভূমিকা রাখছে। বিআরডিবি তৎকালীন সর্বাধুনিক সেচ ব্যবস্থায় বিপুল এলাকা চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। এ সকল সেচ এলাকায় বিভিন্ন রকমের ৩,৫৫,২৮৮টি সেচযন্ত্র বিতরণ করে। পণ্য সংরক্ষণের জন্য বিআরডিবি'র বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘর রয়েছে। এছাড়াও কারুপল্লী, কারুগৃহ, শান্তি, পল্লী বাজার নামে প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে বিআরডিবি'র উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে অতীতের মত ভবিষ্যতেও বিআরডিবি পল্লী উন্নয়নে নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

১.২ রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি

রূপকল্প (Vision) : মানব সংগঠন ভিত্তিক উন্নত পল্লী।

অভিলক্ষ্য (Mission): স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, মূলধন সৃজন, আধুনিক প্রযুক্তি, বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল পল্লী।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

- সদস্যদের আর্থিক সেবাভুক্তি;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ;
- পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন;
- পল্লীর জনগনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

কার্যাবলি (Functions):

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মানব সংগঠন সৃষ্টি;
- মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ;
- উপকারভোগীদের মূলধন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা;
- কৃষিঋণ, ক্ষুদ্র ঋণ ও উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা;
- বিভিন্ন অংশীজনদের (Stakeholder) মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ ও নারীর ক্ষমতায়ন;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচযন্ত্রসহ অন্যান্য আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ;
- সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধি ও পল্লী পণ্যের প্রসার;
- স্থানীয় উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন দপ্তরের সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপন ও প্রদত্ত সেবার সমন্বয়।

১.৩ বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদ নিম্নরূপ:

১। মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় - **চেয়ারম্যান**

২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় - **ভাইস চেয়ারম্যান**

৩। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ - **সদস্য**

৪। সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন (পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) - **সদস্য**

৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা - **সদস্য**

৬। মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া - **সদস্য**

৭। মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, গোপালগঞ্জ - **সদস্য**

৮। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর - **সদস্য**

৯। কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন একজন করে কর্মকর্তা - **সদস্য**

১০। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির জাতীয় ফেডারেশনের চেয়ারম্যান - **সদস্য**

১১। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন - **সদস্য**

১২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড - **সদস্য সচিব**

বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের ৫৪তম সভা

১.৪ সাংগঠনিক স্তর/ প্রশাসনিক স্তর

বিআরডিবি'র প্রশাসনিক, আর্থিক ও উন্নয়নমূলক সকল কার্যক্রম সদর দপ্তরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ে জেলা ও উপজেলার মাধ্যমে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকী করা হয়ে থাকে। প্রধান কার্যালয়ের সরেজমিন বিভাগের সরাসরি তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উপজেলা দপ্তর মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সরাসরি জনগণকে সেবা প্রদান করে থাকে। জেলা দপ্তর, সদর দপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

সদর দপ্তর

অবস্থান : বিআরডিবি'র সদর দপ্তর পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকায় অবস্থিত।

বিভাগসমূহ : প্রশাসন বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, সরেজমিন বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ বিভাগ।

জনবলঃ প্রতিটি বিভাগ একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এছাড়াও যুগ্মপরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারীগণ বিভাগ পরিচালনায় পরিচালককে সহায়তা করেন।

অন্যান্য : সদর দপ্তরে বিভিন্ন প্রকল্প/ কর্মসূচির আলাদা দপ্তর রয়েছে।

জেলা দপ্তর

অবস্থান : দেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলা।

জনবল : জেলা দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একজন উপপরিচালক। তাঁকে সহযোগিতা করেন একজন উপপ্রকল্প পরিচালক (৩০টি জেলায়), একজন হিসাবরক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী।

কার্যক্রম: উপজেলা দপ্তরের কার্যক্রম সমন্বয়, তদারকি ও পরিবীক্ষণ, জেলার দাপ্তরিক কার্যক্রমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত, জেলা প্রশাসন ও জেলা পর্যায়ে অন্যান্য জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন।

উপজেলা দপ্তর

অবস্থান: উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গনে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তর অবস্থিত। বর্তমানে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তরের সংখ্যা ৪৯৫টি।

জনবল : উপজেলা দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইউআরডিও)। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য রয়েছে সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (এআরডিও), হিসাবরক্ষক ও বিভিন্ন প্রকল্প/ কর্মসূচির কর্মচারীগণ।

কার্যক্রম : সদর দপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন, স্থানীয় প্রশাসন, জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগ/ সংস্থা, স্থানীয় সরকার ও বিআরডিবির মধ্যে সমন্বয় সাধন, স্থানীয় পর্যায়ে জন অংশীদারিত্বমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিআরডিবি'র বিভাগসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম

২.১ মহাপরিচালক দপ্তর

২.২ প্রশাসন বিভাগ

২.৩ অর্থ ও হিসাব বিভাগ

২.৪ পরিকল্পনা বিভাগ

২.৫ সরেজমিন বিভাগ

২.৬ প্রশিক্ষণ বিভাগ

২.৬.১ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

২.১ মহাপরিচালকের দপ্তর

বিআরডিবি'র সদর দপ্তর ঢাকার কাওরান বাজারস্থ পল্লী ভবনে মহাপরিচালকের দপ্তর অবস্থিত। এ দপ্তরে মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, একান্ত সহকারী, কম্পিউটার অপারেটর ও অফিস সহায়ক মহাপরিচালকের সকল কাজে সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়াও জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা মহাপরিচালকের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে কার্য সম্পাদন করে থাকে।

২.১.১ জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর মহাপরিচালকের অধীনে এবং তার দাপ্তরিক কাজের জন্য জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা দায়িত্বশীল। জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এ শাখা বোর্ডের পক্ষে বহির্মুখী জনসংযোগ এবং বিআরডিবি'র বিভিন্ন বিভাগ/শাখার সাথে আন্তঃযোগাযোগ রেখে সার্বিক সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে। জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে -

- সদর দপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভা, আঞ্চলিক সম্মেলন/সভা আহবান এবং জাতীয় ও অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে সকল সভা আয়োজন;
- বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের সভা আহবান ও কার্যবিবরণী প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- জাতীয় সংসদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব তৈরি ও প্রেরণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরি ও প্রেরণ;
- বিআরডিবি'র উপপরিচালক সম্মেলন আয়োজন ও কার্যবিবরণী প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- বিআরডিবি'র জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব পালন;
- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় বিআরডিবি'র তথ্য প্রদানে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবি'র অনলাইন নিউজ লেটার 'বিআরডিবি ই-বুলেটিন' সম্পাদনা ও প্রকাশ;
- বিআরডিবি'র পক্ষে বিভিন্ন সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন;
- বিআরডিবি'তে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মৃত্যুজনিত কারণে শোকবার্তা প্রকাশ;
- বিআরডবি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সকল সভা আয়োজন ও আপ্যায়নের দায়িত্ব পালন;
- মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণ;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রম প্রচার ও প্রসারে ডকুমেন্ট তৈরী এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা;
- বিআরডিবি'র সদর কার্যালয়ের পক্ষে প্রেস রিলিজ প্রকাশ করা;
- বিআরডিবি'র সুনাম বৃদ্ধির জন্য প্রেস, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে যোগাযোগ রাখা।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ২১ আগস্ট ২০২৫ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর পরিচালনা পর্ষদের ৫৪তম সভা আয়োজন;
- ০৬-০৭ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ ০২ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত উপপরিচালক সম্মেলন আয়োজন;
- ১০ মার্চ ২০২৫ তারিখে 'বিআরডিবি শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বার্ড কুমিল্লা এবং আরডিএ বগুড়া কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা প্রতিবেদনের উপর করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজন;

- ২৬ মে ২০২৫ তারিখে "BRDB এবং তৃণমূল উন্নয়ন: গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ" বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজন;
- ১৯ জুন ২০২৫ 'তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজন;
- ২২ জুন ২০২৫ তারিখে নিরীক্ষা বিআরডিবি কার্যক্রম অধিকতর ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে করণীয়' বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন দিবস পালন করা হয়েছে-

- ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ মহান বিজয় দিবস পালন;
- ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন;
- ২৬ মার্চ ২০২৫ মহান স্বাধীনতা দিবস পালন;
- তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপন।

২.২ প্রশাসন বিভাগ

বিআরডিবি'র প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করা প্রশাসন বিভাগের মূল দায়িত্ব। এ বিভাগে একটি অনুবিভাগের আওতায় পার্সোনেল ও সাধারণ পরিচর্যা নামে ০২ (দুই)টি শাখা রয়েছে। পরিচালক (প্রশাসন)-এর নেতৃত্বে একজন যুগ্মপরিচালকের অধীনে দু'জন উপপরিচালক শাখা দু'টির দায়িত্ব পালন করেন। শাখা দু'টিতে বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রমে সহায়তার জন্য সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ রয়েছেন।

এ বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ হলো বিআরডিবি'র সাংগাঠনিক কাঠামোর আওতায় মানবসম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা। পার্সোনেল শাখার মাধ্যমে নতুন পদ সৃজন, শূন্যপদে জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান, বদলি, উচ্চতর গ্রেড মঞ্জুর, চাকরি স্থায়ীকরণ, শৃঙ্খলা ও অবসর সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা, প্রশাসনিক বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করা হয়। এছাড়া, সাধারণ পরিচর্যা শাখার মাধ্যমে অফিস পরিচালনায় প্রয়োজনীয় লজিস্টিক ও সহায়ক সেবা নিশ্চিতকরণ, পরিবহন ব্যবস্থাপনা, অফিসের নিরাপত্তা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দৈনন্দিন উপস্থিতি তদারকি, অফিস স্থাপনাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করা হয়।

বিআরডিবি'র প্রশাসন বিভাগ মূলত প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয় । দক্ষ ও সৃজনশীল অফিস পরিচালনার মাধ্যমে একটি জনবান্ধব, গতিশীল, উন্নয়নমুখী ও গুণগত মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি-কে গড়ে তুলতে প্রশাসন বিভাগ অন্যান্য বিভাগের সাথে সমন্বয় করে থাকে।

২.২.১ পার্সোনেল শাখা

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ১৯৮৮ এবং পরিচালনা পর্ষদের সময়ে সময়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে পার্সোনেল শাখা হতে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ সম্পাদন করা হয়:

- বিআরডিবি'র সার্বিক কর্মকাণ্ডের পরিধি বিবেচনায় প্রশাসনিক বিন্যাস এবং প্রয়োজনীয় নতুন পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;

- বিআরডিবি'র শূন্যপদে জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বদলি, চাকরি স্থায়ীকরণ ও গ্রেডেশন তালিকা হালনাগাদকরণ;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের উচ্চতর গ্রেড মঞ্জুর;
- বিআরডিবি সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভিন্ন আইন/বিধি এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরি প্রবিধানমালা সংশোধন/ হালনাগাদকরণের খসড়া প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ;
- জনবল বিষয়ক বিভিন্ন মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের শিক্ষা ছুটি, বিদেশ ভ্রমণ ও অন্যান্য ছুটি বিষয়ক আদেশ জারি;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকরিকালীন তথ্য সংগ্রহ এবং বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) সংগ্রহ, ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণসহ যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের কল্যাণ তহবিল, পরিবার ও নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠীবিমা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- অবসর গমনকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পিআরএল আদেশ জারিসহ এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ অনুসন্ধান, তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু ও নিষ্পত্তিকরণ;
- বিআরডিবি'র পক্ষে ও বিপক্ষে আদালতে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা ও আপিল মোকদ্দমাসমূহ পরিচালনা ও নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ এবং
- বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের গৃহনির্মাণ ও মোটরসাইকেল ক্রয় ঋণ প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ

ক) নতুন জনবল নিয়োগ, চাকরি স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত

ক্র.নং	পদের নাম	নিয়োগ (জন)	স্থায়ীকরণ (জন)	পদোন্নতি (জন)
০১	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	-	-	২৪

খ) বিভাগীয় ও আদালতে মামলা সংক্রান্ত:

ক্র. নং	মামলার ধরণ	২০২৪-২৫ সালে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা (টি)	২০২৪-২৫ সালে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা (টি)	৩০ জুন ২০২৫ তারিখে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা (টি)	মন্তব্য
০১	বিভাগীয় মামলা	২২টি	১০টি	২৮টি	-
০২	আদালতে মামলা	০১টি	০৫টি	১৪৪টি	-

গ) পিআরএল আদেশ জারি ও পেনশন কেস নিষ্পত্তি সংক্রান্ত:

ক্র.নং	পদের নাম	পিআরএল আদেশ জারি (জন)	পেনশন কেস নিষ্পত্তি (জন)
০১	উপপরিচালক	০১ জন	-
০২	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা/ সহকারী পরিচালক	১৩ জন	১০ জন
০৩	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	১০ জন	১৩ জন

০৪	হিসাবরক্ষক	০১ জন	০১ জন
০৫	স্টেনোগ্রাফার	০১ জন	০১ জন
০৬	উচ্চমান সহকারী	০১ জন	-
০৭	মাঠ সংগঠক	৩৪ জন	২১ জন
০৮	গাড়ীচালক	০২ জন	০২ জন
০৯	অফিস সহায়ক	১৫ জন	১০ জন
মোট		**৭৮ জন**	**৫৮ জন**

ঘ) উচ্চতর গ্রেড মঞ্জুর:

ক্র.নং	পদের নাম	সংখ্যা (জন)
০১	উপপরিচালক	১৮ জন
০২	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা/ সহকারী পরিচালক	৪৮ জন
০৩	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	০২ জন
০৪	হিসাবরক্ষক	১০৭ জন
০৫	মাঠ সংগঠক	৩৫ জন
০৬	প্রশিক্ষক	০১ জন
০৭	অফিস সহকারী কামঃকম্পিঃঅপাঃ	৩২ জন
০৮	স্টেনোটাইপিষ্ট কামঃকম্পিঃঅপাঃ	০৩ জন
০৯	গাড়ীচালক	০৪ জন
১০	প্রধান বাবুর্চি	০১ জন
মোট		**২৫১ জন**

ঙ) বিবিধ ছুটি মঞ্জুর (সদর দপ্তর):

ক্র.নং	পদের নাম	বর্হিঃবাংলাদেশ ছুটি (জন)	শিক্ষা ছুটি (জন)	মাতৃত্বকালীন ছুটি (জন)	অন্যান্য (অর্জিত ছুটি/শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি/অসুস্থতাজনিত ছুটি)
০১	পরিচালক	০২ জন	-	-	-
০২	উপপরিচালক	০৯ জন	-	-	-
০৩	উপ-প্রকল্প পরিচালক	০৪ জন	-	-	-
০৪	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা/ সহকারী পরিচালক/লাইব্রেরিয়ান	৩১ জন	০২ জন	০১ জন	৩১ জন
০৫	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	০৫ জন	-	-	০৪ জন
০৬	হিসাবরক্ষক	০১ জন	-	০২ জন	২৫ জন
০৭	মাঠ সংগঠক	০৬ জন	-	-	১০ জন
০৮	অফিস সহায়ক	০১	-	-	২০ জন
মোট		**৫৯ জন**	**০২ জন**	**০৩ জন**	**৯০ জন**

ঘ) প্রাথমিক অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম বিষয়ক:

ক্র.নং	পদের নাম	প্রাথমিক অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা (জন)	সাময়িক বহিষ্কার	স্থায়ী বহিষ্কার
০১	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা/ সহকারী	০৬ জন	-	-

	পরিচালক			
০২	উপপরিচালক	১১ জন	-	-
০৩	উপ-প্রকল্প পরিচালক	০২ জন	-	-
০৪	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১ জন	০১ জন	০১ জন
০৫	হিসাবরক্ষক	০৫ জন	০১ জন	-
০৬	মাঠ সংগঠক	০৪ জন	০১ জন	-
০৭	অফিস সহায়ক	-	-	০১ জন
মোট		**২৯ জন**	**০৩ জন**	**০২ জন**

২.২.২ সাধারণ পরিচর্যা শাখা:

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- সদর দপ্তরের মুদ্রণ কার্যক্রম এবং মনিহারি দ্রব্য, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়, মেরামত ও সংরক্ষণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের গৃহ নির্মাণ ঋণ ও মোটরসাইকেল ক্রয় ঋণ প্রক্রিয়াকরণ;
- জেলা দপ্তরের অফিসভাড়া সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন;
- পল্লী কানন আবাসিক কমপ্লেক্স এর বাসা বরাদ্দ/বাতিল ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- যানবাহন ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতকরণ, বরাদ্দ প্রদান ও জ্বালানী সরবরাহ;
- কর্মচারীগণের দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ, অফিস কক্ষ বরাদ্দ, পানি ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ;
- কর্মচারীগণের বাৎসরিক লিভারিজ সরবরাহ, বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার কমিটির সভা আয়োজন ইত্যাদি।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

ক্রমিক নং	সম্পাদিত কার্যের নাম	২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ
১.	বিআরডিবি'র সদর দপ্তরের জন্য কম্পিউটার, প্রিন্টার টোনার ও আনুষঙ্গিক কম্পিউটার	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী আরএফকিউ পদ্ধতিতে ১৪ টি আইটেমের ২১৮সংখ্যক কম্পিউটার, প্রিন্টার টোনার ও আনুষঙ্গিক কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে।
২.	বৈদ্যুতিক সরঞ্জমাদি ক্রয় ও মেরামত	বিআরডিবি সদর দপ্তরের সকল অনুবিভাগ/শাখার বিভিন্ন ফ্লোরের জন্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জমাদি ক্রয়, প্রতিস্থাপন এবং মেরামত করা হয়েছে।
৩.	বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার কমিটির সভা আয়োজন	মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বল্পমূল্যের ক্রয় কার্যের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমিটির সভা আয়োজন করা হয়েছে।
৪.	কর্মচারিবৃন্দের বাৎসরিক সাজ-পোশাক সরবরাহ	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৬৬ জন কর্মচারীকে সাজ-পোশাক সরবরাহ করা হয়েছে।
৫.	পরিস্কার –পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়	সদর কার্যালয়ের উন্নত কর্মপরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে ২৪ টি আইটেম এর ১৬০০ সংখ্যক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয় ও সরবরাহ করা হয়েছে। পরিচ্ছন্ন কর্মী দ্বারা সম্পূর্ণ পল্লী ভবন নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	সম্পাদিত কার্যের নাম	২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ
৬.	বিআরডিবি'র সম্মেলন কক্ষের কনফারেন্স সাউন্ড সিস্টেম এর জন্য Delegate Unit এবং Mixer Power Amplifire	২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিআরডিবি'র সম্মেলন কক্ষের কনফারেন্স সাউন্ড সিস্টেম এর জন্য ১৪ টি Delegate Unit এবং ০১ টি Mixer Power Amplifire ক্রয়পূর্বক সম্মেলন কক্ষে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।
৭.	ফটোকপিয়ার মেশিনের টোনার ক্রয়	বিআরডিবি সদর দপ্তরে ব্যবহৃত ফটোকপিয়ার মেশিনসমূহের জন্য ২৭ টি টোনার ক্রয় করা হয়েছে।
৮.	মুদ্রণ ও বাঁধাই	২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিআরডিবি'র সদর দপ্তরের জন্য ১৭ টি আইটেমের ৫২৮৯ সংখ্যক মুদ্রণ ও মনিহারী মালামাল ক্রয় করা হয়েছে।
৯.	সুপেয় পানি সরবরাহ	কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে প্রতিটি ফ্লোরে পানির ফিল্টার স্থাপন এবং নিয়মিত সার্ভিসিং করা হয়েছে।
১০.	ভূমি উন্নয়ন ও পৌরকর	২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন ও পৌরকর পরিশোধ করা হয়েছে।
১১.	ক্ষুদ্র ক্রয় ও মেরামত	পল্লী কানন ও পল্লী ভবনে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন আবেদনের প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র ক্রয় ও মেরামত করা হয়েছে।
১২.	পল্লী কানন আবাসিক কমপ্লেক্স এ বাসা বরাদ্দ প্রদান	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন ৬ষ্ঠ তলা বিশিষ্ট উত্তরাস্থ পল্লী কানন আবাসিক কমপ্লেক্স এ ০৮ টি ভবনের মোট ১৩৮ টি ফ্ল্যাট রয়েছে যার মধ্যে ১২৭ টি ফ্ল্যাটে বিভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বসবাস করছেন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে বাসা বরাদ্দ ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির সুপারিশের আলোকে ০৩ টি বাসা বাতিল, ১০ টি নতুন বাসা বরাদ্দ এবং ২২ বাসা পরিবর্তিত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বাসা খালি হলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে নতুন বাসা বরাদ্দ, পরিবর্তন ও বাসা বরাদ্দ বাতিল করা হয়ে থাকে।
১৩.	সদর দপ্তরে অকেজো মালামাল নিলামে বিক্রয়	২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিআরডিবি সদর দপ্তরে ১৩ টি আইটেম এ ৫৭ সংখ্যক অকেজো/মেরামত অযোগ্য মালামালসমূহ নিলামে বিক্রয় করা হয়েছে।
১৪.	জেলা দপ্তরের বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন	২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৫ টি জেলা দপ্তরের প্রেরিত আবেদনের প্রেক্ষিতে বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
১৫.	জেলা দপ্তরের ক্রয়	২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬৪ টি জেলা দপ্তরের প্রেরিত আবেদনের প্রেক্ষিতে কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী, আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
১৬.	বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের যানবাহন ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্যয় সংকোচন নীতির কারণে নতুন কোন গাড়ী ক্রয় করা হয়নি। বিআরডিবি'র পুরাতন গাড়িসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণপূর্বক বিভিন্ন রুটে চলমান রয়েছে।
১৭.	কর্মকর্তাদের যানবাহন বরাদ্দ	বিআরডিবি'র কর্মকর্তাদের যাতায়াতের জন্য বিভিন্ন রুটে জীপ/মাইক্রোবাস/পিকআপ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
১৮.	যানবাহনের সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় জ্বালানী সরবরাহ	বিআরডিবি সদর দপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য ব্যবহৃত যানবাহনের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে এবং যানবাহন ব্যবহারের জন্য ফরমায়েশপত্রের চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানী সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

২.৩ অর্থ ও হিসাব বিভাগ

বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটসহ বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাদি অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ বিভাগের অধীন (১) অর্থ ও হিসাব এবং (২) নিরীক্ষা নামে ২টি অনুবিভাগ রয়েছে। অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগের অধীন রয়েছে (ক) অর্থ ও বাজেট শাখা এবং (খ) হিসাব শাখা। নিরীক্ষা অনুবিভাগের অধীন নিরীক্ষা শাখা। এ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (অর্থ) এবং ২টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুইজন যুগ্মপরিচালক। তিনটি শাখার দায়িত্বে তিনজন উপপরিচালক রয়েছে। উপপরিচালকদের সহায়তা করেন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ।

২.৩.১ অর্থ ও বাজেট শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- বিআরডিবি'র বাজেট ব্যবস্থাপনা এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে আরও সময়োপযোগী, স্বচ্ছ, শক্তিশালীকরণ এবং বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের প্রক্রিয়াকে iBAS++ এবং EFT এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন;
- বিআরডিবি'র রাজস্ব খাতের অপারেশনাল ইউনিটসমূহের বার্ষিক ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড় ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ;
- জেলা দপ্তরসমূহের আবর্তক (কৃষি) ও সদাবিকের পরিচালন ব্যয়ের অংশ হতে ব্যয়ের বাজেট প্রক্রিয়াকরণ;
- উপজেলা দপ্তরসমূহের ইউটিইউ অংশ হতে আয় ও ব্যয়ের বাজেট প্রক্রিয়াকরণ;
- বিআরডিটিআই, সিলেটের নিজস্ব আয় ও ব্যয়ের বাজেট প্রক্রিয়াকরণ;
- বাজেট বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয়;
- বিআরডিবি'র বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী রাজস্ব খাত এবং মূলধনী খাতের সকল ধরণের আর্থিক লেনদেন সম্পাদন।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ/প্রাপ্তি	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে অর্থছাড়/অবমুক্তি
আবর্তক ব্যয়		
৩৬-অনুদান		
৩৬৩১-আবর্তক অনুদান		
৩৬৩১১০১-বেতন বাবদ সহায়তা	৭৯২৩.০০	৭৯২৩.০০
৩৬৩১১০২-ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৬০৫৬.০০	৬০৫৬.০০
৩৬৩১১০৩-পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	৪১২১.০০	৪০৫১.০০
৩৬৩১১০৪- পেনশন ও অবসর সুবিধা সহায়তা	৫০১৫.০০	৫০৫১.০০
৩৬৩১১০৭-বিশেষ অনুদান	-	-
৩৬৩১১০৮-গবেষণা অনুদান	২৫.০০	২৫.০০
৩৬৩১১৯৯-অন্যান্য অনুদান	১৭৭.০০	১৭৭.০০
উপমোট-আবর্তক অনুদান	**২৩৩১৭.০০**	**২৩২৪৭.০০**
৩৬৩২-মূলধন অনুদান		
৩৬৩২১০২-যন্ত্রপাতি অনুদান	৫০.০০	৫০.০০
৩৬৩২১০৫-তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	২২০.০০	২২০.০০
৩৬৩২১০৬-অন্যান্য মূলধন অনুদান	২১৫.০০	২১৫.০০
উপমোট-মূলধন অনুদান	**৪৮৫.০০**	**৪৮৫.০০**
মোট	**২৩৮০২.০০**	**২৩৭৩২.০০**

২.৩.২ হিসাব শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জিপিএফ, কর্মচারী কল্যাণ তহবিল, কর্মচারী পরিবার নিরাপত্তা তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা সংক্রান্ত লেনদেন সম্পাদন ও হিসাব সংরক্ষণ;
- ছুটি নগদায়ন, ভবিষৎ তহবিলের পাওনা, অবসরভোগীদের পেনশন দাবী, এককালীন আনুতোষিক পরিশোধ;
- বিআরডিবি'র যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যাদি যেমন- হিসাব খোলা, প্রাপ্ত অর্থ জমাকরণ, অর্থ ছাড়করণ এবং স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন।
- বিআরডিবি'র স্থায়ী আমানতসমূহ পরিচালনা।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

ক্রম	বিবরণ	পদের নাম	সংখ্যা (জন)	২০২৪-২৫ অর্থবছরে পরিশোধ (লক্ষ টাকায়)
১.	পিআরএল ভাতা প্রদান	যুগ্মপরিচালক	-	-
		উপপরিচালক	০১	০.৩৭২৬৬
		এডি/ইউআরডিও	১৪	৭২.৭১৩৪৯
		সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	১৯	১০৪.৫৩৪৭৪
		ইউডিএ	০১	১.৯৮৭৯২
		মাঠ সংগঠক	২১	১২৬.৮৮০২৩
		স্টেনোগ্রফার	-	-
		অফিস সহায়ক	১৪	৩১.৮৪১২০
		মোট	**৭০**	**৩৩৮.৩৩০২৪**
২.	অবসর জনিত ছুটি নগদায়ন ভাতা প্রদান	যুগ্মপরিচালক		
		উপপরিচালক		
		এডি/ইউআরডিও	১২	৯৮.৮৮৯৬৫
		সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	০৭	৫৫.২৫১০০
		ইউডিএ	০১	৪.৯১৪০০
		মাঠ সংগঠক	১৯	৮১.৭৪১৬০
		অফিস সহায়ক	০৬	২০.২৯৯৬০
		মোট	৪৫	**২৬১.০৯৫৮৫**
৩.	অবসরজনিত আনুতোষিক ভাতা প্রদান	যুগ্মপরিচালক	০২	১১৬.৭৮৯৪০
		উপপরিচালক	০৭	৩১৮.৭৭৭৮৪
		এডি/ইউআরডিও	১৪	৭০৫.৯৩৮৩১
		সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	১৩	৬০৩.৭৭৭৬০
		হিসাবরক্ষক	০১	৮.৯২৮৬৪
		মাঠ সংগঠক	২৯	৭১৪.৪৬৮০৮

		গাড়ি চালক	০২	৬২.৫৭৬১০
		অফিস সহায়ক	১০	২০১.১২১০৩৯
		মোট	**৭৮**	**২৭৩২.৪৬৬৩৬**
৪.	অবসর জনিত জিপিএফ ভাতা প্রদান	যুগ্মপরিচালক	০	০
		উপপরিচালক	০১	২১.২০৯০১
		এডি/ইউআরডিও	১৬	২৩৪.৭৯৫৪৫
		সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	০৮	১০২.০০৯৬১
		হিসাবরক্ষক	০১	৩.৭৪০৮৩
		ইউডিএ	০১	১.৭৩২৪৫
		স্টেনোগ্রফার	০১	২.২৯৯৪৭
		অফিস সহকারী	০১	২.৩৬৩১৬
		মাঠ সংগঠক	২১	১৫৮.৪৮৬২৪
		গাড়ি চালক	০১	১১.৩৫০৪৮
		অফিস সহায়ক	০৮	৩০.১৬৮৩০
		মোট	**৫৯**	**৫৬৮.১৫৫০০**
৫.	গোষ্ঠি বীমা (মৃত্যু জনিত) প্রদান	যুগ্মপরিচালক	০১	২৫.৬৩২০০
		উপপরিচালক	০	০
		মাঠ সংগঠক	০১	৮.৪৬০০
		অফিস সহায়ক	০১	৪.৫১৬৮০
		মোট	**০৩**	**৩৮.৬০৮৮০**
৬.	অবসরজনিত পরিবার নিরাপত্তা প্রদান	যুগ্মপরিচালক	০২	০.৬৩২৫০
		উপপরিচালক	০৪	১.৬১
		ডিপিডি	০২	০.৯২৫০০
		এডি/ সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	২৮	১১.৮৬৭৫০
		এআরডিও	১৬	৬.৮৫৫০০
		হিসাবরক্ষক	০১	০.৫০০০০
		মাঠ সংগঠক	১৫	৫.৮৮৬৭০
		গাড়িচালক	০২	১.০০০০০
		অফিস সহায়ক	১০	৩.৫৬০০০
		মোট	**৮০**	**৩২.৮৩৬৭০**
৭.	অবসরজনিত পরিবার কল্যাণ তহবিল প্রদান	মাঠসংগঠক	০১	০.২৫০০০
		অফিস সহায়ক	০১	৫.০০০০০
		মোট	**০২**	**৫.২৫**

২.৩.৩ নিরীক্ষা শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাসূচি প্রণয়ন, নিরীক্ষা সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রকাশ ও সংশিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয়, ত্রি-পক্ষীয় সভার আয়োজন;
- নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা;
- স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ব্রডশিট জবাব প্রেরণ;

- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ (জাতীয় বেতন স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, পদোন্নতি ইত্যাদি)।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম:

ক্র. নং	নিরীক্ষার ধরণ	২০২৪-২৫ অর্থবছরের শুরুতে আপত্তির সংখ্যা (টি)	২০২৪-২৫ অর্থবছরে নিষ্পত্তির সংখ্যা (টি)	জুন, ২০২৫ তারিখে অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা (টি)
১	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	২৫২২	২৩৯	২৭৬৪
২	স্থানীয় ও রাজস্ব নিরীক্ষা	১০৫	১১	৯৪
	মোট	২৬২৭	২৫০	২৮৫৮

২.৪ পরিকল্পনা বিভাগ

বিআরডিবি'র প্রকল্প/কর্মসূচি'র প্রস্তাবনা তৈরি, চলমান প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা এ বিভাগের মূল কাজ। বিভাগের অধীন ২টি অনুবিভাগ ও ৫টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ ২টি হলোঃ (১) গবেষণা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ ও (২) নির্মাণ অনুবিভাগ। বিভাগের আওতায় শাখা ৫টি হলো (ক) পরিকল্পনা শাখা (খ) গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা (গ) পরিবীক্ষণ শাখা (ঘ) প্রোগ্রামিং শাখা ও (ঙ) নির্মাণ শাখা। বিভাগের প্রধান হিসেবে পরিচালক (পরিকল্পনা), অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে যুগ্মপরিচালক এবং শাখাসমূহের প্রধান হিসেবে উপপরিচালকগণ দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য প্রতিটি শাখায় রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ।

২.৪.১ পরিকল্পনা শাখা

পরিকল্পনা শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি, টিএপিপি, আরডিপিপি, আরটিএপিপি, পিডিপিপি ও প্রকল্প সার সংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রণীত প্রস্তাবসমূহ প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধন;
- ADP/RADP Management System- এ বিআরডিবি'র অনুমোদিত/অননুমোদিত প্রকল্পসমূহের তথ্য এন্ট্রি এবং নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে জাতীয় পরিকল্পনা, নীতি-কৌশল ইত্যাদি বিআরডিবি সংশ্লিষ্ট অংশ প্রণয়নপূর্বক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যথাযথ দপ্তরে প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, উন্নয়ন সংস্থা ও সহযোগী দেশের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;
- সরকারের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (যেমন- আইন, বিধি, নীতিমালা, কর্মসূচি ও প্রকল্প ইত্যাদি) মতামত প্রদান।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

ক) বিআরডিবি কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্পসমূহ:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০১	পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন বাজারজাতকরণ প্রকল্প-২য় পর্যায়	জুলাই ২০২৪ খ্রি. হতে জুন ২০২৯ খ্রি.	৯৭৭৯৬.০০
০২	সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প-(২য় পর্যায়	জুলাই ২০২৪ খ্রি. হতে জুন ২০২৯ খ্রি.	৩৮৭২২.৬৬
০৩	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (৪র্থ পর্যায়)	জুলাই ২০২৪ খ্রি. হতে জুন ২০২৯ খ্রি.	৬৬৪৬৩.০০
০৪	ওয়ান পল্লী ওয়ান প্রোডাক্ট (OPOP): পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী প্রকল্প	জুলাই ২০২৪ খ্রি. হতে জুন ২০২৬ খ্রি.	৩১৭০.৩২

খ) বিআরডিবি কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট অননুমোদিত প্রকল্প তালিকা:

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	Climate Resilient Capacity Development & Livelihood Promotion Project	January 2025 to Dec 2027	55000.00

গ) বিআরডিবি কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ:

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১.	অংশীদারিত্বমুলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-০৪ (পিআরডিপি-৪)	জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি. হতে ডিসেম্বর, ২০২৯ খ্রি.	৬৫০৯৩.০০
২	ওয়ান পল্লী ওয়ান প্রোডাক্ট (ওপপ): পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী প্রকল্প	জুলাই, ২০২৫ খি. হতে ডিসেম্বর, ২০২৬ খ্রি.	২৮৯২.১৮
৩.	সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	জুলাই, ২০২৫ খ্রি. হতে জুন, ২০৩০ খ্রি.	৩৮৭২২.৬৬
৪	ইউসিসিএ কেন্দ্রীক পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প	জুলাই, ২০২৫ খ্রি. হতে জুন, ২০২৮ খ্রি.	৪৭৬৭.১৭
৫.	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি-৩য় পর্যায়	জুলাই, ২০২৫ খ্রি. হতে জুন, ২০৩০ খ্রি.	৪২৩৫২.১০
৬.	পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	জুলাই, ২০২৫ খ্রি. হতে জুন, ২০৩০ খ্রি.	৯৬০০০.০০

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
৭.	পল্লী পণ্য সংরক্ষণে বিআরডিবি'র আওতাধীন গুদামসমূহের সংস্কার ও বহুমূখী ব্যবহার সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প	জুলাই, ২০২৫ হতে খ্রি. ডিসেম্বর, ২০২৬ খ্রি.	১০৮.০০
৮.	পল্লীর প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প	জুলাই, ২০২৫ খ্রি. হতে ডিসেম্বর, ২০২৬ খ্রি.	১৯২.৬৩
৯.	পল্লী পণ্য প্রসার (৩ পি) প্রকল্প	জুলাই, ২০২৫ খ্রি.হতে জুন, ২০২৯ খ্রি.	৪২৩৬.৫০

২.৪.২ গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- বিআরডিবি'র বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা, প্রকাশ ও বিতরণ;
- বিআরডিবি'র সিটিজেনস্ চার্টার সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিআরডিবি'র কর্মকান্ড ভিত্তিক ছোট পরিসরে গবেষণা/মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে বিআরডিবি'র তথ্য প্রেরণ;
- অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্য প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদে বছরের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিআরডিবি'র তথ্য প্রেরণ;
- পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার বই-পুস্তক, জার্নাল, প্রতিবেদন ও অন্যান্য পাঠোপকরণ ক্রয়/সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ; বিভাগীয় পাঠকসহ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের গ্রন্থাগার সেবা প্রদান।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

- ২০২৩-২৪ এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে;
- সিটিজেনস্ চার্টার ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে সভা, সিটিজেনস্ চার্টার হালনাগাদকরণ এবং প্রশিক্ষণ আয়োজন ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ এর প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন প্রতিবেদন যেমন: অর্থনৈতিক সমীক্ষার প্রতিবেদন, অর্থ মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার তথ্যাদি, মহামান্য রাষ্ট্রপতির সংসদ অধিবেশনের ভাষনের তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।

গাইবান্ধা জেলার সাদুল্ল্যাপুর উপজেলার গাইবান্ধা প্রকল্পের উত্তর ভাঙ্গা মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে এফজিডি পরিচালনা

২.৪.৩ পরিবীক্ষণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পর্যালোচনা সভা আয়োজন;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ ও সংরক্ষণ;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষকে তথ্য সহায়তা প্রদান;
- নির্ধারিত ফরম্যাট ও সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা/দপ্তর কর্তৃক যাচিত প্রতিবেদন যেমন-এপিএ, কেবিনেট ডিভিশন, আইএমইডি, রাজস্ব ও প্রকল্পের বাজেট, জনবলের তথ্য, জাতীয় সংসদ ইত্যাদি প্রেরণ নিশ্চিত করা;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া তৈরী ও চূড়ান্তকরণ, এপিএ সংক্রান্ত সভা এবং জেলা/উপজেলার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর;
- এপিএ প্রতিবেদন সদর দপ্তর, জেলা ও উপজেলাসমূহ হতে সংগ্রহ করে ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক তথ্য ও প্রমাণক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও নিয়মিত পর্যালোচনা সভা আয়োজন করা।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম:

- কেবিনেট ডিভিশন ও আইএমইডি ডিভিশনের ০৫/০৩, বাজেট বাস্তবায়ন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিবেদন, পরিবীক্ষণ ছক, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও জনবলের তথ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- এপিএ প্রতিবেদন সদর দপ্তর, জেলা ও উপজেলাসমূহ হতে সংগ্রহ করে ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক তথ্য সম্বলিত প্রমাণকসমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে ভাষণ প্রস্তুতের নিমিত্ত জবাব প্রেরণ করা হয়েছে;
- বিআরডিবি'র উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে;
- এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয় বা বিভিন্ন কার্যালয় থেকে প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রেরণ করা হয়েছে।

২.৪.৪ প্রোগ্রামিং শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- জাতীয় তথ্য বাতায়ন ব্যবস্থাপনা;
- ডোমেইন ব্যবস্থাপনা;
- দাপ্তরিক ওয়েবমেইল ব্যবস্থাপনা;
- ডি-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- কম্পিউটার সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংযোজন;
- ইন্টারনেট কানেকশন গতিশীল করার লক্ষ্যে নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস সরবরাহ;
- সেবা ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে ডিজিটাল সেবা প্রদান;
- Integrated Digital Service Delivery Platform (IDSDP) বাস্তবায়ন;
- অভ্যন্তরীণ সফ্টওয়্যার ব্যবস্থাপনা;
- পারসোনাল ডাটা শীট (পিডিএস) ব্যবস্থাপনা;
- জুম অ্যাপের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সিং/ভার্চুয়াল সভা আয়োজন;
- মাই গভ সিস্টেমের মাধ্যমে নাগরিক ও দাপ্তরিক সেবা ব্যবস্থাপনা;
- ই-জিপি সিস্টেম ব্যবস্থপনা;
- সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবস্থাপনা।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

- বিআরডিবি'র জেলা ও উপজেলা দপ্তরের তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়েছে;
- বিআরডিবি সদরদপ্তরসহ জেলা, উপজেলা ও প্রকল্প/কর্মসূচি পর্যায়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের বিপরীতে ৯৩০টির বেশি দাপ্তরিক ওয়েবমেইল চালু রাখা হয়েছে;
- সদরদপ্তর ও জেলাদপ্তর পর্যায়ে ডি-নথির মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। সম্প্রতি ৪৯২ টি উপজেলাকে ডি-নথি কার্যক্রমে লাইভে দেয়া হয়েছে;
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বিভাগ/দপ্তর ও মাঠ পর্যায় (জেলা ও উপজেলা) তৈরি ও ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সেবা ডিজিটাইজেশন/সেবা সহজিকরণ ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করণ এর জন্য সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে (ভার্চুয়াল) সভা/সেমিনার/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে;
- বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পিডিএস সফট্ওয়্যারের নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে;
- ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে "BRDB Digital Passbook" অ্যাপস এর মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সেবাটি সহজিকরণ/ডিজিটালাইজ করা হয়েছে;
- বিআরডিবি'র লাইসেন্সডকৃত ৫০০ অংশগ্রহণকারী সম্বলিত জুম অ্যাপের মাধ্যমে বিভিন্ন অন-লাইন সভা, প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করা হয়েছে;
- উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ, মাঠ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা ও সমস্যা, সফলতা, সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ, টুইটার পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে বিভিন্ন ডকুমেন্ট, তথ্যাদি নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে;

- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “Integrated Digital Service Delivery Platform ” এর মাধ্যমে বিআরডিবি’র সেন্ট্রাল সফটওয়্যার প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান। ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম (IDSDP) সিস্টেম এর মাধ্যমে ১৬টি জেলার ১৬টি উপজেলায় বিআরডিবি’র ৪ টি কম্পোনেন্ট এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সিস্টেমটি সফলভাবে সারা বাংলাদেশে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- সদর দপ্তরের ১৪৬ এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথ এর বিটিসিএল-এর সংযোগ ও বিকল্প ইন্টারনেট সংযোগ হিসেবে ১০ এমবিপিএস প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান হতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট চলমান রয়েছে;
- প্রকল্প/কর্মসূচি ও শাখা/বিভাগ সমূহ ই-জিপির মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- মাইগভ সিস্টেমের মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে বিভিন্ন আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পন্ন করা হয়েছে;
- এনআইএস, এপিএ, আইসিটি, ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত ইত্যাদি প্রতিবেদনসহ অন্যান্য চাহিদাকৃত প্রতিবেদন মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, এটুআই, তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে নিয়মিত প্রেরণ করা হয়েছে।

২.৪.৫ নির্মাণ অনুবিভাগ

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন;
- ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত নকশা প্রস্তুত ও ব্যয় প্রাক্কলন তৈরী।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

রাজস্ব/প্রকল্প/ কর্মসূচী	কাজের নাম	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকা)	পরিশোধিত বিল (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতির হার
রাজস্ব	বিআরডিবি’র বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় ৩০টি প্যাকেজের আওতায় ৩০ টি জেলা/ উপজেলা পল্লী ভবন মেরামত, সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	৮৭২.১০১	৭৭১.৬৭১	৮৮%
ইরেসপো	নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ০৯ তলা হোস্টেল ভবন নির্মাণ কাজ।	২০৬২.৩৯৯	৮৩৫.৭৫	৪০%

নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের হোস্টেল ভবন নির্মাণ কার্যক্রম

২.৫ সরেজমিন বিভাগ

সরেজমিন বিভাগ বিআরডিবি'র মাঠ কার্যক্রম তদারকি,নীতিগত সহায়তা প্রদান ও তত্ত্বাবধান করে থাকে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ বিভাগের অন্যতম কাজ। এছাড়াও মাঠ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে থাকে। দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম ও বিভিন্ন সমাপ্ত অথচ চলমান প্রকল্প/ কর্মসূচি সরেজমিন বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এ বিভাগের আওতায় ৩টি অনুবিভাগ ও ৬টি শাখা রয়েছে। পরিচালক (সরেজমিন) এ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে যুগ্মপরিচালক এবং শাখার প্রধান হিসেবে উপপরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। অনুবিভাগ ৩টি হলোঃ (১) ঋণ, সমবায় ও বাজারজাতকরণ (সিসিএম), (২) সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প এবং (৩) মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ। সমবায়, ঋণ ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে ঋণ শাখা, সমবায় শাখা, বাজারজাতকরণ শাখা, সেচ শাখা ও পরিদর্শন শাখা। সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে সম্প্রসারণ শাখা ও বিশেষ প্রকল্প শাখা। এছাড়াও মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগে দুইজন উপপরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারি।

২.৫.১ ঋণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- বিআরডিবি'র আওতায় পরিচালিত সকল প্রকল্প/কর্মসূচি হতে ঋণ সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন সংগ্রহ এবং খাতওয়ারি একিভূত মাসিক প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে অনলাইনে প্রেরণ;
- বিআরডিবি'র সকল প্রকল্প/কর্মসূচির সমন্বয়ে অভ্যন্তরীণ মাসিক ঋণ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিআরডিবি'র আওতায় পরিচালিত সকল প্রকল্প/কর্মসূচি হতে ঋণের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহপূর্বক একিভূতকরণ এবং মনিটরিং শাখায় প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়/বহিঃসংস্থা (যেমন- বিবিএস, এমআরএ, সিডিএফ) কর্তৃক চাহিত ঋণ সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠেয় ঋণ সংক্রান্ত সভার কার্যপত্র প্রস্তুতকরণ;
- মাঠ পর্যায়ে মূল কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট ঋণ কার্যক্রম সংক্রান্ত পত্রাদির বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

বিআরডিবি'র সমবায় ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম ঋণ শাখার তদারকিতে সম্পাদিত হয়। এ শাখা নিম্নোক্ত দুইটি কর্মসূচি পরিচালিত হয়:

ক) আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচি:

কৃষিজ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। কৃষি খাতে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বিআরডিবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৬৩-৬৪ সাল থেকে কুমিল্লা মডেল এর মাধ্যমে এবং ১৯৭০ সাল থেকে আইআরডিপি এর আওতায় সোনালী ব্যাংকের সহায়তায় সমবায়ীদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়। আইআরডিপি থেকে বিআরডিবি'তে রুপান্তরের পরেও সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে সমবায়ীদের মাঝে ঋণ বিতরণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। তবে ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য সোনালী ব্যাংকের ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নানাবিধ

অসুবিধার কারণে কৃষকদের ঋণ প্রবাহ সংকুচিত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ১৯৯১ সালে ৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ মওকুফ হলেও সমবায়ীদের ক্ষেত্রে এটি কার্যকর হয়নি। যার ফলে ক্ষুদ্র কৃষকদের পুনঃ ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়। পরবর্তীতে বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত ইউসিসিএসমূহের সদস্য প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহে ঋণ প্রবাহ সচল এবং ঋণ ব্যবহারের দ্বারা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাড়তি আয় দ্বারা গ্রামীণ কৃষক পরিবারের আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচি কার্যক্রম শুরু হয়। ২০০৩-০৪ অর্থ বছর হতে সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পল্লী অঞ্চলে বিতরণের জন্য 'ঘূর্ণায়মান পল্লী উন্নয়ন ঋণ তহবিল' শিরোনামে বিআরডিবি'র নিজস্ব ঋণ কার্যক্রম শুরু হয় এবং আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ১৩১২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে ১) টাঙ্গাইল জেলার সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ প্রকল্প হতে ২৩৪.৯৭ লক্ষ, ২) সার বিতরণ প্রকল্প (এফএও) হতে ৪১১.৬৫ লক্ষ, ৩) সরিষাবাড়ী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প হতে ১১.৭২ লক্ষ ও সেচযন্ত্রের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ৪০২.২৬ লক্ষ সর্বমোট ১০৬০.৬০ লক্ষ টাকা আবর্তক তহবিলে একীভূত করা হয়। এছাড়াও সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত ভর্তুকীর অব্যয়িত অর্থ আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচিতে মোট ৪০০৯.০৮ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রাপ্ত ঋণ তহবিলের ঘূর্ণায়মান প্রবৃদ্ধির পরিমান ৭৩১৮.০৫ লক্ষ টাকা। বর্তমানে আবর্তক (কৃষি) ঋণ তহবিল ২৬৮২৪.২৮ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৬৪ জেলায় ৩,৬৪৮ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির ৪০,৮৫৬ জন সমবায়ীর মধ্যে আবর্তক (কৃষি) ঋণ বিতরণ হয়েছে ১৬৫৩৮.৫৬ লক্ষ টাকা এবং আদায় হয়েছে ১৬৩১৫.৮৬ লক্ষ টাকা।

খ) সোনালী ব্যাংক (ফসলী ও চিংড়ী) ঋণ কর্মসূচি:

সোনালী ব্যংকের অর্থায়নে 'ব্যাংকিং প্লান-১৯৮৩' অনুযায়ী ব্যাংকের নিকট হতে ইউসিসিএসমূহ ঋণ গ্রহণ করে তার সদস্যভূক্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে ফসল ও চিংড়ী চাষে ঋণ বিতরণ করা হয়। এক্ষেত্রে বিআরডিবি, ইউসিসিএ'র গ্যারান্টরের ভূমিকা পালন করে থাকে। সোনালী ব্যাংক (ফসলী) ঋন কর্মসূচি'র আওতায় সাধারণতঃ রোপা আমন, ইরি/বোরো এবং আউশ ধান চাষের জন্য সমবায়ী কৃষকদের ঋণ প্রদান করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের ১২ টি জেলায় সোনালী ব্যাংক (ফসলী) ঋণ খাতে ২৪৭৩.৪৬ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়। এর বিপরীতে আদায় হয়েছে ৩১৩৮.৮২ লক্ষ টাকা। এছাড়াও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উপকুলীয় ০৩টি জেলায় (খুলনা, বাগেরহাট এবং সাতক্ষীরা) 'সোনালী ব্যাংক (চিংড়ী চাষ) ঋণ' খাতে বিতরণ করা হয়েছে ১৭৭৯.৮০ লক্ষ টাকা। এর বিপরীতে আদায় হয়েছে ১৯৯২.৬৮ লক্ষ টাকা।

২.৫.২ সমবায় শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- মাঠ পর্যায়ে দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম তদারকি;
- কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর যাচিত তথ্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- ইউসিসিএ'র কর্মচারিদের সার্ভিস রুল, নিয়োগ, বেতন-ভাতা, স্যালারী সাপোর্ট ও গ্রাচ্যুইটি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
- পল্লী উন্নয়ন পদকের মনোনীত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়নসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পদকের জন্য মনোনয়ন প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ইউসিসিএ'র সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;

- প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ পর্যালোচনা ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

ক) সাংগঠনিক:

কার্যক্রমের ধরন	২০২৪-২৫ অর্থবছরে									জুন ২০২৫ এ স্থিতি								
	সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি			সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
সমিতি গঠন (টি)	৯	-	৯	-	-	-	৯	-	৯	৫৯১৭৮	৫৬৫৬	৬৪৮৩৪	-	-	-	৫৯১৭৮	৫৬৫৬	৬৪৮৩৪
সদস্য (জন)	৩১২৬	১০০	৩২২৬	-	-	-	৩১২৬	১০০	৩২২৬	১৭৯৯৬৩৯	১৯৩১৮৮	১৯৯২৮২৭	-	-	-	১৭৯৯৬৩৯	১৯৩১৮৮	১৯৯২৮২৭

খ) মূলধন/পুঁজি (শেয়ার ও সঞ্চয়) জমা:

(লক্ষ টাকায়)

পুঁজি গঠন	২০২৪-২৫ অর্থবছরে									জুন ২০২৫স্থিতি								
	সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি			সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	২৪১.৩৫	৩.৪৫	২৪৪.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০	২৪১.৩৫	৩.৪৫	২৪৪.৮৪	৮২৪৪.৯৪	৫০২.২২	৮৭৪৭.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	৮২৪৪.৯৪	৫০২.২২	৮৭৪৭.১৬
সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৪৬১.৩৭	১৯.৩৪	৪৮০.৭১	০.০০	০.০০	০.০০	৪৬১.৩৭	১৯.৩৪	৪৮০.৭১	১৪২২৬.১৯	১৩১৯.৫৭	১৫৫৪৫.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	১৪২২৬.১৯	১৩১৯.৫৭	১৫৫৪৫.৭৬

২.৫.৩ বাজারজাতকরণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- বিআরডিবি'র আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘরের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও তদারকি;
- উপকারভোগী সমবায়ীদের কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ, প্রদর্শন ও বিক্রয়ের জন্য সহায়তা;

- আর্দশ গ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন;
- আদর্শ গ্রাম-২ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকি;
- বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচির ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম মনিটরিং;
- অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়দেনা নিরূপণ/নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের নাম	সদস্য ভর্তি (জন)				ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)		ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	
	পুরুষ		মহিলা					
	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:
বীর মুক্তিযোদ্ধা	-	২৯৭২৮	-	৫৭৫২	৮৫১.৬৫	১৪০৯৪.২০	৭৯৫.৯২	১১৪০৬.৩০
আর্দশগ্রাম	-	৭৮৫৬	-	৭৮৭৫	২৮৬.৩১	৫৭১৬.৮৪	৩০৬.৬৩	৫০১৩.৫৬

২.৫.৪ সেচ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ কার্যক্রম তদারকি;
- মাঠ পর্যায়ের গভীর নলকূপ পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সেচযন্ত্রের বিপরীতে সোনালী ব্যাংকের পাওনা বকেয়া ঋণ আদায় ও পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পাবর্ত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি;
- সেচ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- জোড়াবাড়ি সংক্রান্ত সকল তথ্য সকল জেলা/উপজেলা থেকে সংগ্রহ করা, জোড়াবাড়ির ভাড়া আদায় ও এ সংক্রান্ত ব্যাংক হিসাবে পরিচালনা ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- সোনালী ব্যাংক (ফসলী) এবং ইউসিসিএ লি: এর নিজস্ব তহবিলের ঋণ কার্যক্রম তদারকি।

ক) সেচযন্ত্র সংক্রান্ত তথ্যাবলী:

সমবায়ীদের সেচযন্ত্র ক্রয়ের লক্ষ্যে-

- ক্রমপুঞ্জিত বিতরণ (আসল) : ২০,৯৪১.৮০ লক্ষ টাকা
- ক্রমপুঞ্জিত আদায় (আসল) : ১৯,৬৯৬.১৯ লক্ষ টাকা
- মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপী (আসল) : ১২৪৫.৬১লক্ষ টাকা
- ২০ টি জেলার ইউসিসিএ'র নিকট সোনালী ব্যাংকের পাওনা : ৩৬৩১.৮৬ লক্ষ টাকা

খ. জোড়াবাড়ি সংক্রান্ত তথ্যাবলী:

জোড়াবাড়ি আছে এমন মোট জেলার সংখ্যা : ৫৮ টি

জোড়াবাড়ি আছে এমন উপজেলার সংখ্যা : ২৭৩ টি

মোট জোড়াবাড়ির সংখ্যা : ৪২২ টি

গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্যাবলী:

(লক্ষ টাকায়)

জেলার নাম	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহীতা সমিতি	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহীতা সদস্য	মোট ঋণ তহবিল	ঋণ বিতরণ		ঋণ আদায়	
				২০২৪-২৫ অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত	২০২৪-২৫ অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত
খাগড়াছড়ি	১৯০	২৮৭১	১৩৭.৪২	১৩৯.৫১	৩২৪১.২৩	১৪৪.৩৩	৩০২৮.০২
রাঙ্গামাটি	৩০৭	৫১১৪	১৭৩.৫৩	১৮৯.৮১	৩৪২৭.৯৫	১৮৬৫.৪৫	৩১৫৮.০৮
বান্দরবান	২৮০	৫৪৯৪	১১৪.৮৬	৯১.২৩	১৫১৮.৩৭	৯৮.৬৮	১৩৬৬.৫৬
মোট	৭৭৬	১৩৪৭৯	৪২৫.৮১	৪২০.৬১	৮১৮৭.৫৫	৪২৯.৪৬	৭৫৫২.৬৬

ঘ. সোনালী ব্যাংক (ফসলী) ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহীতা সমিতি	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহীতা সদস্য	ঋণ বিতরণ		ঋণ আদায়	
		২০২৪-২৫ অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত	২০২৪-২৫ অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত
৪৬৭০৩	১০৬২৮৬৫	২৪৭৩.৪৬	১৬৭১৫৯.৬২	৩১৩৮.৮২	১৬০৭৯৬.৬৪

ঙ. ইউসিসি'এর নিজস্ব তহবিল ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী: (লক্ষ টাকায়)

ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহীতা সমিতি	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহীতা সদস্য	ঋণ বিতরণ		ঋণ আদায়	
		২০২৪-২৫ অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত	২০২৪-২৫ অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত
৪৬৬০	৬৮৫৯৭	৫৭৭৭.৩৬	৪৪৪৬১.৯৭	৫২০৩.৫৭	৩৭৯৮৫.৭১

২.৪.৫ পরিদর্শন শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন;
- সদরদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জেলার উপপরিচালকগণের ভ্রমণ বিবরণী পর্যালোচনা, অনুমোদন ও অনুমোদিত বিল প্রেরণ:

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

জেলা ও উপজেলা পরিদর্শন

১) ২০২৪-২৫ সনে পরির্দশনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ২০ জন

২) ২০২৪-২৫ সনে জেলা দপ্তর পরির্দশন সংখ্যা ১১৭ টি

৩) ২০২৪-২৫ সনে উপজেলা পরির্দশন সংখ্যা ৬৮ টি

৪) জেলা পর্যায়ে উপপরিচালকদের ভ্রমন বিল অনুমোদনের সংখ্যা ৭৫৬ টি

২.৫.৬ সম্প্রসারণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- উপকারভোগীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পাখানা স্থাপন, গবাদীপশুর টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন;
- সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (সদাবিক) এর কার্যক্রম তদারকি;
- গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

ক) সদাবিক ও গুচ্ছগ্রাম কার্যক্রম

প্রকল্পের নাম	সদস্য ভর্তি (জন)				সমিতি গঠন				সঞ্চয় (লক্ষ টাকায়)		ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)		ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	
	পুরুষ		মহিলা		পুরুষ		মহিলা							
	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:
সদাবিক	৪৫০	১৯৪৮৬২	৫৪০	২০৯৩৭২	৩০	১৭৯৯১	৩৬	১৬৪৭৫	২৭০.৬০	৭৪১০.২৫	১৩৭০২.১২	২৫২১৩১.২০	১৩৩৩৫.২৮	২২৬৮৬০.৭১
গুচ্ছগ্রাম	-	১০২৩৯	-	১০৭২২	-	৩৬৪	-	৩৪০	১.৮২	১৮৭.৯১	৫০২.৬০	৫৩৭৩.২২	৪৬৬.১১	৪৩২২.০৯

২.৫.৭ বিশেষ প্রকল্প শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- বিআরডিবি'র সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের জন্য কন্ট্যাক্ট সেল হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি'র কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ নীতিমালা (গাইডলাইন) সংশোধন ও হালনাগাদকরণ;
- পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ সংক্রান্ত উপজেলা ভিত্তিক ঋণ বিতরণ এবং আদায় কার্যক্রম নিয়মিত সরেজমিনে পরিদর্শন, বিআরডিবি'র (আরইএল) ওয়েবসাইটে ঋণ সংক্রান্ত উপজেলা ভিত্তিক তথ্য পোস্টিং নিশ্চিত করা এবং পোস্টিংকৃত তথ্যের সঠিকতা যাচাইকরণ;
- স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত বিআরডিবি'র সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পভিত্তিক অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত করে নিরীক্ষা শাখায় প্রেরণ এবং
- অবসরপ্রাপ্ত/পিআরএল ভোগরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিআরডিবি'র অবলুপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচিতে কর্মকালীন দায়দেনা/অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি'র আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৭,১৮৪ জন উপকারভোগী সদস্যের মধ্যে ২১১৬০.৮৬ লক্ষ টাকা উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, আদায়ের পরিমান ২০৯৪৩.৭৩ লক্ষ টাকা। এছাড়াও উক্ত অর্থবছরে ০৭ টি দায়-দেনা সংক্রান্ত নথি নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

২.৫.৮ মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিত করা;
- গ্রামীণ মহিলাদের নিজস্ব পুঁজি গঠন (শেয়ার ও সঞ্চয় জমা);
- জীবিকায়নধর্মী দক্ষতা উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- আয়উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ বিতরণ ও আদায়;
- সামাজিক, স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি;
- গ্রামীণ মহিলাদের আয় উৎসারী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ;
- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা এবং অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারীদের উন্নয়ন।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ঋণ বিতরণ		ঋণ প্রাপ্ত সদস্য (জন)		ঋণ আদায়		প্রশিক্ষণ প্রদান	
অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত	অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত	অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত	অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত
৭৬৪১.০৭	১৯৩৪১৫.৫৬	১৫৪৩৪	৪৮৯৬২৬	৮০৩৭.৪০	১৮১৭১২.৪৮	৭০০৭	৩২৯৫০৪

২.৬ প্রশিক্ষণ বিভাগ

পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এর নেতৃত্বে এ বিভাগ পরিচালিত হয়। এ বিভাগে ১ জন উপপরিচালক, ২ জন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ রয়েছে। বিআরডিবি'র আওতায় বর্তমানে তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত ও চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি'র সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণের জন্য বাজটে প্রণয়ন ও দিক-নির্দেশনা প্রদান;
- প্রশিক্ষণের বাজেট প্রণয়নসহ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত কর্মকর্তা মনোনয়নে প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান;
- বিআরডিবি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশিক্ষণ পরিচালনা।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

ক) বিআরডিবি সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণের তথ্য

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	২০২৪-২৫		ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)
		ব্যাচের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)	

		(টি)		
১	২	৩	৪	৫
১	সদর দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক ৬০ ঘন্টা ইনহাউজ প্রশিক্ষণ	১০ টি	৪২০ জন	১৬৬০জন
২	তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার, সুশাসন ও শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৮ টি	৩২০ জন	১১৫১ জন
৩	iBAS++ সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানিক ব্যয় নির্বাহকরণ এবং অডিট সংক্রান্ত নথিপত্র সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৩টি	৫১০ জন	১৬৩৫ জন
৪	বিআরডিবি'র জেলার উপপরিচালকদের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) প্রশিক্ষণ	২টি	৬৪ জন	৬৪ জন
৫	বিআরডিবি'র সদরদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের লার্নিং সেশন	৬টি	২৪০ জন	৩০০ জন
৬	সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডি-নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৯টি	৭৩৬ জন	৯১৫ জন
৭	চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪টি	১৬০ জন	২৪০ জন
৮	বিআরডিবি'র ৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সিটিজেন চার্টার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ টি	৫০ জন	২১০ জন
৯	বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটের গাড়ীচালকগণের পেশাগত দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্স	২টি	৬৬ জন	৬৬ জন
১০	বিআরডিবি'র সদরদপ্তরে কর্মরত অফিস সহায়কদের পেশাগত দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২টি	৮০ জন	৮০ জন
১১	অফিস সহায়কদের দাপ্তরিক শৃঙ্খলা, আচরণ বিধি ও আপ্যায়ন নিয়মাবলী বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	২টি	৮০ জন	৮০ জন
১২	বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের কনটেন্ট তৈরি শীর্ষক কর্মশালা	১ টি	২৫ জন	২৫ জন
১৩	বিআরডিবির কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট (IDSDPS) সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২টি	৮০ জন	৮০ জন
১৪	বিআরডিবি'র সদরদপ্তরে কর্মরত ১৭-২০ তম গ্রেডের কর্মচারীদের অগ্নি নির্বাপন ও ভূমি কম্পন ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১টি	৪০ জন	৪০ জন
	মোট	৭৩	২৮৩১	৬৪৬৬

বিআরডিবি সদর দপ্তরে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর সম্ভাবনা ও চ্যালে বিষয়ক প্রশিক্ষণ

খ) বিআরডিবি জেলা, উপজেলায় প্রশিক্ষণের তথ্য

ক্র: নং	বিবরণ	প্রশিক্ষণের ধরণ	২০২৪-২৫		ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)
			ব্যাচের সংখ্যা (টি)	প্রশিক্ষর্ণার্থীর সংখ্যা (জন)	
১	২	৩	৪	৫	৬
১	জেলাদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী	জেলা পর্যায়ে কর্মরত বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের আওতায় প্রশিক্ষণ (ইনহাউজ)	৬৪ জেলায় প্রতি ০৬ মাসে ০১ ব্যাচ ২০৪৫	৪০৯০	৮৮২২৫
২	সুফলভোগী	সুফলভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	২২৫	৯০০০	১১২৮২৯২

গ) বিআরডিবি বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের তথ্য

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষনের ধরণ	২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা (জন)	ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)
আঞ্চলিক লোক প্রশাসন কেন্দ্র	বিষয় ভিত্তিক	৫	১৫০

ঘ) বৈদেশিক প্রশিক্ষণের কার্যক্রমের তথ্য

ক্রঃ নং	দেশের নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		মন্তব্য
				২০২৪-২০২৫	ক্রমপুঞ্জিতে	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	Republic of China	Innovative Agriculture Policies & Programmes for	২৭ অক্টোবর-০২ নভেম্বর ২০২৪	১		

	(Taiwan)	Food Security and Sustainable Agricultural Development				
২	ইসলামাবাদ, পাকিস্তান	Disaster Management and Climate change Adaptation	২৭ নভেম্বর-০৪ ডিসেম্বর ২০২৪	১		
	মোট					

২.৬.১ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

২.৬.১.১ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), সিলেট

পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে দেশের অন্যতম প্রাচীন একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিআরডিটিআই। ইনস্টিটিউটটি বর্তমানে বিআরডিবি'র অধীনে বিভাগীয় লোকবল ও সুবিধাভোগীদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি নানাবিধ প্রশিক্ষণ, ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি কোর্সের আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

স্বাধীনতাপূর্বকালে গ্রাম উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত ভি-এইড কর্মসূচির আওতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৫৪ সনে এ প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। ভি-এইড কর্মসূচির অবলুপ্তি ঘটলে এটিকে পাকিস্তানের মৌলিক গণতন্ত্র প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিডিটিআই) নামকরণ করা হয়। ১৯৬৮ সনে আরেক দফা নাম পরিবর্তন করে এটিকে পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আরডিটিআই) করা হয়। স্বাধীনতার পর পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ও গুরুত্ব বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১৯৭৪ সনের মে মাসে ইনস্টিটিউটকে বিআরডিবি'র পূর্বসূরি 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি' (আইআরডিপি)-এর নিকট হস্তান্তর করে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সনে এটিকে জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ একাডেমির মর্যাদায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বা বিআরডিটিআই নামে বিআরডিবি'র মূল সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত করা হয়।

সিলেট শহর হতে ০৮ (আট) কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে খাদিমনগরে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের উত্তর পার্শ্বে ১১.৬৮ একর ভূমির উপর বিআরডিটিআই অবস্থিত। এর আশেপাশে রয়েছে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বিসিক শিল্পনগরী, সরকারি মৎস্য খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাদিম চা বাগান, সিলেট সদর উপজেলা পরিষদ এবং প্রখ্যাত সুফি সাধক হযরত শাহ পরান (রঃ) এর মাজার শরীফ।

বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি

বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কেন্দ্রস্থল দ্বি-তলবিশিষ্ট আধুনিক প্রশাসনিক-কাম-একাডেমিক ভবন। এর নিচতলায় অফিস ও অনুষদ সভাকক্ষ অবস্থিত। দ্বিতীয় তলায় রয়েছে তিনটি শ্রেণিকক্ষ এবং এর সংলগ্ন একটি করে সিন্ডিকেট কক্ষ। এছাড়া রয়েছে আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রি সংরক্ষণাগার, একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, একটি কম্পিউটার ল্যাব এবং পিএ সিস্টেম সম্বলিত একটি সম্মেলন কক্ষ। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য রয়েছে চারটি হোস্টেল, দ্বিতল ক্যাফেটেরিয়া, মসজিদ এবং ৬০০ আসনবিশিষ্ট অত্যাধুনিক অডিটরিয়াম। ক্যাফেটেরিয়ায় একত্রে ৩৫০ জনের আপ্যায়ন এবং হোস্টেল চারটিতে ১৬০ জনের আবাসন ফ্যাসিলিটিজ প্রদানের সুযোগ রয়েছে।

বিনোদনের জন্য রয়েছে টেলিভিশন ও খেলাধুলার উপকরণসমৃদ্ধ তিনটি কমনরুম। এছাড়া বিআরডিটিআই জামে মসজিদে প্রায় ১৫০ জন মুসলমান একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারেন। ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রস্থলে প্রায় দুই একর আয়তনের পুকুর রয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিক ভবনসমুহও ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

বিআরডিটিআই'র কম্পিউটার ল্যাব:

২০২০ সালে ইনস্টিটিউটের প্রশাসন ভবনের দ্বিতীয় তলায় অত্যাধুনিক মাল্টিমিডিয়া সুবিধাসম্বলিত কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের কাজটি সম্পন্ন করা হয়। এতে ৩০টি ব্র্যান্ড কম্পিউটার, চেয়ার-টেবিল, এসি, ফ্যান এবং লাইটিং ও সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি কম্পিউটার ল্যান-ক্যাবল ও ওয়াইফাই ইন্টারনেট দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। এজন্য ইনস্টিটিউটের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করে ৩০ এমবিপিএস করা হয়েছে। এ ল্যাবে বর্তমানে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইসিটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যেকোনো সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এখানে আইসিটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে পারে।

বিআরডিটিআই, সিলেট এর প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিআরডিটিআই-এ ২১৪৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে পর্যটনকেন্দ্রিক সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্স, অন্যান্য একাডেমিসমূহের বুনিয়াদি কোর্সের আওতায় বিআরডিটিআই-সংযুক্তি কোর্স সম্পন্ন করা করেছে।

পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প ৩য় পর্যায় এর সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক, বিআরডিবি

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণার্থীর বিবরণ	প্রশিক্ষণের ধরণ	ব্যাচের সংখ্যা (টি)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১	জেডি/ডিডি	সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ	০১	৩৯
	ডিডি/ডিপিডি ও অন্যান্য	সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ	০২	৭৭
২	ইউআরডিও ও সমমান	সংগঠন ও ঋণ ব্যবস্থাপনা	০৪	১৪৪
৩	এআরডিও	সংগঠন ও ঋণ ব্যবস্থাপনা	০৪	১৪৪
৪	হিসাবরক্ষক	দাপ্তরিক হিসাব ব্যবস্থাপনা	০৪	১৪৪
৫	অফিস সহকারী, উচ্চমান সহকারী, স্টেনোটাইপিস্ট, স্টেনোগ্রাফার ও অন্যান্য	সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ	০২	৫৮
৬	মাঠ সংগঠক	সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ	০২	৭২
		মোট=	১৯	৬৭৮

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বিআরডিবি'র সমিতি'র সদস্যদের প্রশিক্ষণ:

ক্রম	প্রশিক্ষণার্থীর বিবরণ	প্রশিক্ষণের ধরণ	ব্যাচের সংখ্যা (টি)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)
১	পজীপ-৩য় পর্যায় এর সুফলভোগী	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৯	২৭০
		মোট =	৯	২৭০

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বিআরডিবি বহির্ভূত সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ:

ক্রম	প্রশিক্ষণার্থীর বিবরণ	প্রশিক্ষণের ধরণ	ব্যাচের সংখ্যা (টি)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)
১	বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাগণ	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের আওতায় সংযুক্তি কার্যক্রম (পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস করণ বিষয়ক)	৩	২৪২
২	বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের ১০-২০ গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্স	৩৪	৯৫৩
		মোট =	৩৭	১১৯৫

২.৬.১.২ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি)

ডেনমার্কের ডেনিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভলেপমেন্ট এজেন্সী (ডানিডা) এর অর্থায়নে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (এনআরডিপি-২) এর আওতায় ১৯৮৭ সনে ০.৮৭ একর জায়গার উপর নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিআই) নির্মিত হয়। ১৯৯২ সনে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ সমাপ্ত হলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ১৯৯৫ সন হতে ২০০০ সন পর্যন্ত বৃহত্তর নোয়াখালী দারিদ্র্য সমবায় সহায়তা প্রকল্প এবং ২০০১ সন হতে ২০২১ সন পর্যন্ত পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) এর অধীনে পরিচালিত হয়। পরবর্তিতে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত দারিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা

(ইরেসপো)-২য় পর্যায় প্রকল্পটির ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ইরেসপো-২য় পর্যায় প্রকল্পে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিদ্যমান অবকাঠামোসমূহ মেরামত, সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ৯তলা বিশিষ্ট হোস্টেল ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সকল কাজ সম্পন্ন হলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে একসাথে ১২০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসন সুবিধা, ৩টি শ্রেণী কক্ষ, ১টি কম্পিউটার ল্যাব, ১টি সেলাই ও এ্যামব্রয়ডারি ল্যাব, লাইব্রেরী, ১০০ আসন বিশিষ্ট আধুনিক অডিটরিয়াম, ১০০ জনের ডাইনিং সুবিধাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত হবে। সুফলভোগী সদস্যদের বিভিন্ন আইজিএ ভিত্তিক আবাসিক প্রশিক্ষণসহ বিআরডিবি ও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার প্রশিক্ষণ চাহিদাপূরণে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

২.৬.১.৩ টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডব্লিউটিসি)

১৯৮৪ সালে জার্মান কারিগরী সহযোগিতায় টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডব্লিটিসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি বিআরডিবি'র মহিলা কর্মসূচি'র অন্তর্ভুক্ত হয়। জুলাই ২০০৫ সালে প্রকল্প পিআরডিপি প্রকল্পের কাছে ন্যস্ত করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টার (এলএমটিসি) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ কেন্দ্রটি টাঙ্গাইল জেলা শহরের নতুন বাস টার্মিনাল এর উত্তরে দেওলাতে মূল সড়কের পাশে ৩.১৬৮ একর জমির উপর স্থাপিত। এখানে পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারি, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি দ্বি-তল ভবন বিশিষ্ট একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ভবনে মোট ২৩টি কক্ষ আছে। এখানে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের সুবিধা সম্বলিত একটি কক্ষ ও সমান আয়তনের অফিস কক্ষ রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার জন্য ১০টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে, যেখানে মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অবস্থান করতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিআরডিবি'র কার্যক্রমভিত্তিক অর্জন

৩.১ এক নজরে কার্যক্রমের অগ্রগতি

৩.২ মানব সংগঠন সৃষ্টি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি

৩.৩ মূলধন সৃষ্টি

৩.৪ ঋণ কার্যক্রম

৩.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন

৩.৬ কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৩.৭ পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ সৃষ্টি

৩.৮ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

৩.৯ নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি

৩.১০ আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে বিআরডিবি

৩.১ এক নজরে কার্যক্রমের অগ্রগতি

মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি'র ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদের সংগঠিত করে কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমবায় সমিতি/পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন, সদস্য অন্তর্ভুক্তি, শেয়ার-সঞ্চয় জমা, ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা প্রদান, ঋণ আদায় এবং কর্মকর্তা/ কর্মচারি ও সুফলভোগীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়াও সুফলভোগীদের মাঝে কৃষি উপকরণ ও সম্পদ বিতরণ করা হয়। একই সাথে সম্প্রসারণও কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ সকল ক্ষেত্রে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অর্জন, জুন ২০২৫ এ স্থিতি এবং ক্রমপুঞ্জিত অর্জন নিম্নরূপ:

ক্রম	কার্যক্রমের ধরন ও নাম (একক)	২০২৪-২৫ অর্জন	জুন, ২০২৫ স্থিতি	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন (জুন, ২০২৫)
ক) সাংগঠনিক কার্যক্রম				
১	উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ) গঠন (টি)	০	৪৮৯	৪৮৯
২	মানব সংগঠন (সংখ্যা) (সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতি)	২,২৮৫	১,৮৭,১৩৩	২,০২,৬৯২
৩	সদস্য (জন)	৭৪,৯৬৩	৫২,৯৬,২৭৩	৬৪,৯৩,২৮৫
খ) সদস্যদের নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি				
৪	শেয়ার (লক্ষ টাকা)	৪৭৯.৪১	১৩৫,০২.৩৪	১৯১,৪৮.২০
৫	সঞ্চয় (লক্ষ টাকা)	৭৩৭৯.৮৭	৭৩৯,৬৯.৯৩	১৩৫৫৪৬.১৫
গ) ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)				
৬	**ক্ষুদ্র ঋণ**			
	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১৪৮২৯০.৬৬	-	২৫০৬১২৮.০৭
	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১৩৫৩৯৪.৮৪	-	২২৪৪৬০৬.৬৫
	আদায়ের হার	৭২%	-	৯৮%
	ঋণ গ্রহীতা সদস্য (জন)	৩,২৫,৭৩৬	-	৮৫,৪৬,০৭৬
৭	**পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ**			
	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৫২১২০.১১	-	১৭৬৯৪৬.৬১
	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৪৪১২৩.৩৭	-	১২৬৭৫০.০৮
	আদায়ের হার	৯১%	-	৯৫%
	ঋণ গ্রহীতা সদস্য (জন)	৩৭২০২	-	১১০৯৫৭
ঘ) প্রশিক্ষণ				
৮	সুফলভোগী (জন) (দক্ষতা উন্নয়ন, আয়বর্ধণমূলক, উদ্বুদ্ধকরণ)	১,৪৫,৪৯৫	-	৭৬২৫৭৫৪
৯	কর্মকর্তা/কর্মচারি (জন)	৮,৫১২	-	২,৮৮,২৩৯
ঙ) সেচযন্ত্র বিতরণ				
১০	গভীর নলকূপ (টি)	-	-	১৮,৩৬০
১১	অগভীর নলকূপ (টি)	-	-	৪৪,৫২৩
১২	শক্তিচালিত পাম্প (টি)	-	-	১৯,৪০৫
১৩	হস্তচালিত নলকূপ (টি)	-	-	২,৭৩,০০০
	মোট	-	-	৩,৫৫,২৮৮
চ) সম্পদ বিতরণ				
১৪	বীজ ও চারা বিতরণ (জন)	-	-	৫৪,৯৯১
১৫	প্রদর্শনী খামার	-	-	৭,৬৮০
১৬	১। সেলাই মেশিন (টি) ২। কিট বক্স (বিপি মেশিন, নেবুলাইজার, ব্লাড সুগার ইন্ডিকেটর, ফাস্ট এইডস বক্স (সেট)	৮০০ ৬০	- - -	২,৭২০ ১০০

	৩। মোবাইল মেরামত টুলস (সেট) ৪। বিউটি পার্লারে ব্যবহারযোগ্য উপকরণ (সংখ্যা)	৩০ ৯০	-	১৪০ ১২০
ছ) সম্প্রসারণ কার্যক্রম				
১৭	ক্ষুদ্র অবকাঠামো (টি)	-	-	২১,০৭৭
১৮	বৃক্ষ রোপণ (লক্ষ টি)	০.৬৫	-	২০,৪৯৭.৩৮
১৯	মৎস্য চাষ (লক্ষ টি)	৪০.০০	-	১৪৭৩.৯৬
২০	গৃহপালিত পশুপাখির টিকা (লক্ষ টি)	০.৭৮	-	৩৮২.১৪
২১	উন্নত চুল্লি স্থাপন (লক্ষ টি)	০.০৫	-	১.২৫
২২	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (লক্ষ টি)	০.০৮	-	১.১৯

৩.২ মানব সংগঠন সৃষ্টি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি

বিআরডিবি পল্লী বিত্তহীন ও দরিদ্র জনগনকে সংগঠিত করে সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদান করে থাকে। সূচানালগ্ন থেকে বিআরডিবি'র মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের 'দ্বি-স্তর' সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মতামত প্রকাশের সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সমবায় সমিতিকে পল্লীর সার্বিক উন্নয়নের প্লাট ফরম হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সকল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। পরবর্তীতে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বাইরে বিত্তহীন/দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিআরডিবির কার্যক্রমের আওতায় এনে সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করা হয়। বিআরডিবি'র আওতায় গঠিত সমিতি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরুপঃ

কার্যক্রমের ধরন	২০২৪-২৫ অর্থবছরে অগ্রগতি									জুন ২০২৫ স্থিতি								
	সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি			সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
সমিতি গঠন	৪৫	২৫	৭০	৪০৪	১,৮১১	২,২১৫	৪৪৯	১,৮৩৬	২,২৮৫	৬৩,৫৫৪	৩০,৭৪৭	৯৪,৩০১	৩৭,৬৮৪	৫৫,১৪৮	৯২,৮৩২	১,০১,২৩৮	৮৫,৮৯৫	১,৮৭,১৩৩
সদস্য অন্তর্ভুক্তি	৯,৮৫৭	৭,৯০৩	১৭,৭৬০	১০,১৬৫	৪৭,০৩৮	৫৭,২০৩	২০,০২২	৫৪,৯৪১	৭৪,৯৬৩	২০,৫০,০৬৩	১১,০২,৮৭৫	৩১,৫২,৯৩৮	৮,৪৯,৬৪৫	১২,৯৩,৬৯০	২১,৪৩,৩৩৫	২৮,৯৯,৭০৮	২৩,৯৬,৫৬৫	৫২,৯৬,২৭৩

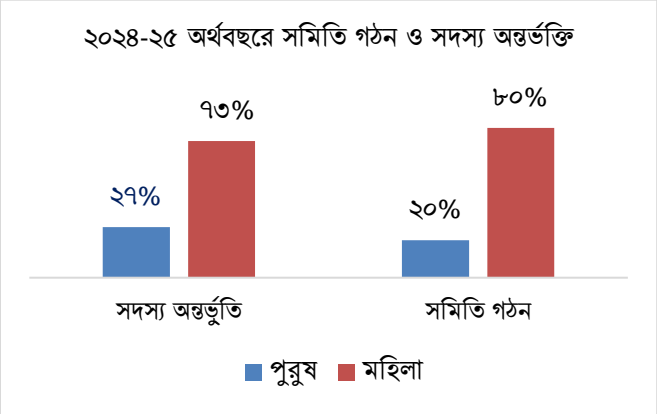

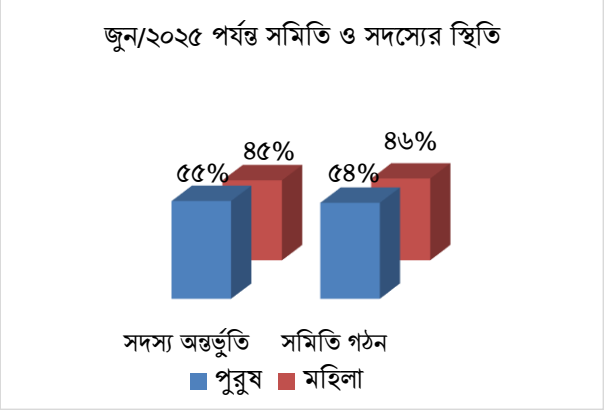

সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠনের মাধ্যমে মানব সংগঠন সৃষ্টি বিআরডিবি'র সেবা প্রদানের কৌশল। বিআরডিবি'র আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ২,২৮৫টি সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়েছে, যেখানে মহিলা সমিতি ৮০% এবং পুরুষ সমিতি ২০%। এছাড়াও জুন/২০২৫ এ সমিতির স্থিতি সংখ্যা ১,৮৭,১৩৩টি, যেখানে মহিলা সমিতি ৪৬% এবং পুরুষ সমিতি ৫৪%।

সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে উপকারভোগী সদস্য অন্তর্ভুক্তিকরণের পর বিআরডিবি সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিআরডিবি ৭৪,৯৬৩জন গ্রামীণ জনগনকে সেবার আওতায় এনেছে, এর মধ্যে পুরুষ ২৭% জন এবং মহিলা হচ্ছে ৭৩% জন। শুরু থেকে জুন/২০২৫ পর্যন্ত বিআরডিবি'র উপকারভোগীর স্থিতির সংখ্যা ৫২,৯৬,২৭৩ জন, যেখানে পুরুষ ৫৫% এবং মহিলা রয়েছে ৪৫%।

৩.৩ মূলধন সৃষ্টি

বিআরডিবি'র উপকারভোগী সদস্যদের বিনিয়োগ করার লক্ষ্যে বর্তমান আয়ের একটা অংশ ভোগের কাজে না লাগিয়ে ভবিষতের জন্য সঞ্চয় করাকে মূলধন বুঝায়। উপকারভোগী সদস্যদের মূলধন গঠনের লক্ষ্যে নিয়মিত সঞ্চয় জমা ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সমবায় সমিতির সদস্যদের শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহিত করে। বিআরডিবি'র উপকারভোগীদের শেয়ার-সঞ্চয় জমা সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরুপঃ

পুঁজি গঠন কার্যক্রম	২০২৪-২৫ অর্থবছরের অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)									স্থিতি (জুন ২০২৫) (লক্ষ টাকা)								
	সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট			সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
শেয়ার জমা	২৯৮.২১	১৮১.২০	৪৭৯.৪১	০.০০	০.০০	০.০০	২৯৮.২১	১৮১.২০	৪৭৯.৪১	৯১৩২.৬০	৪৩৬৯.৭৪	১৩,৫০২.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০	৯১৩২.৬০	৪৩৬৯.৭৪	১৩৫০২.৩৪
সঞ্চয় জমা	৬৯৬.৫৭	৫৭৬.১৫	১২৭২.৭২	১৩৭৫.৯৫	৪৭৩১.২০	৬১০৭.১৫	২০৭২.৬২	৫৩০৭.৩৫	৭৩৭৯.৮৭	১৪৮৮৩.৮২	৯৩১৫.৪৩	২৪১৯৯.২৫	১৫৮৪৯.৭৩	৩৩৯২০.৯৫	৪৯,৭৭০.৬৮	৩০৭৩৩.৩৫	৪৩,২৩৬.৩৮	৭৩,৯৬৯.৯৩

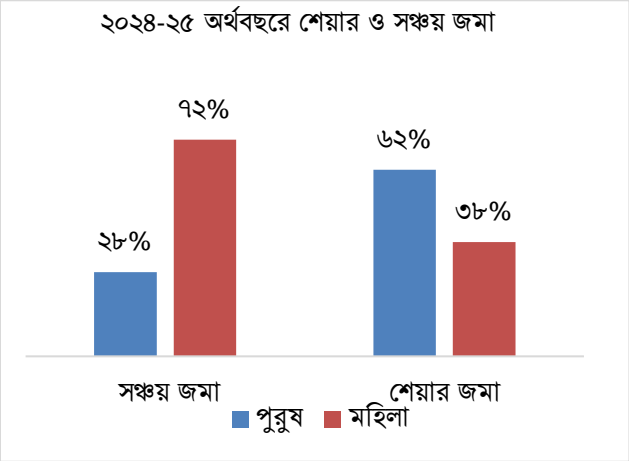

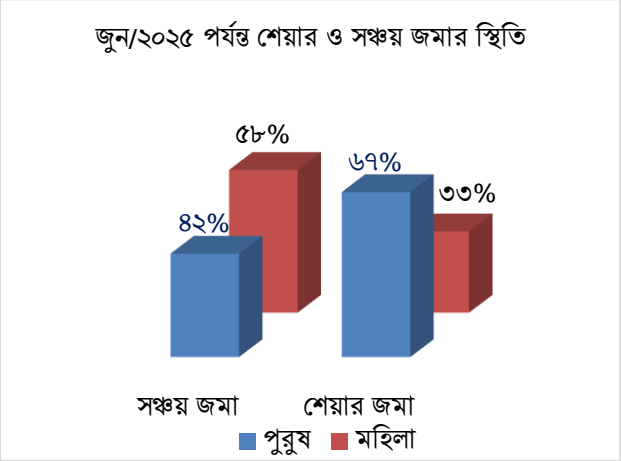

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিআরডিবি'র উপকারভোগী সদস্যদের জমাকৃত শেয়ারের পরিমান ৪৭৯.৪১লক্ষ টাকা, যার ৬২% পুরুষ এবং ৩৮% জমা করেছে মহিলা উপকারভোগীগণ। এছাড়াও উক্ত বছরে সঞ্চয় জমার পরিমান ৭৩৭৯.৮৭ লক্ষ টাকা, যার ২৮% পুরুষ এবং ৭১% জমা করেছে মহিলা উপকারভোগীগণ।

শুরু থেকে জুন/ ২০২৫ পর্যন্ত সদস্যদের শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১৩৫.০২ কোটি টাকা, যার ৬৮% পুরুষ এবং ৩২% জমা করেছে মহিলা উপকারভোগীগণ। এছাড়াও সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৭৩৯.৬৯ কোটি টাকা, যার ৪২% পুরুষ এবং ৫৮% জমা করেছে মহিলা উপকারভোগীগণ।

৩.৪ ঋণ কার্যক্রম

পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক, বর্গাচাষি, বিত্তহীন, হতদরিদ্র অবহেলিত এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠিকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে বিআরডিবি গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই উন্নয়নে ঋণ একটি চালিকাশক্তি। সত্তর দশকে জামানতের অভাবে যখন পল্লীর প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহনের সুযোগ ছিল না, তখন দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে তদারকি ঋণ সুবিধা চালু হয়। পরে যা আরও পরিমার্জিত হয়ে 'ক্ষুদ্রঋণ' নামে পরিচিতি ও সমাদৃত হয়। দারিদ্র বিমোচনে এই ঋণ কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জনে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও বিশ্বশান্তিতে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছে। দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত তদারকি ঋণ হিসেবে ফসলী ও বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে সেচযন্ত্রের বিপরীতে সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে ঋণ সহায়তা চালু করা হয়। এর পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে বিআরডিবি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ঋণ সহায়তা কার্যক্রম চালু করে। বিআরডিবি কৃষি সমবায়ের পাশাপাশি আশির দশকে বিভিন্ন প্রকার দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। কোভিড-১৯ মহামারিতে পল্লী এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের স্বাভাবিক আয়বর্ধন ও জীবিকায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং বিদেশ/শহর ফেরত কর্মহীন ব্যক্তি ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আগ্রহী নতুন উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় মূলধন সহায়তার লক্ষ্যে ২০২১ সনে সরকার বিআরডিবি'কে ৩০০ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করে।

ঋণ বিতরণ

পল্লীর পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বিআরডিবি উপকারভোগীদের মাঝে বিভিন্ন আয়বর্ধণমূলক কর্মকান্ডে ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ হচ্ছে - ধান চাষ, শাকসব্জি চাষ, গবাদি পশু পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, অপ্রধান শষ্য উৎপাদন, নকঁশা, বাটিক- বুটিক, অ্যামব্রয়ডারি, নকশি কাঁথা সেলাই, বাশঁ ও বেতের কাজ, মৃৎশিল্প, তাঁত শিল্প ইত্যাদি। উৎসভিত্তিক বিআরডিবি'র ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

প্রকল্প/ কর্মসূচির ধরন	ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকায়)					
	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অগ্রগতি			ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
ক্ষুদ্র ঋণ						
মূল কর্মসূচি	২১২৫৫.৫৪	৫৩১৩.৫২	২৬৫৬৯.০৬	৪৬৭৮৮১.৮৮	৮৩৯৫৬.৭৩	৫৫১৮৩৮.৬১
মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	০.০০	৭৬৪১.০৭	৭৬৪১.০৭	০	১৯২৭০৫.০৩	১৯২৭০৫.০৩
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	৫২৩৮.০৫	৩৭৬১৬.৬৭	৪২৮৫৪.৭২	৩৬০১১.০৩	২১৫৯৭৪.৬৪	২৫১৯৮৫.৬৭
নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কর্মসূচি	২৭২৪৯.৫৯	৪১৩৫৬.১৯	৬৮৬০৫.৭৮	৪১৭৪৩০.৪৯	১০৫১৮৪০.৩২	১৪৬৯২৭০.৮১
অন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি	১২৫৪.৯১	৮০৬.২৬	২০৬১.১৭	২০৭৪১.১৪	১২৭৮৯.৫৩	৩৩৫৩০.৬৭
সিভিডিপি	৩০৭.৬৫	২৫১.২১	৫৫৮.৮৬	৩৭৩৭.৭০	৩০৫৯.৫৮	৬৭৯৭.২৮
মোট	**৫৫৩০৫.৭৪**	**৯২৯৮৪.৯২**	**১৪৮২৯০.৬৬**	**৯৪৫৮০২.২৪**	**১৫৬০৩২৫.৮৩**	**২৫০৬১২৮.০৭**
পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ						
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত	৭৮০৮.৩২	১৩৩৫২.৪৬	২১১৬০.৭৮	৩২৭৪১.৩৫	৫১৫৩৪.৩৯	৮৪২৭৫.৭৪
পিইপি (নিজস্ব)	৩১৮.০৬	১০৮৮.৫৩	১৪০৬.৫৯	৫০১৯.৫৭	১০৯১৮.৩৭	১৫৯৩৭.৯৪
ইরেসপো	-	২৬৭৫.২৮	২৬৭৫.২৮	-	৭০৭৭.০৮	৭০৭৭.০৮
পজীপ-৩	৫২৪৯.১৮	২০৯৯৬.৬৮	২৬২৪৫.৮৬	১৩৬৩৬.৫১	৫৪৫৪৫.৯৮	৬৮১৮২.৪৯
পল্লী প্রগতি	১৬৩.৬২	১৯৯.৯৮	৩৬৩.৬০	৫৪২.৪১	৬৬২.৯৫	১২০৫.৩৬
পদাবিক	৩৫.৭০	২৩২.৩০	২৬৮.০০	৩৫.৭০	২৩২.৩০	২৬৮.০০
মোট	**১৩৫৭৪.৮৮**	**৩৮৫৪৫.২৩**	**৫২১২০.১১**	**৫১৯৭৫.৫৪**	**১২৪৯৭১.০৭**	**১৭৬৯৪৬.৬১**
সর্বমোট	**৬৮৮৮০.৬২**	**১৩১৫৩০.১৫**	**২০০৪১০.৭৭**	**৯৯৭৭৭৭.৭৮**	**১৬৮৫২৯৬.৯০**	**২৬৮৩০৭৪.৬৮**

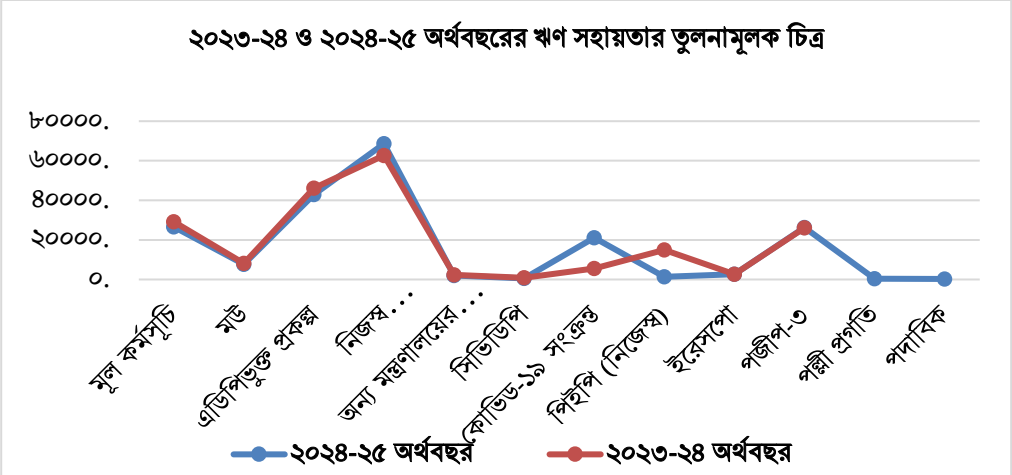

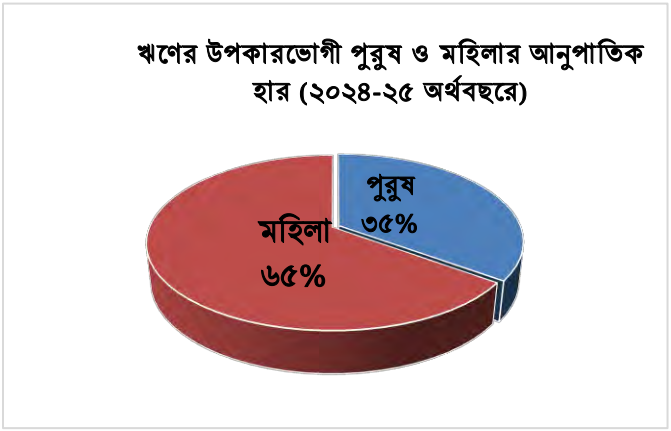

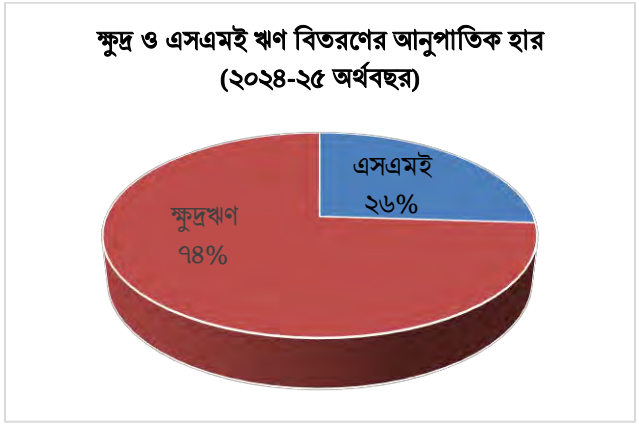

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিআরডিবি উপকারভোগীদের মাঝে ২০০৪,১০.৭৭ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়, তন্মধ্যে ৬৫% উপকারভোগী মহিলা এবং ৩৫% পুরুষ। শুরু হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক সদস্যদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিত ঋণবিতরণ ২৬৮৩০,৭৪.৬৮ লক্ষ টাকা, এর মধ্যে ৬৩% উপকারভোগী মহিলা এবং ৩৭% পুরুষ।

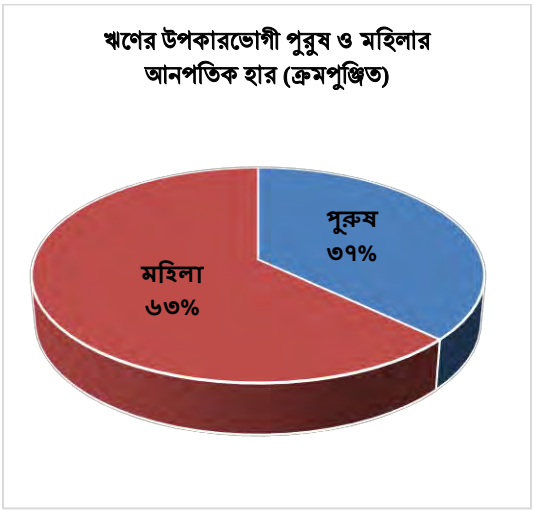

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিআরডিবি উপকারভোগীদের মাঝে ১,৪৮,২৯০.৬৬ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয় যার ৩৭% উপকারভোগী পুরুষ ও ৬৩% উপকারভোগী মহিলা এবং ৫২,১২০.১১ লক্ষ টাকা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়, এর মধ্যে ৭৪% উপকারভোগী মহিলা এবং ২৬% উপকারভোগী পুরুষ। শুরু হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক সদস্যদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ২৫,০৬,১২৮.০৭ লক্ষ টাকা যার ৩৭% উপকারভোগী পুরুষ ও ৬৩% উপকারভোগী মহিলা এবং পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তার পরিমাণ ১,৭৬,৯৪৬.৬১ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে ৭১% উপকারভোগী মহিলা এবং ২৯% পুরুষ।

ঋণ আদায়

উপকারভোগীদের মাঝে বিতরনকৃত ঋণ সাপ্তাহিক/মাসিক কিস্তিতে আদায় করা হয়ে থাকে। আদায়কৃত ঋণ পুনরায় উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিআরডিবি উপকারভোগীদের নিকট হতে বিতরণকৃত ঋণের মোট ১৩৫৩৯৪.৮৪ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ঋণ এবং ৪৪১২৩.৩৭ লক্ষ টাকা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ আদায় করে। শুরু হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক ঋণগ্রহিতা সদস্যদের থেকে আদায়কৃত ক্ষুদ্র ঋণের পরিমাণ ২২৪৪৬০৬.৬৫ লক্ষ টাকা এবং পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের পরিমান ১২৬৭৫০.০৮ লক্ষ টাকা। উৎসভিত্তিক বিআরডিবি'র ঋণ আদায় সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

প্রকল্প/ কর্মসূচির ধরন	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)					
	২০২৪-২৫ অর্থবছরে অগ্রগতি			ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
ক্ষুদ্র ঋণ						
মূল কর্মসূচি	২০৬৬৪.৫৬	৬০১৭.৩৫	২৬৬৮১.৯১	৪৫৮০৩০.৭৩	৫১৬৫৫.৬০	৫০৯৬৮৬.৩৩
মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	-	৮০৩৭.৪০	৮০৩৭.৪০	-	১৭৯৪৫০.৭৭	১৭৯৪৫০.৭৭
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	৩২৫১.৩৮	২৯১০৫.৪৭	৩২৩৫৬.৮৫	২১০৭৮.১৪	১৬৩৫৪৯.১৬	১৮৪৬২৭.৩
নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কর্মসূচি	২৬১৭৮.৪১	৩৯৫৮৩.৮০	৬৫৭৬২.২১	৩৩৬৭৩২.৫৭	৯৯৯৩৫২.৯২	১৩৩৬০৮৫.৪৯
অন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি	১১৬৭.৬৯	৮৩৩.৪৩	২০০১.১২	১৬১৭৫.৫১	১২১১৮.৫৬	২৮২৯৪.০৭
সিভিডিপি	৩০৫.৪৫	২৪৯.৯০	৫৫৫.৩৫	৩৩২৭.৮৭	৩১৩৪.৮২	৬৪৬২.৬৯
উপমোট	৫১৫৬৭.৪৯	৮৩৮২৭.৩৫	১৩৫৩৯৪.৮৪	৮৩৫৩৪৪.৮২	১৪০৯২৬১.৮৩	২২৪৪৬০৬.৬৫
পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ						
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত	৭২৪১.২১	১৩৭০২.৫০	২০৯৪৩.৭১	২৪৯০৮.১৪	৪২৫১০.২০	৬৭৪১৮.৩৪
পিইপি (নিজস্ব)	২৮৭.২৮	১৮৩২.২৬	২১১৯.৫৪	৪৮৩১.৭৪	১০৮৩৮.৩০	১৫৬৭০.০৪
ইরেসপো	-	১৯৯১.৯৪	১৯৯১.৯৪	-	৪৫০৮.৫৬	৪৫০৮.৫৬
পজীপ-৩	৩৭৫৬.১৯	১৫০২৪.৭৫	১৮৭৮০.৯৪	৭৬৬৩.২০	৩০৬৫২.৭৭	৩৮৩১৫.৯৭
পল্লী প্রগতি কর্মসূচি	১১১.৮৯	১৩৬.৭৫	২৪৮.৬৪	৩৫৯.৩৫	৪৩৯.২২	৭৯৮.৫৭
পদাবিক	৫.২০	৩৩.৪০	৩৮.৬০	৫.২০	৩৩.৪০	৩৮.৬০
উপমোট	**১১৪০১.৭৭**	**৩২৭২১.৬০**	**৪৪১২৩.৩৭**	**৩৭৭৬৭.৬৩**	**৮৮৯৮২.৪৫**	**১২৬৭৫০.০৮**
সর্বমোট	**৬২৯৬৯.২৬**	**১১৬৫৪৮.৯৫**	**১৭৯৫১৮.২১**	**৮৭৩১১২.৪৫**	**১৪৯৮২৪৪.২৮**	**২৩৭১৩৫৬.৭৩**

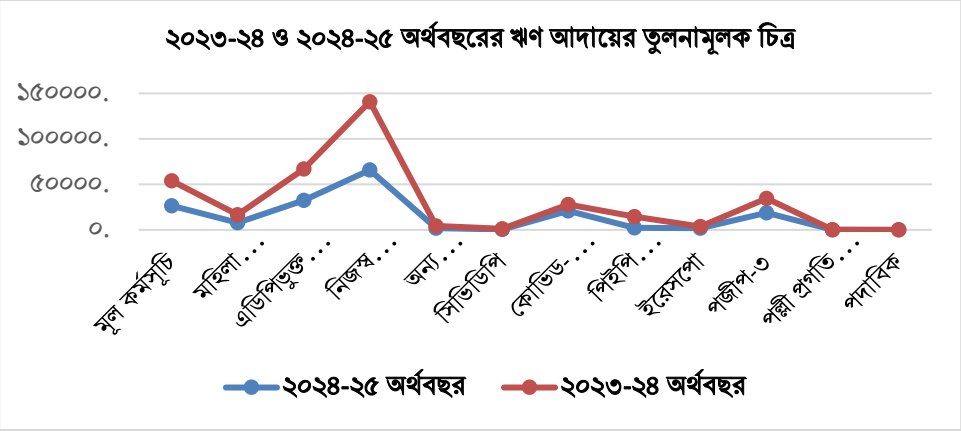

৩.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদের উৎপাদনশীল করে তোরার জন্য প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া, যা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সক্রিয় অবদান রাখতে সক্ষম করে তোলো। বিআরডিবি সূচানালগ্ন থেকেই গ্রামবাংলার পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসম্পদে রুপান্তরের জন্য কাজ করছে। এ লক্ষ্যে উপকারভোগী সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/ কর্মচারিবৃন্দের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। বিআরডিবি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের বিকাশ, আয়বর্ধক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করে থাকে। এছাড়াও সমিতির সাপ্তাহিক সভায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসহ স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশু পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং এর কুফল, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবির নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ অবকাঠামো রয়েছে। এ সকল অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী ও উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, বিয়াম ফাউন্ডেশন ও বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় হতে প্রেরিত বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। বিআরডিবি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারি						উপকারভোগী							
২০২৪-২৫ অর্থ বছরে			ক্রমপুঞ্জিত (জুন/২০২৫ পর্যন্ত)			২০২৪-২৫ অর্থ বছরে				ক্রমপুঞ্জিত (জুন/২০২৫ পর্যন্ত)			
দেশে	বিদেশে	মোট	দেশে	বিদেশে	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	আয়বর্ধণমূলক	উদ্বুদ্ধকরণ	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	আয়বর্ধণমূলক	উদ্বুদ্ধকরণ	মোট
৮,৫১০	০২	৮,৫১২	২,৮৭,৫০৬	৭৩৩	২,৮৮,২৩৯	১৯,৩৩০	৭৪,০৩২	৫২,১৩৩	১,৪৫,৪৯৫	১৮,৯৭,২৪৪	২০,০৩,৬৩৮	৩৭,২৪,৮৭২	৭৬,২৫,৭৫৪

তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক

৩.৬ কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়নে কুমিল্লা মডেল এর প্রধান চারটি উপাদানের মধ্যে সেচ কার্যক্রম অন্যতম। বিআরডিবি জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সেচ ভিত্তিক কৃষি প্রচলন বাস্তবায়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আধুনিকায়নে গ্রামের মাঝারী ও ক্ষুদ্র কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি চাষাবাদ পদ্ধতি প্রচলনের জন্য কৃষকদেরকে সংগঠিত করে দেশের বিপুল পরিমাণ এলাকা চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। এলাকাভিত্তিক নামে সেচ প্রকল্প গ্রহণ করে কর্মসংস্থান ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আমূল পরিবর্তনে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। সূচনালগ্ন থেকেই বিআরডিবি অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে তৎকালীন সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতির প্রচলনের জন্য কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের সংগঠিত করে বিএডিসি, ব্যাংক ও বিআরডিবি'র যৌথ প্রচেষ্টায় কৃষকদের মাঝে সেচযন্ত্র বিতরণ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রাদি যাতে প্রয়োজনীয় মেরামতের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার কার্যক্রমও অব্যাহত রাখা হয়। এক্ষেত্রে বিআরডিবি কৃষকদের সংগঠিত করার মাধ্যমে সেচযন্ত্র গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে বিএডিসি ও ব্যাংকের মধ্যে সংযোগের সাথে সাথে মাঠপর্যায়ের সেচযন্ত্রের পরিচালনায় মূল অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। ব্যাংক-বিআরডিবির যৌথ চুক্তির মাধ্যমের সম্পাদিত ব্যাংকিং পরিকল্পনা মোতাবেক বিআরডিবি নিয়ন্ত্রিত ইউসিসিএগুলোতে ব্যাংক সেচযন্ত্রখাতে মেয়াদী ঋণ বিনিয়োগ করে। আশি ও নব্বই দশকে বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মাধ্যমে বিআরডিবি দেশের বিপুল পরিমাণ অনাবাদী জমি চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে।

ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ প্রদান

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের শুরুর দিকে সরকার বেসরকারি খাতকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সেচযন্ত্র বাজারজাতকরণ বেসরকারি খাতে উম্মুক্ত করে দেয়। এর ফলে বিআরডিবি-বিএডিসি-ব্যাংক এর সম্মিলিত উদ্যোগে সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ায় বিআরডিবি'র সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে। সেচ সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের আওতায় বিআরডিবি মোট ৩,৫৫,২৮৮টি সেচযন্ত্র বিতরণ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মধ্যে গভীর নলকূপ ১৮,৩৬০টি, অগভীর নলকূপ ৪৪,৫২৩টি, শক্তিচালিত পাম্প ১৯,৪০৫টি এবং হস্তচালিত পাম্প ২,৭৩,০০০টি সহ। এছাড়া সেচযন্ত্র খাতে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২০৯৪১.৮০ কোটি টাকা। বিআরডিবি'র মাধ্যমে বিতরণকৃত সেচযন্ত্রসমূহ দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে অনেক নলকূপ অকেজো হয়ে যায়। ফলে অকেজো নলকূপের মধ্যে মেরামতযোগ্য নলকূপগুলোকে সচল করার লক্ষ্য বিআরডিবি ২০১৩ সালে 'সেচ সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০টি জেলার ৬১টি উপজেলায় ৩৩৪টি অচল/ অকেজো গভীর নলকূপ মেরামত করে সচলকরণ ও সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

৩.৭ পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ সৃষ্টি

উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মান নিশ্চিতকরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদকের ও ভোক্তার ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিআরডিবি বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এক্ষেত্রে বিআরডিবি ভোক্তা ও উৎপাদকের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। কৃষি পণ্য সংরক্ষণের জন্য বিআরডিবির বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘর রয়েছে। এছাড়াও কারুপল্লী, কারুগৃহ, শান্তি, পল্লী বাজার নামে প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে বিআরডিবি'র উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত অকৃষি পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যের ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী কাম সেলস্ সেন্টার পরিচিতি

কারুপল্লীঃ

কারুপল্লী দারিদ্র দূরীকরণে বিআরডিবির একটি ব্যাতিক্রমধর্মী কার্যক্রম। প্রকৃতপক্ষে এটি বিআরডিবি'র পল্লী এলাকার উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প ও অন্যান্য পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র। ১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে বিআরডিবির উদ্যোগে জাপান ওভারসীজ কো-অপারেশন ভলান্টিয়ার্সের (জেওসিভি) এর কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় কারুপল্লী। এর উদ্দেশ্য হলো বিআরডিবির সুবিধাভোগীদের উৎপাদিত বিভিন্ন হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদন এবং তা দেশি ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন সুবিধা প্রদানে সহায়তা করা। বর্তমানে বিআরডিবি'র প্রধান কার্যালয় পল্লী ভবন, ৫, কাওরান বাজার, ঢাকায় কারুপল্লীর একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়াও karupalli.brdb.gov.bd এই-কর্মাস সাইটের মাধ্যমে কারুপল্লীর পণ্য বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও ঢাকার উত্তরাস্থ বিআরডিবি'র আবাসিক কমপ্লেক্স 'পল্লী কানন' সংলগ্ন কারুপল্লীর একটি শাখা রয়েছে।

কারুপল্লীর উদ্দেশ্যাবলিঃ

- বিআরডিবি'র আওতাধীন সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যাদির প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের সম্প্রসারিত বাজার সৃষ্টি করা;
- সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদনকারীদের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা ;
- হস্তশিল্পজাত পণ্যাদি উৎপাদনে গ্রামীণ মহিলাদের উৎসাহিত করা ও আত্মকর্মসংস্হানে নিয়োজিত করা;
- হস্তশিল্পজাত পণ্যাদির প্রদর্শনী ও প্রচারের ব্যবস্থা করা;
- দেশ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজারজাতকরণে নেটওয়ার্কের সৃষ্টি করা;
- নির্বাচিত কারুশিল্পীদের উন্নত ডিজাইন ও উন্নতমানের পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- এ সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী পল্লী উন্নয়নে বিআরডিবি'র ভাবমূর্তি অধিকতর সমুজ্জল করা।

বিআরডিবি সদর দপ্তরের নিচ তলায় কারুপল্লীর প্রদর্শণী ও বিক্রয় কেন্দ্র

কারুপল্লীতে প্রদর্শিত ও বিক্রিত পণ্যের তালিকা:

(ক) পাটজাত সামগ্রী: সাইডব্যাগ, লেডিসব্যাগ, স্কুলব্যাগ, মানিব্যাগ, পার্স, টেবিলম্যাট, ফ্লোরম্যাট, কোস্টার, ওয়াল ডেকোরেশন, ছিকা, সেন্ডেল ইত্যাদি
(খ) চামড়াজাত সামগ্রী: সাইড ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, মানিব্যাগ, মানি পার্স, ওয়েস্ট বেল্ট, চাবির রিং, কি হোল্ডার, অর্নামেন্ট বক্স, বাইক কি রিং, হিজাব পিন, কানের দুল ইত্যাদি
(গ) নকশী কাজের সামগ্রী: নকশী কাঁথা, ওয়ালম্যাট, কুশন কভার, নকশী চাদর, টেবিলম্যাট, পার্স, গ্লাস কোস্টার, পুরুষ-মহিলা-শিশুদের কটি, এসকেডি ইত্যাদি
(ঘ) পুরুষদের পোশাক: সিল্ক, সুতি, খদ্দর, আদ্দি, এন্ডি ইত্যাদি কাপড়ের পাঞ্জাবী, পাজামা, ফতুয়া, শার্ট, লুংগি, টি-শার্ট, পোলো শার্ট, ফুল প্যান্ট, আন্ডার গার্মেন্টস, মাফলার, শেরোয়ানী, নেকটাই, শাল ইত্যাদি
(ঙ)মহিলাদের পোশাক: সূতি, হাফ সিল্ক, ফুল সিল্ক, তসর, জামদানী, মনিপুরী ইত্যাদি শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, পেটিকোট, ব্লাউজ, শাল, ম্যাক্সি, ওড়না ইত্যাদি
(চ) শিশু, কিশোর, কিশোরীদের সকল ধরণের পোশাক
(ছ) প্যাচ ওয়ার্ক সামগ্রী: রানার, প্লেস ম্যাট, কুশন কভার, পর্দা, কবি ব্যাগ, নকশি পিছ ইত্যাদি
(জ) পার্ল সামগ্রী: বিভিন্ন ডিজাইনের নেকলেস, ব্রেসলেট ইত্যাদি
(ঝ) পিতলের সামগ্রী: বিভিন্ন সাইজের নৌকা, রিক্সা, হাতি, ময়ূর, হরিণ, শহীদ মিনার, স্মৃতি সৌধ, ডলফিন, কৃষক ইত্যাদি
(ঞ) মিল্ক ভিটার সকল পণ্য
(ট) হারবাল ও কসমেটিক্স সামগ্রী : হেনা, নিম সাবান, তেল, শ্যাম্পু, উপটন, গ্লিসারিন, হ্যান্ড ওয়াশ ইত্যাদি
(ঠ) এছাড়াও রয়েছে নেইল কাটার, কাফ লিংক, টাই পিন, র‍্যাপিং পেপার, ডেকোরেশন ফ্লাউয়ার, জ্যাম-জেলী, আচার, সফ্ট ড্রিংকস, জুস ইত্যাদি

উদকনিক প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র, রংপুর

উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক) ২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরণের হস্তজাতশিল্প পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শণীর জন্য রংপুর সিটি করপোরেশনের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল সংলগ্ন রংপুর দিনাজপুর মহাসড়কের সাথে ১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ০৬ তলা প্রদর্শণী ও বিক্রয় কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রটির মাধ্যমে কর্মসূচি এলাকার ৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলার উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য সমূহ প্রদর্শণী, বিক্রয় এবং ক্রেতারদের সাথে লিংকেজ তৈরী করা হয়। বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও পণ্যসমূহ প্রকল্পের ই-কমার্স সাইটের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। এর প্রধান পণ্যসমূহ হলোঃ রংপুরের প্রশিদ্ধ শতরঞ্জি, নকশি কাঁথা, নকশি টুপি, নকশি বেড কাভার, কুশন কাভার, পাটজাত পণ্য, গহনাসামগ্রী, জামা, পাঞ্জাবি, ব্যাগ, শাড়ি, বিভিন্ন উৎসব এবং ঋতুভেদে নানা ধরনের হাল ফ্যাশনের পোশাক প্রভৃতি।

উদকনিক এর প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র, রংপুর

৩.৮ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

সমবায়ীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জ্বালানী ঘাটতি পূরণ, দূষণমুক্ত বসবাসযোগী জনপদ সৃষ্টির এবং সমবায়ীদের আয়-বর্ধনকল্পে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিআরডিবি সম্প্রসারণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। বিআরডিবিভুক্ত সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন, পশুপাখির টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকাণ্ড।

সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি

(লক্ষ টি)

বৃক্ষরোপণ		স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন		উন্নত চুল্লী স্থাপন		পশুপাখির টিকাদান		মাছের পোনা বিতরণ		নারিকেলের চারা রোপণ	
২০২৪-২৫	ক্রমপুঞ্জিত	২০২৪-২৫	ক্রমপুঞ্জিত	২০২৪-২৫	ক্রমপুঞ্জিত	২০২৪-২৫	ক্রমপুঞ্জিত	২০২৪-২৫	ক্রমপুঞ্জিত	২০২৪-২৫	ক্রমপুঞ্জিত
০.৬৫	২০,৪৯৭.৩৮	০.০৮	১.১৯	০.০৫	১.২৫	০.৭৮	৩৮২.১৪	৪০.০০	১৪৭৩.৯৬	০.৪২	১৮৪.৭৫

ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় বিআরডিবির সুফলভোগীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

৩.৯ নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নারীকে অংশগ্রহন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। আবহমান কাল ধরে নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যে রয়েছে। এসব বৈষম্যের কারণে নারীরা আজ সামাজিক,অর্থনৈতিক রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিরাজমান সকল অসমতা ও বৈষম্য দূর করে নারীকে পুরুষের সমমর্যাদায় সমভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। এখন তারা নিজেদের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে পারে, সমাজে সমান সুযোগ ও মর্যাদা পায় এবং সামাজিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়। নারীকে সরাসরি অংশগ্রহন নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় যুক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিআরডিবি গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য বৈসম্য হ্রাস, আর্থ-সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সম্পদের অধিকার অর্জন, আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার গুনগতমান উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণসহ বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকান্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করে সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। উন্নয়নের মুল ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে প্রথম পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিআরডিবি পুরুষদের পাশাপাশি পল্লী এলাকার অসহায়, দুঃস্থ, বিত্তহীন নারীদের আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক সমিতিভুক্ত করে নিজস্ব পুঁজি গঠন, ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উপার্জনমুখী নানা কর্মকান্ড পরিচালনা করে। এর ফলে তাঁরা কর্মমুখী আত্ননির্ভরশীল হয়ে পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা রাখছে। বিআরডিবি গ্রামীণ নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম ফ্লাগশীপ প্রোগ্রামের আওতায় বিআরডিবি ১৯৭৫ সালে দেশের ১৩০টি উপজেলায় মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের সুবিধা

বঞ্চিত মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পরামর্শ প্রদান ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা। বিআরডিবি'র মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সাথে নারী স্বাস্থ্য শিক্ষা, মাতৃকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা, বাল্য বিবাহ ও নারী নির্যাতন রোধ, যৌতুক প্রথা নির্মূল ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিআরডিবি জুন/২০২৫ স্থিতি পর্যন্ত ৮৫,৮৯৫ টি মহিলা সংগঠনের ২৩,৯৬,৫৬৫ জন উপকারভোগী সদস্যের ৪৩৬৯.৭৪ লক্ষ টাকা শেয়ার ও ৪৩,২৩৬.৩৮ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা, ৪০,৮৮,১৩১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১৬,৮৫,২৯৬.৯০ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করে। মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি পরবর্তীতে মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ নামে নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ শুরু করে। এছাড়া বিআরডিবি'র আওতাধীন অন্যান্য প্রকল্প ও কর্মসূচিতেও নারীদের অগ্রধিকার দেওয়া হচ্ছে। পূর্বের ন্যয় বর্তমানেও গ্রামীণ নারীদের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক যেমন- বসত বাড়ীর আঙ্গিনায় শাকসব্জি চাষ, ফলফুলের চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, দর্জি কাজ, বাটিক-বুটিক, অ্যাম্ব্রয়ডারি, নকশি কাঁথা সেলাই, বাশঁ ও বেতের কাজ ইত্যাদি কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে উঠতে সহায়তা করছে। বিআরডিবি'র এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা কর্মমুখী, আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে।

গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলায় মহিলা উপকারভোগীদের উঠান বৈঠক

৩.১০ আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে বিআরডিবি

(ক) জাতীয় তথ্য বাতায়ন/ওয়েবসাইট

জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং দপ্তর কর্তৃক প্রদেয় সেবাসমূহ প্রাপ্তির সহজীকরণের লক্ষ্যে বিআরডিবি জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত রয়েছে এবং নিয়মিত তথ্য বাতায়ন/ওয়েবসাইট আপডেট করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত সকল জেলা ও উপজেলা দপ্তর জাতীয় তথ্য বাতায়ন যুক্ত হয়েছে। সদরদপ্তর, জেলা ও উপজেলাসমূহের সেবাবক্সসহ যাবতীয় তথ্যাদি নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে।

বিআরডিবি'র দাপ্তরিক ওয়েবসাইট

(খ) ডোমেইন

ডোমেইন বলতে সাধারণভাবে কোন একটা ওয়েবসাইটের নামকে বুঝায়। ওয়েবসাইট, ওয়েবপেইজ, ইমেল বা অনলাইন সেবার সাথে সংযোজিত থাকে। বিআরডিবি'র অনলাইন কার্যক্রম "বিআরডিবি.বাংলা" ও "brdb.gov.bd" এ দুইটি ডোমেইন এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ডোমেইন

(গ) দাপ্তরিক মেইল/ওয়েবমেইল

বিআরডিবি সদরদপ্তরসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের পদবীর বিপরীতে ৯৫০টির ও বেশি দাপ্তরিক ওয়েবমেইল চালু রয়েছে। দাপ্তরিক ওয়েবমেইল ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক ই-জিপিতে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ওয়েবমেইল সরবরাহ করা হচ্ছে।

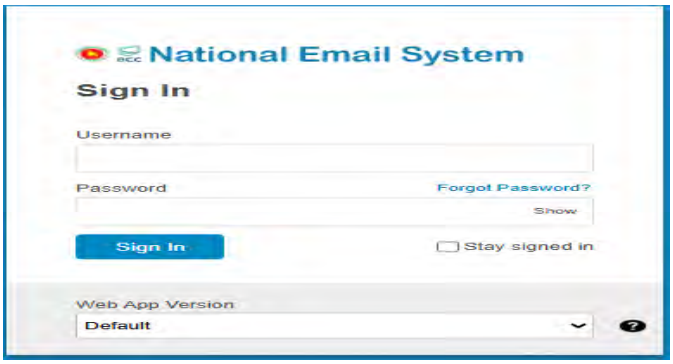

দাপ্তরিক ওয়েবমেইল

(ঘ) ডি-নথি ব্যবস্থাপনা

একটি আধুনিক বাংলাদেশ বাস্তবায়নে ডি-নথি'র ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এপ্রিল/২৩ হতে বিআরডিবি সদরদপ্তরের পাশাপাশি জেলা ও উপজেলা দপ্তরসমূহ ডি-নথিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে পেনশন, অডিট ও মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম ছাড়াও অন্যান্য কার্যক্রমের বেশিরভাগ ডি-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

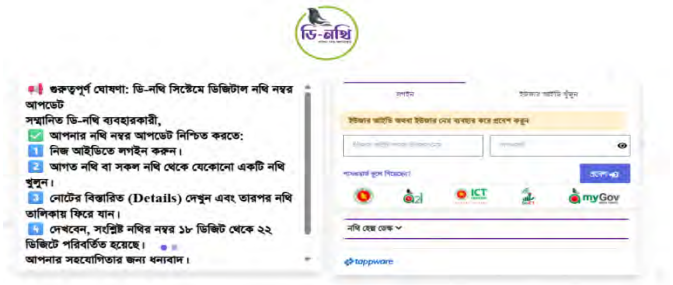

ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

(ঙ) ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস

ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট হলো দ্রুতগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সেবা যা সর্বদা চলমান থাকে এবং উচ্চগতি সম্পন্ন। বিআরডিবি সদরদপ্তরে ১৪৬ এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথ এর বিটিসিএল সংযোগের পাশাপাশি বিকল্প ইন্টারনেট সংযোগ হিসেবে এমবিপিএস এর ব্রডব্যান্ড সংযোগ চলমান রয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ বিশেষ ব্যবস্থাপনায় অনলাইন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট

(চ) ডিজিটাল সেবা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজতর উপায়ে সেবাগ্রহিতাকে সেবা দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেবা প্রদান করা হয়। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিআরডিবি'র বিভিন্ন সেবা ডিজিটালাইজ করা হচ্ছে। ডিজিটালাইজকৃত সেবাসমূহ:

- কম্পিউটার/আইসিটি সরঞ্জাম মেরামত চাহিদা ফরম;
- আইসিটি সমস্যা নিবারণ;
- লাইব্রেরী পাঠ্য উপকরণ বরাদ্দ।

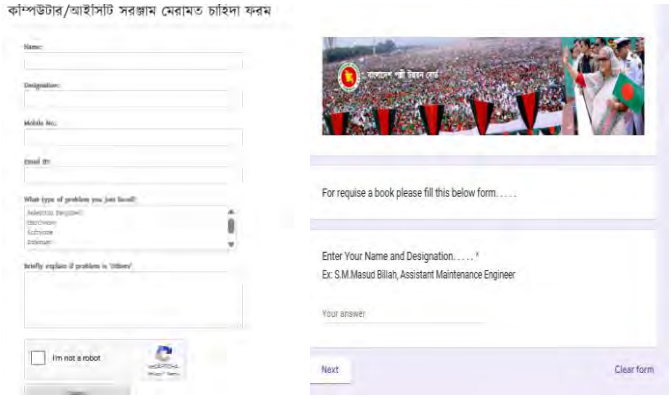

ডিজিটাল সেবা

(ছ) Integrated Digital Service Delivery Platform (IDSDP)

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সকল সেবা একটি প্ল্যাটফর্মে আনার জন্য IDSDP সফ্টওয়্যারটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বিআরডিবি'র জন্য প্রযোজ্য ০৪টি কম্পোনেন্টসমূহঃ

- Component-1: Loan and Capital Management (Micro-Finance Management);
- Component-4: Sales & E-commerce System;
- Component-5: Beneficiary Information & service Management System;
- Component-6: Beneficiary Training & Skill Development Management System

Integrated Digital Service Delivery Platform

(জ) অভ্যন্তরীণ ই-সেবাসমূহ

সেবা ডিজিটাইজেশনের অংশ হিসেবে বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ নিম্নোক্ত সফ্টওয়্যারসমূহ চলমান রয়েছে:

১. এসএমই সফ্টওয়্যার
২. ইরেসপো মাইক্রোফিন-৩৬০
৩. অপ্রধান শস্য প্রকল্পের এমআইএস সফ্টওয়্যার
৪. অনলাইন রিপোর্টিং সফ্টওয়্যার
৫. কিশোরী অনলাইন ডাটাবেজ
৬. এসপিডিএস
৭. পিডিএস
৮. ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভরি প্ল্যাটফর্ম।

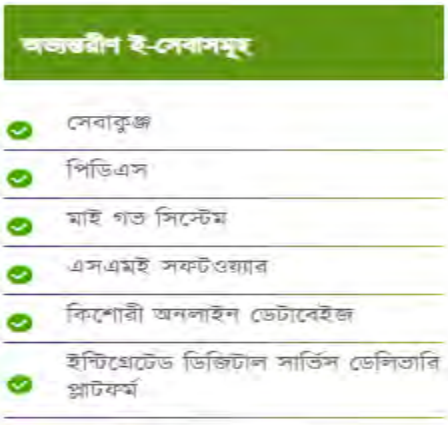

অভ্যন্তরীণ ই-সেবাসমূহ

(ঝ) পার্সোনাল ডাটাশীট (পিডিএস)

বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরিকালীন রেকর্ড সংরক্ষণের অংশ হিসেবে তৈরিকৃত পিডিএস সফট্ওয়্যারের নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ সিস্টেমে মোট ২১টি ফিচার রয়েছে। বর্তমানে পিডিএস সফটওয়্যারে ২৭০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রোফাইল রয়েছে।

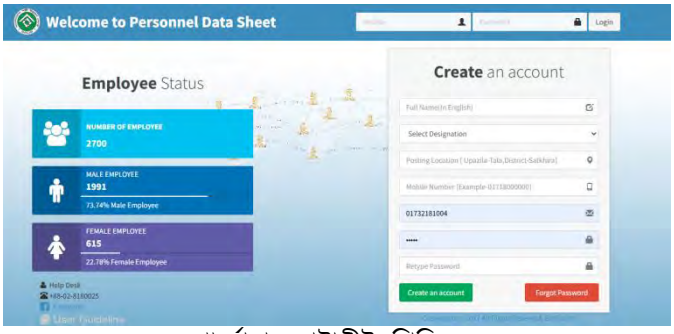

পার্সোনাল ডাটাশীট (পিডিএস)

(ঞ) ভিডিও কনফারেন্সিং/ভার্চুয়াল সভা

বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, তদারকীকরণ এবং আন্তঃমন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তরগুলোর সাথে অনলাইন সভা সম্পাদনের জন্য ৫০০ অংশগ্রহণকারী সংবলিত জুম অ্যাপের একটি লাইসেন্স রয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম এর মাধ্যমে সদর দপ্তর থেকে জেলা, উপজেলা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিউট প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা, সমন্বয় সভায় যুক্ত হওয়া, মাঠ কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হচ্ছে।

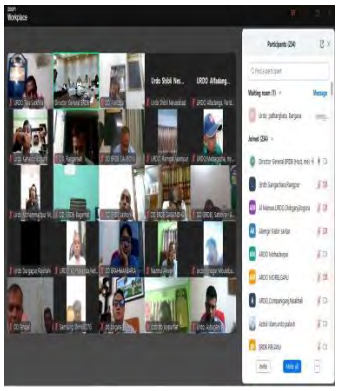

ভিডিও কনফারেন্সিং

(ট) মাই গভ সিস্টেম (My Gov System)

মাইগভ হলো ডিজিটাল সেবা প্রদানকারী একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবাসমূহকে একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়। "এক ঠিকানায় সরকারি সেবা" শিরোনামে মাইগভের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে বিআরডিবি'র সিটিজেন চার্টারভুক্ত ০৩টি নাগরিক সেবা ও ২২টি দাপ্তরিক সেবা অনলাইনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মাই গভ সিস্টেম

(ঠ) ই-জিপি

সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) সিস্টেমটি তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ক্রয়কারী সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বচ্ছতার মাধ্যমে যাবতীয় ক্রয়কার্য সম্পাদন করতে পারে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর বিআরডিবি'র বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি ও শাখা/বিভাগ সমূহ ই-জিপি মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

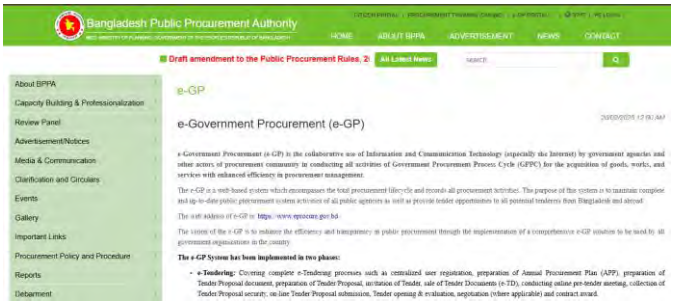

ই-জিপি

(ড) কম্পিউটার ল্যাব

- বিআরডিবি সদরদপ্তরের ২৫ আসন বিশিষ্ট মিনি অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ইরেসপো প্রকল্পে ৪০ আসন বিশিষ্ট অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব কাম কনফারেন্স রুম স্থাপন রয়েছে। যেখানে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- বিআরডিটিআই, সিলেট এ ৩০ আসন বিশিষ্ট অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এখানে চলমান রয়েছে।

কম্পিউ

(ঢ) সোশ্যাল মিডিয়া

উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ, মাঠ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা ও সমস্যা, সফলতা, সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে সদর দপ্তরের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ, টুইটার একাউন্ট এবং ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে। এছাড়াও জেলা, উপজেলা দপ্তরের জন্য অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ রয়েছে। এসব পেজে দাপ্তরিক কার্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়া

চতুর্থ অধ্যায়

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)ভুক্ত প্রকল্পসমূহ

বিআরডিবি'র এডিপিভুক্ত প্রকল্প

৪.১ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়
৪.২ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের এডিপিভুক্ত প্রকল্প

৪.৩ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) (বিআরডিবি অংশ)

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'র আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প মেয়াদ	প্রকল্প বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থবছরর অগ্রগতি				ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)	
				মূল এডিপি বরাদ্দ	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	অবমুক্তি	ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বিআরডিবি'র এডিপিভুক্ত প্রকল্প									
১।	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়	জুলাই, ২০২১ - জুন, ২০২৬	৯২৮৮৮.২৯	১৯৫০০.০০	১৯৩২০.০০	১৭৭৭১.৬৭	১৭৭৪১.৪৯	৮৩৮৬০.৫১	৮২৬৯৯.০০
২।	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প- ২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)	জুলাই, ২০২১ - জুন, ২০২৬	৩৮৫৮৯.৯৩	১০০০০.০০	৮৫০০.০০	৮৪৭৬.৩৯	৮৪৭৩.৮১	২৬৫৫২.৩৯	২৬৫৪৩.৪৫
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের এডিপিভুক্ত প্রকল্প (বিআরডিবি অংশ)									
৩।	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (বিআরডিবি অংশ)	জানুয়ারী ২০১৮ - ডিসেম্বর, ২০২৪	৮০০৪.৭৫	৮০০.৪৫	৭৯৮.৩৬	৫৯৭.০৫	৫১৭.৭২	৮৩৪৯.০৪	৭৭০৪.১৪

৪.১ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯২৮৮৮.২৯ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎসঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/ ২০২১ হতে জুন/ ২০২৬ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকাঃ রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের ৪৮টি জেলার ২২০ টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমুহ: গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ

ক) দরিদ্র মহিলা ও পুরুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সক্রিয় সংগঠন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা;

খ) সংগঠিত উপকারভোগীদের সচেতনতা ও উপযুক্ত জীবিকায়নের মাধ্যমে আয়বর্ধন সক্ষমতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

গ) সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে বিপণন সংযোগ স্থাপন এবং ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

ঘ) টেকসই পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত ২২০টি উপজেলা ও পল্লী উন্নয়ন দলকে সার্বিক জীবিকায়নের মাধ্যমে স্বয়ম্ভর ও শক্তিশালীকরণ।

ঢাকা দোহার উপজেলায় প্রকল্পের সুফলভোগীদের ঋণের চেক বিতরণ করেন জনাব ইসরাত হোসেন (অতিরিক্ত সচিব), এমডি সোনারগাঁ হোটেল

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২৪-২৫ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৯২৮৮৮.২৯	১৯৩২০.০০	১৭৭৭১.৬৭	১৭৭৪১.৪৯	৯২%	৯৯.৮৩%	৮৩৮৬০.৫১	৮২৬৯৯.০৬

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রম	কার্যক্রম (একক)	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২৫)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৪-২৫)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (সংখ্যা)	২৩৩৩১	৩৫০০	১৪৪৭	১৪৩৯৮
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৭০০০০০	৭০০০০	২৯৭০৭	২৯৮৯৭৩
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৫৯১৩.৭৭	৩০০০.০০	২৫৪৫.১৮	১১৮৫১.৪০
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৩৩০০০০	৮৫২৫০	৭৮০৮৯	২৬৫৭৬০
৫	ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৩৩০০০.০০	২৭০০০.০০	২৬১৯০.২২	৬৭০১৭.১৪
৬	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৩৩০০০.০০	২৭০০০.০০	২৬২৪৫.৮৬	৬৮১৮২.৪৯
৭	ক্ষুদ্র ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	-	১৬৭৪৬.৭০	১৬২৫৬.৯০	৩৮৮২৬.৬৫
৮	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	-	১৯০৭৫.৪৯	১৮৭৮০.৯৪	৩৮৩১৫.৯৭

৪.২ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৮৫৮৯.৯৩ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎসঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/ ২০২১ হতে জুন/ ২০২৬ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকাঃ বরিশাল, খুলনা, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগের ১৭ জেলার ৫৯টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও বেকার মহিলাদের দারিদ্র্য হ্রাস এবং কিশোরীদের সঞ্চয়ে উৎসাহিতকরণসহ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়ন। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

ক) প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রাপ্ত সুফলভোগী সদস্যদের বার্ষিক গড় মাথাপিছু আয় জুন, ২০২৬ সনের মধ্যে ১০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধিকরণ;

খ) জুন, ২০২৬ সালের মধ্যে মহিলা সুফলভোগী সদস্যদের গড় মাথাপিছু ৩০০০.০০ টাকা এবং স্কুলগামী কিশোরীদের গড় মাথাপিছু ৫০০০.০০ টাকার নিজস্ব সঞ্চয় তহবিল সৃষ্টি করা;

গ) সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সঞ্চয় প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত স্কুলগামী কিশোরীদের শতভাগ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকরণ;

ঘ) ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধিসহ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

রংপুরের গঙ্গাচড়ায় ইরেসপো প্রকল্পের সুফলভোগীদের পণ্য তৈরী কার্যক্রম

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২৪-২৫ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৩৮৫৮৯.৯৩	৮৫০০.০০	৮৪৭৬.৩৯	৮৪৭৩.৮১	৯৯.৬৯%	৯৯.৯৬%	২৬৫৫২.৩৯	২৬৫৪৩.৪৫

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রম	কার্যক্রম (একক)	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২৫)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৪-২৫)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	মহিলা সমিতি/দল গঠন (সংখ্যা)	৪৩৭০	৫০০	৫০৫	৪১৩৮
২	মহিলা সদস্য ভর্তি (জন)	১১৮০০০	১১,৮০০	১২০২৯	১০৬৪৭৬
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৩২৪০.০০	৫০০.০০	৫২৭.৭২	৩২১৯.৪১
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৬৩০৫০	১৫০০০	১৫০০০	৪৪৭০০
৫	ঋণ বিতরণ (ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা) (লক্ষ টাকা)	২১৮৩৫.০০	৪৯০৪.৮২	৪৯০৪.৮২	১৭৭৭৭.৮৫
৬	কিশোরী সংঘ গঠন (টি)	১১৮	-	-	১১৮
৭	কিশোরী সদস্য অন্তর্ভুক্তি	১১৮০০	-	-	১১৮০০
৮	প্রশিক্ষণ (কিশোরী) (ব্যাচ)	৪২৪৮	৭০৮	৭০৮	২৩৭৬
৯	সঞ্চয় জমা (কিশোরী সদস্য) (লক্ষ টাকা)	১৪১৬.০০	২২৫.০০	২২৫.০০	৮২৭.৫০

৪.৩ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) (বিআরডিবি অংশ)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৮০০৪.৭৫ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎসঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকাঃ ২০ জেলার ৪৬ টি উপজেলার ২,৮৫০ টি গ্রাম।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় গ্রামের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধমে দারিদ্র্য বিমোচন করা।

বরিশাল টিটিসি'তে সিভিডিপি এর উপকারভোগীদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণোত্তর সনদ প্রাপ্তি

আর্থিক অগ্রগতিঃ **(লক্ষ টাকা)**

প্রকল্প ব্যয়	২০২৪-২৫ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৮০০৪.৭৫	৭৯৮.৩৬	৫৯৭.০৫	৫১৭.৭২	৬৫%	৮৭%	৮৩৪৯.০৪	৭৭০৪.১৪

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রম	কার্যক্রম (একক)	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২৫)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৪-২৫)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	২৮৫০	২৩১	৬১	২৬৮০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৪,১২,০০০	১১৯৮০৭	১২১১৭	৩০৪৩১০
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	১৩৮৮৬.৮০	৫৪৯৭.২৬	৫২৪.০১	৮৯১৩.৫৫
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	১৮৬৫২৪	-	৩০৯৮০	১৭৬৪১৬
৫	নিজস্ব তহবিল থেকে ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৮৭০৬.৫০	২৪৬৮.০৮	৫৫৮.৮৬	৬৭৯৭.২৮
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	-	-	৫৫৫.৩৫	৬৪৩৯.০৯

পঞ্চম অধ্যায়
চলমান কর্মসূচিসমূহ

৫.১ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহ

৫.১.১ মূল কর্মসূচি
৫.১.২ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি
৫.১.৩ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)
৫.১.৪ পল্লী প্রগতি কর্মসূচি
৫.১.৫ উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)
৫.১.৬ পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)
৫.১.৭ সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)
৫.১.৮ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক)
৫.১.৯ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি
৫.১.১০ অপ্রধান শস্য কর্মসূচি
৫.১.১১ পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি

৫.২ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/ কর্মসূচিসমুহ

৫.২.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি
৫.২.২ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচি
৫.২.৩ আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২
৫.২.৪ গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প

৫.১ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহ

৫.১.১ মূল কর্মসূচি

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত 'কুমিল্লা মডেল' এর দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে বিআরডিবি দেশের কৃষিনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালীকরণে অবদান রেখে চলেছে। বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচি'র আওতায় দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ অনুযায়ী বিআরডিবি দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতি বাস্তবায়নসহ এর যাবতীয় দেখ-ভালের দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিআরডিবি উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ)'র আওতায় গঠিত প্রাথমিক সমবায় সমিতির উপকারভোগীদের অনুকূলে ঋণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সেবা প্রদান করে থাকে। এর আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ঋণ কার্যক্রমে নিম্নোক্ত তিনটি কর্মসূচি পরিচালিত হয়:

ক) আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচি

দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। কৃষি খাতে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বিআরডিবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৬৩-৬৪ সাল থেকে কুমিল্লা মডেল এর মাধ্যমে এবং ১৯৭০ সাল থেকে আইআরডিপি এর আওতায় সোনালী ব্যাংকের সহায়তায় সমবায়ীদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়। আইআরডিপি থেকে বিআরডিবি'তে রুপান্তরের পরেও সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে সমবায়ীদের মাঝে ঋণ বিতরণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। তবে ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য সোনালী ব্যাংকের ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধার কারণে কৃষকদের ঋণ প্রবাহ সংকুচিত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ১৯৯১ সালে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ মওকুফ হলেও সমবায়ীদের ক্ষেত্রে এটি কার্যকর হয়নি। যার ফলে ক্ষুদ্র কৃষকদের পুনঃ ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়।

পরবর্তীতে বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত ইউসিসিএসমূহের সদস্য প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহে ঋণ প্রবাহ সচল এবং ঋণ ব্যবহারের দ্বারা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাড়তি আয় দ্বারা গ্রামীণ কৃষক পরিবারের আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচি কার্যক্রম শুরু হয়। ২০০৩-০৪ অর্থ বছর হতে সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পল্লী অঞ্চলে বিতরণের জন্য 'ঘূর্ণায়মান পল্লী উন্নয়ন ঋণ তহবিল' শিরোনামে বিআরডিবি'র নিজস্ব ঋণ কার্যক্রম শুরু হয় এবং আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ১৩১২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে ১) টাঙ্গাইল জেলার সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ প্রকল্প হতে ২৩৪.৯৭ লক্ষ, ২) সার বিতরণ প্রকল্প (এফএও) হতে ৪১১.৬৫ লক্ষ, ৩) সরিষাবাড়ী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প হতে ১১.৭২ লক্ষ ও সেচযন্ত্রের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ৪০২.২৬ লক্ষ সর্বমোট ১০৬০.৬০ লক্ষ টাকা আবর্তক তহবিলে একীভূত করা হয়। এছাড়াও সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত ভর্তুকীর অব্যয়িত অর্থ আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচিতে মোট ৪০০৯.০৮ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রাপ্ত ঋণ তহবিলের ঘূর্ণায়মান প্রবৃদ্ধির পরিমান ৭৩১৮.০৫ লক্ষ টাকা। বর্তমানে আবর্তক (কৃষি) ঋণ তহবিল ২৬৮২৪.২৮ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬৪ জেলায় ৩,৬৪৮ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির ৪০,৮৫৬ জন সমবায়ীর মধ্যে আবর্তক (কৃষি) ঋণ বিতরণ হয়েছে ১৬৫৩৮.৫৬ লক্ষ টাকা এবং আদায় হয়েছে ১৬৩১৫.৮৬ লক্ষ টাকা।

খ) সোনালী ব্যাংক (ফসলী ও চিংড়ী) ঋণ কর্মসূচি

সোনালী ব্যাংকের অর্থায়নে 'ব্যাংকিং প্লান-১৯৮৩' অনুযায়ী ব্যাংকের নিকট হতে ইউসিসিএসমূহ ঋণ গ্রহণ করে তার সদস্যভূক্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে ফসল ও চিংড়ী চাষে ঋণ বিতরণ করা হয়। এক্ষেত্রে বিআরডিবি ইউসিসিএ'র গ্যারান্টরের ভূমিকা পালন করে থাকে। সোনালী ব্যাংক (ফসলী) ঋণ কর্মসূচি'র আওতায় সাধারনত: রোপা আমন, ইরি/বোরো এবং আউশ ধান চাষের জন্য সমবায়ী কৃষকদের ঋণ প্রদান করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের ১২টি জেলায় সোনালী ব্যাংক (ফসলী) ঋণ খাতে ২৪৭৩.৪৬ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়। এর বিপরীতে আদায় হয় ৩১৩৮.৮২ লক্ষ টাকা। এছাড়াও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উপকূলীয় ০৩ টি জেলায় (খুলনা, বাগেরহাট এবং সাতক্ষীরা) 'সোনালী ব্যাংক (চিংড়ী চাষ) ঋণ' খাতে বিতরণ করা হয়েছে ১৭৭৯.৮০ লক্ষ টাকা। এর বিপরীতে আদায় হয়েছে ১৯৯২.৬৮ লক্ষ টাকা।

বাগেরহাট জেলাধীন সদর উপজেলায় সোনালী ব্যাংক (ফসলী) ঋণ কর্মসূচি'র আওতাধীন
সুফলভোগীর চিংড়ী চাষ

গ) নিজস্ব তহবিল

বিআরডিবি কর্তৃক পরিচালিত ইউসিসিএগুলোকে ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংকে জমাকৃত নিজস্ব তহবিলের অর্থ স্ব স্ব ইউসিসিএ'র আওতাভুক্ত সমবায়ীদের মধ্যে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়ে থাকে। নিজস্ব তহবিল বলতে সদস্যদের জমাকৃত শেয়ার, সঞ্চয়ের ৭৫% এবং ইউসিসিএলিঃ এর হিসাবে জমাকৃত দায়বিহীন অন্যান্য তহবিলকে বুঝায়। প্রত্যেক উপজেলায় নিজস্ব তহবিলের সর্বোচ্চ ৭৫% পর্যন্ত ঋণ বরাদ্দ করা যায়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩৭টি জেলায় ইউসিসিএ'র মূল কর্মসূচির নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ বিতরণ করা হয় ৫৭৭৭.৩৬ লক্ষ টাকা এবং আদায় হয়েছে ৫২০৩.৫৭ লক্ষ টাকা।

৫.১.২ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি

নারীর ক্ষমতায়ন তথা উৎপাদন ও উন্নয়নের মুল স্রোতধারায় নারীদের যুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭৫ হতে ১৯৯৫ পর্যন্ত ক্যানাডিয়ান সিডা ও বিশ্বব্যাংক'র আর্থিক সহায়তায় গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের আর্থ-সামাজিক তথা সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র আওতায় "গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা জোরদারকরণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি প্রথমে ৩০টি এবং পরবর্তীতে আরও ১০০টি সহ মোট ১৩০টি উপজেলায় সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের সফলতার প্রেক্ষিতে জানুয়ারী ১৯৯৬ হতে জুন ২০০৪ পর্যন্ত রাজস্ব বাজেটের আওতায় নতুন ২২টি উপজেলা সহ মোট ১৫২টি উপজেলায় "সমন্বিত গ্রামীণ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (সমক)" নামে কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হয়। ইতোমধ্যে ২০০৪ সালে সমাপ্ত প্রকল্পের ১০০টি উপজেলার জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়। ১০০টি উপজেলার জনবলের মাধ্যমে প্রথমোক্ত ১৩০টি উপজেলার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয় এবং সর্বশেষে গৃহিত ২২টি উপজেলা হতে কার্যক্রম প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। বর্তমানে সরেজমিন বিভাগের তত্ত্বাবধানে রাজস্ব বাজেটভুক্ত ১০০টি এবং রাজস্ব বাজেট বর্হিভূত ৩০টি সর্বমোট ১৩০টি উপজেলায় "মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ (মউ)" হিসেবে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মূল উদ্দেশ্য: গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, মহিলা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বের বিকাশ এবং পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলা।

কর্মসূচি'র কার্যক্রমসমূহ

ক) সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিত করা;
খ) গ্রামীণ মহিলাদের নিজস্ব পুঁজি গঠন (শেয়ার ও সঞ্চয় জমা);

গ) আয় উৎসারী কর্মকান্ডে ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্ত ঋণ কার্যক্রম;
ঘ) গ্রামীণ মহিলাদের আয় উৎসারী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ;
ঙ) নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা;
চ) জীবিকায়নধর্মী দক্ষতা উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
ছ) সামাজিক, স্বাস্থ্যগতসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি;
জ) মহিলা নেতৃত্ব গঠন ও তাদের স্বাবলম্বী করা;

রংপুরের সদর উপজেলায় উপকারভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে মহাপরিচালক

কার্যক্রম অগ্রগতি

ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)		ঋণ প্রাপ্ত সদস্য (জন)		ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	
বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৪-২৫)	ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৪-২৫)	ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৪-২৫)	ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)
৭৬৪১.০৭	১৯৩৪১৫.৫৬	১৫৪৩৪	৪৭৩৫৫৮	৮০৩৭.৪০	১৮১৭১২.৪৮

৫.১.৩ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)

পল্লীর জনগোষ্ঠীর স্ব-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) **এর ১**ম পর্যায়ের কার্যক্রম জুলাই, ১৯৯৩ হতে জুন, ১৯৯৮ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়। সফলতা ও ইতিবাচক অগ্রগতির প্রেক্ষিতে এ কর্মসূচির ২য় পর্যায়ের বাস্তবায়ন জুলাই ১৯৯৮ হতে শুরু করে জুন ২০০৫ এ সমাপ্ত হয়। এ কর্মসূচিটি বর্তমানে দেশের ২২ টি জেলায় ১২৩ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

১। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দলগতভাবে সংগঠিত করে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
২। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব-সম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষম জনশক্তিতে রূপান্তর;
৩। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদানসহ স্থায়ীভাবে তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যবস্থা করা;
৪। নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়ন এবং জীবন-যাত্রার গুনগত পরিবর্তন সাধন।

ঢাকা জেলাধীন সাভার উপজেলায় পদাবিক কর্মসূচির সদস্য জনাব আকলিমা খাতুনের ক্ষুদ্র ব্যবসা

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৪-২৫)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৮২	১৬৯৪৩
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৪৭৫৭	৫৯৫৫৬৬
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৬২৪.৫৮	১০৯৮৩.৫৯
৪	উপকারভোগী প্রশিক্ষণ (জন)	৩৮৪০	২৩৪২৯৬
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১৫৫১৩.১২	৩২৪৩৭৫.৯৯
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১৪৯৩৯.৮৮	৩০৯৬০৯.০৫

৫.১.৪ পল্লী প্রগতি কর্মসূচি

পল্লী প্রগতি প্রকল্প মেয়াদ শেষে কর্মসূচি হিসেবে দেশের ৬৪টি জেলার ৪৭৬টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

বিদ্যমান আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ প্রদান এবং এর মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান ও আয়ের উৎস বৃদ্ধি করা, পল্লী অঞ্চলে প্রাপ্ত ব্যবহারযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদ সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন সাধন, নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিকক্ষেত্রসহ সকল কর্মকান্ডে মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ,অংশগ্রহণ এবং কার্যকর ভুমিকা পালন নিশ্চিত করা, পল্লী অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড জোরদারকরণের মাধ্যমে গ্রাম থেকে শহরে অভিগমণের প্রবণতা বন্ধ করা, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ইস্যুতে অবদান রাখা।

মাগুড়া জেলার শালিখা উপজেলায় উপকারভোগীদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণে কর্মসূচি পরিচালক

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৪-২৫)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)
১	দল গঠন (সংখ্যা)	৩৯	১১৫০৫
২	সদস্য ভর্তি (জন)	২৯৫৫	৩২৩৩২১
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৭৯.৪০	৪৩২০.৩৪
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৬১৯৫.২৭	১১৪৫২১.৬৪
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৬০২৮.৯১	১০১৫০৩.৮৭
৬	ঋণ গ্রহীতা (জন)	১৪৫৭৬	৬১৭১২৬
৭	প্রশিক্ষণ (আইজিএ) (জন)	২৪০	২০০৫৭

৫.১.৫ উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)

উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি) ১৯৮৬-৮৭ সাল হতে ২০০২-০৩ সাল পর্যন্ত সিডা ও সরকারী অর্থে পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে জুলাই ২০০৩ হতে এটি কর্মসূচি হিসেবে সম্পূর্ন নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বৃহত্তর ফরিদপুরের ৫টি জেলার (ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ ও শরিয়তপুর) সকল উপজেলায় এর কার্যক্রম বিস্তৃত।

শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলা পিইপি সদস্য জনাব রুহুল আমিনের ইলেকট্রনিক দোকান

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো অভিষ্ট জনগোষ্ঠী (বিত্তহীন/ ভূমিহীন) যাদের বসতবাড়ীসহ জমির পরিমাণ ৫০ শতাংশের বেশি নয়, যারা কায়িক পরিশ্রমী এবং যাদের নির্দিষ্ট আয়ের কোন উৎস নেই তাদের অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে সঞ্চয় জমা করে পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা, ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিত্তহীনদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়তা করা।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২৪-২০২৫	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)
১	দল গঠন (সংখ্যা)	৪৪	১৪৩০৫
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৫২০৮	৫০৬৩৭০
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৫৫৬.৬৮	২৬৯৭৫.৮৩
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৩০০০৬.২৮	৪৫০২৭২.৩২
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	২৯৬৬১.৫২	৪২৬৮৪২.৫৮

কর্মসূচি'র সহযোগিতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উপকারভোগীরা ৯৯২টি স্ল্যাব ল্যাট্রিন স্থাপন করেছে (ক্রমপুঞ্জিত ৯৩১৩৬টি)। এছাড়াও সেচ ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণের লক্ষ্যে উপকারভোগীগণ ৪১০টি হস্ত চালিত নলকূপ স্থাপন (ক্রমপুঞ্জিত ২৩৯৪৮) করেছে।

৫.১.৬ পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহযোগিতায় পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প জুলাই/১৯৯৮ হতে জুন/২০০৭ মেয়াদে দেশের ২৩টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-১ম পর্যায় বাস্তবায়িত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার ও ইউবিসিসিএ এর নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে দেশের ৪২ টি জেলার ১৯০ টি উপজেলায় প্রকল্পটি ২য় মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। বর্তমানে এটি কর্মসূচি হিসেবে চলমান।

নরসিংদী জেলাধীন বেলাবো উপজেলার বিআরডিবি'র পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পের পাটজাত পণ্য তৈরির কারখানা

কর্মসূচি'র উদ্দেশ্য

ক) বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষ এর সমন্বয়ে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করে নিজস্ব পুঁজি গঠন;

খ) বিত্তহীনদের মাঝে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পূর্বক তাদের কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা;

গ) উপকারভোগীদের সমবায় ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ও নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম করে তোলা;

ঘ) উপজেলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহ (ইউবিসিসিএ) কে সক্ষম ও সয়ম্ভর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা;

ঙ) আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ;

চ) সরকারের উন্নয়ননীতি ও কৌশলের আলোকে বিত্তহীনদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয়বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৪-২৫)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	০	১৯৮৯৯
২	সদস্য ভর্তি (জন)	২৮৮	৬০২৫২৪
৩	শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	৬.২৫	১১৭৬.২৮
৪	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৩৩.৫০	৪৪৬০.৮৭
৫	প্রশিক্ষণ (জন)	-	৪৫৮১৫৩
৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২১৮৬.৩৩	৩৩৮২৪৯.১৪
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৩৯২৪.৬৩	৩২৪৬৭৮.৫৯

৫.১.৭ সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)

সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিআরডিবি'র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। পল্লীতে বসবাসরত দরিদ্র নারী পুরুষের দারিদ্র নিরসনে বিগত ২০০৩-০৪ সনে বিআরডিবি সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায়

০৩টি কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগুলো হচ্ছে- ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষী উন্নয়ন কর্মসূচি (এসএফডিপি), সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) ও দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের আত্নকর্মসংস্থান কর্মসূচি (দাবিমআক)। পরবর্তীতে কর্মসূচিগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন বিবেচনায় বোর্ডের ৪১ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ০৩ টি কর্মসূচির কার্যক্রম একীভূত করে "সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)" নামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিগত ৫০তম পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১৩টি প্রকল্প/কর্মসূচির মধ্যে প্রাথমিকভাবে ০৭টি কর্মসূচি যথাক্রমে-সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক), মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রিয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস), গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউকসক), গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক), দুস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস), দুর্যোগ এলাকায় দারিদ্র বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমূখী উন্নয়ন কর্মসূচি (দুএদাবি) ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচি (ব্যানপিএইচসি) একীভূত করে সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) নামে কার্যক্রম শুরু করা হয়। কর্মসূচিসমূহ একীভূতকরণের পর সদাবিক এর মোট ঋণ তহবিল ১৯৬৪০.৮৭ লক্ষ টাকা।

হবিগঞ্জ জেলাধীন সদর উপজেলার সদাবিক কর্মসূচি আওতাধীন বিশ্বজিৎ পালের ব্যবসা কার্যক্রম

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

পল্লী এলাকার বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে অনানুষ্ঠানিক দলভূক্ত করে আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার গুনগতমান উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, মহিলাদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের সুযোগসৃষ্টি।

কার্যক্রম অগ্রগতি

ক্রঃনং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৪-২৫)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	৬৬	৩৪৪৬৬
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৯৯০	৪০৪২৩৪
৩	সঞ্চয় (লক্ষ টাকা)	২৭০.৬০	৭৪১০.২৫
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	-	৫৭৭৫২৬
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১৩৭০২.১২	২৫২১৩১.২০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১৩৩৩৫.২৮	২২৬৮৬০.৭১

৫.১.৮ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি

উত্তরাঞ্চলের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বকর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা জেলার ২৪টি উপজেলার জুলাই/২০০৭ হতে জুন/২০১৩ মেয়াদে ৪৬৪৬.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ

কর্মসুচি (উহদকনিক)-১ম পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করে। প্রকল্পটি সফলতার সাথে বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে এপ্রিল/২০১৪ থেকে জুন/২০২৩ মেয়াদে ১৩১৪৭.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসুচি (উদকনিক)-২য় পর্যায়" শিরোনামে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ২য় পর্যায়ও সফলতার সাথে রংপুর বিভাগের ০৫ টি জেলার রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী জেলার ৩৫টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করে দারিদ্র্যতা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকল্প সমাপ্তির পর বিগত ০১/০৭/২০২৩খি. তারিখ হতে উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক) প্রকল্প এর সকল সম্পদ ও দায় নিয়ে উদকনিক কর্মসূচি গঠনের আদেশ জারি হয়, যা বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের ৫৩তম সভায় সম্মতি প্রদান করা হয়। বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কর্মসূচি হিসেবে ০১-০৭-২০২৩ তারিখ হতে ০৫ জেলায় ৩৫ উপজেলায় কার্যক্রম চলামান আছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

ক) কর্মসূচি এলাকার মৌসুমী অভাবগ্রস্ত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে আয়বর্ধন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদন মূখী আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি;

খ) দারিদ্র্য পীড়িত দেশের উত্তরাঞ্চলের ৩৫টি উপজেলার অতিদরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদেরকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

গ) অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ;

ঘ) স্থানীয় জনশক্তি এবং স্থানীয় সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা;

ঙ) বিপণন Linkage সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত উপকারভোগীদের সমন্বয়ে দল গঠন;

চ) উপকারভোগীদের জন্য কাঁচামাল প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবং Market Linkage গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভাগীয় শহরে প্রদর্শনী কাম বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন;

ছ) স্বল্প সেবামূল্যের বিনিময়ে উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে ঋণ প্রদান;

জ) অভীষ্ট জনগোষ্ঠির জন্য মূল পেশার পাশাপাশি স্বকর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করা;

ঝ) স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ।

রংপুর জেলার সদর উপজেলায় উদকনিক কর্মসূচির আওতাধীন
প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র পরিদর্শন করেন মহাপরিচালক

কার্যক্রম অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৪-২৫)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০২৫ পর্যন্ত)

১	সমিতি/দল গঠন (টি)	০	১০০৭
২	সদস্য ভর্তি (জন)	০	১৩৪০৪
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১১.৫০	২৩০.৯৪
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	০	৬৬৪৩১
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৫৯০.৭৬	৫৭২৪.৫৭
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৫৮০.০২	৪৪৮৩.৭৮

৫.১.৯ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি

"গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২৩ মেয়াদে ৫০৯৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষে বর্তমানে এটি বিআরডিবি'র আওতায় কর্মসূচি আকারে চলমান রয়েছে।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার পল্লী অঞ্চলে বসবাসকারী দারিদ্র্য জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন;
- পল্লী উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার দারিদ্র্য জনগোষ্টিকে সংগঠিত করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন;
- বৈশ্বিক মহামারী জনিত কারণে কর্ম হারানো বেকার ও দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থান ও আত্নকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- গরীব সুফলভোগীর আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি সাধন;
- অভিষ্ঠ সুফলভোগীকে আয়বর্ধনমূলক আইজিএভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিত করণ;
- কর্মসংস্থান ও নতুন পেশা সৃষ্টির লক্ষ্যে অকৃষি (Non-Farm) কার্যক্রম বিকশিতকরণ;
- পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়ন;
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে (Market Linkage) সহায়তা করা;
- নদী ভাঙ্গন কবলিত ও চরাঞ্চলে বসবাসরত দারিদ্র্য জনগোষ্ঠির উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;
- এক পল্লী এক পণ্য (One Village One Product) ভিত্তিতে পণ্যভিত্তিক পল্লী সৃজন ও সম্প্রসারণ।

মূল কার্যক্রম

- পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন এবং অভিষ্ট উপকারভোগীদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা প্রদান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি;
- স্থানীয় সম্পদের উৎপাদনমূখী ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- সুফলভোগীর বাজার সুবিধা তৈরী এবং জনশক্তির উন্নয়ন;
- উপকারভোগীদের সার্ভে ও ডাটাবেইজ প্রণয়ন এবং বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- উপকারভোগীদের নিজস্ব মুলধন গঠন।

গাইবান্ধা জেলাধীন পলাশবাড়ী উপজেলায় সুফলভোগীদের তৈরি নকশী কাঁথা

কার্যক্রম অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২৪-২৫	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	০	৫৩৯
২	সদস্য ভর্তি (জন)	০	১৮৬৫৩
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৩৩.২৪	৪৮৮.২৪
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	০	১৮৬০০
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকা)	৯০৮.১০	৬১২৪.৮১
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৮০০.৯৮	৪১৬৫.৪২

৫.১.১০ অপ্রধান শস্য কর্মসূচি

অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে "দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি" শীর্ষক প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। উক্ত প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্তির পর ঋণ কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৮ এর ধারা ১০(৪), প্রকল্পের ডিপিপি'র এক্সিট প্ল্যান এবং প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "অপ্রধান শস্য কর্মসূচি" শিরোনামে এই কর্মসূচি চালু করা হয়। অর্থাৎ ০১.০১.২০২৪খ্রি. হতে কর্মসূচিটি দেশের ৬৪ জেলার ২৫৬টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কর্মসূচি'র লক্ষ্য

অপ্রধান শস্য কর্মসূচি'র মূল লক্ষ্য হলো ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় অপ্রধান শস্য উৎপাদনের প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে পল্লী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং অপ্রধান শস্যের আমদানি নির্ভরতা হ্রাসকরণ।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য সমূহ

(ক) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারী কৃষকদের সংগঠিত করা ও অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
(খ) সদস্যদের নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
(গ) অপ্রধান শস্যের আমদানি নির্ভরতা কমানো ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়;
(ঘ) পল্লী জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুরহুদা উপজেলার অপ্রধান শস্য কর্মসূচি'র মাঠ পরিদর্শন করেন
সুজন চন্দ্র ভৌমিক, সহকারী পরিচালক (আইএমইডি)

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৪-২৫)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)
১	সদস্য জরিপ (থানা/পরিবার)	০	০
২	দল গঠন (সংখ্যা)	৩৭	৭৭৪৮
৩	সদস্য ভর্তি (জন)	৫৯৮	২৭১১৫০
৪	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৩২৬.৩২	৩৬৪৩.৭৮
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১৪৮৯৯.৯৫	৪৭৫৫৫.৯২
৬	ঋণ গ্রহীতা সদস্য (জন)	৪২৮৮০	১৯৮৮২১
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১৩৪০৪.৬৬	৩৪৩২৫.০০
৮	প্রশিক্ষণ প্রদান (জন)	০	০
৯	প্রর্দশনী খামার (টি)	০	০
১০	বীজ ও চারা (লক্ষ টাকা)	০	০
১১	বীজ ও চারা বিতরণ (জন)	০	০
১২	মার্কেট লিংকেজ স্থাপন (টি)	০	০

৫.১.১১ পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি

কোভিড-১৯ মহামারিতে পল্লী এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের স্বাভাবিক আয়বর্ধন ও জীবিকায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং বিদেশ/শহর ফেরত কর্মহীন ব্যক্তি ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আগ্রহী নতুন উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় উদ্যোগে মূলধন সহায়তার লক্ষ্যে সরকার বিশেষ প্রণোদনা ঘোষণা করেন। তদপ্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর অনুকূলে ৩০০ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বিআরডিবি এর অনুকূলে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দকালে জারিকৃত পত্রের শর্তের আলোকে এবং নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধন এবং কেন্দ্রীয়ভাবে তদারকি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আমলে নিয়ে বিআরডিবি'র কোভিড প্রণোদনা ঋণ তহবিল পুনঃবিনিয়োগ ও বিদ্যমান উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম

সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে “পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২৩” প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উল্লিখিত নির্দেশিকার আলোকে উপজেলা পর্যায়ে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি’র কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির লক্ষ্য

সরকারের উপজীব্য করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন ব্যবস্থার ক্রমাগত অগ্রগতি সাধন, পল্লী অঞ্চলে কৃষি ও অকৃষি খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় উদ্যোগকে বেগবান করা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে অধিকতর গতিশীল করা এবং গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন।

ময়মনসিংহ তারাকান্দা উপজেলায় পল্লী উদ্যোক্তা কর্মসূচির উপকারভোগীর কার্যক্রম

সুফলভোগী জনগোষ্ঠী

বিআরডিবি’র আওতায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা, উপকরণ সরবরাহসহ অন্যান্য সেবা-সহযোগিতা কাজে লাগিয়ে পল্লী উন্নয়ন দল ও সমবায় সমিতির যে সকল সদস্য সুনির্দিষ্ট বিজনেস প্ল্যান প্রণয়নপূর্বক উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে চান কিংবা ইতোমধ্যেই যারা বিআরডিবি’র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণপূর্বক নিজেদেরকে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাদেরকেই পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সুফলভোগী জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

ঋণ সীমা

(১) একজন উদ্যোক্তা সদস্যের একক ঋণের সীমা হবে সর্বনিম্ন ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত;

(২) প্রথম দফায় একজন উদ্যোক্তা সদস্যকে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা ঋণ প্রদান করা যাবে। (৩) প্রথম ধাপের পর পরবর্তী প্রতি ধাপে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে (কিস্তি পরিশোধের ধাপ অনুসারে) তহবিল সংস্থান সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ২৫% সিলিং বৃদ্ধি করা যাবে।

ঋণের মেয়াদ

একজন উদ্যোক্তা সদস্যের জন্য বিআরডিবি’র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের মেয়াদ হবে ১৮ মাস। এ সময়ের মধ্যে—

(ক) নতুন ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের ক্ষেত্রে দুই মাস গ্রেস পিরিয়ড থাকবে এবং

(খ) পুরাতন ঋণ গ্রহীতা উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে কোন গ্রেস পিরিয়ড থাকবে না।

ঋণের সেবামূল্য নির্ধারণ

নির্ধারিত দেড় বছর (১৮ মাস) সময়ের জন্য বিআরডিবি’র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের সেবামূল্য ফ্ল্যাট রেট পদ্ধতিতে বার্ষিক ৯% হারে প্রযোজ্য হবে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি:

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৪-২৫)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)
১	পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহীতার সদস্য সংখ্যা (জন)	১৭১৮৪	৪৬৯৮১
২	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৬৯২.৫২	২৬৮০.৯৪
৩	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২১১৬০.৮৬	৮৯০০৬.০৯
৪	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	২০৯৪৩.৭৩	৬৮০৫১.২৪

৫.২ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/ কর্মসূচি

৫.২.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি

পার্বত্য অঞ্চলের বসবাসকারী জনগোষ্ঠী দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর। বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য অঞ্চলের ০৩টি জেলার ২৫ টি উপজেলার পিছিয়ে থাকা জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে বিআরডিবি'র মাধ্যমে জুলাই/১৯৯২ থেকে জুন/১৯৯৬ পর্যন্ত "পার্বত্য চট্টগ্রাম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়ন করে। প্রকল্প সমাপ্তির পর এর ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে প্রকল্পটির পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে পুনরায় জানুয়ারী/১৯৯৮ থেকে ডিসেম্বর/২০০০ পর্যন্ত ''পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প'' বাস্তবায়িত হয়। অতঃপর ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ''পার্বত্য চট্টগ্রাম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প'' ও ''পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প'' দুটি একীভূত করে ''পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প নামে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১) প্রকল্প এলাকা : খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান ০৩টি পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলা;

২) প্রকল্প বরাদ্দ : ৪২৫.৮১ কোটি টাকা (জিওবি);

৩) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

৪) উদ্দেশ্য : পার্বত্য অঞ্চলে অনুন্নত ও বন্ধুর যোগাযোগ কাঠামোর কারণে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ এলাকায় দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

বান্দরবান জেলাধীন সদর উপজেলায় ''পর্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি '' এর অন্তর্গত সুফলভোগীদের ঋণ বিতরণ

কার্যক্রম অগ্রগতি:

ক্রঃনং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৪-২৫)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)
১	দল গঠন (টি)	০	৭১০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	২৪	১০,৯৬৯
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	২৫.৫৩	৩০৭.২৩
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৪২০.৬১	৮১৮৭.৫৫
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৪২৯.৪৬	৭৫৫২.৬৬

৫.২.২ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি

স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের পরিবারকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর ও স্বচ্ছল করার লক্ষ্যে "বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি" ২০০৩-০৪ অর্থবছর হতে চলমান রয়েছে। সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বিআরডিবি'র উপর অর্পণ করা হয়।

১) প্রকল্প এলাকা : দেশের সকল উপজেলা

২) প্রকল্প মেয়াদ : জুন ২০৩১ খ্রি. পর্যন্ত

৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ৪২০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৫) উদ্দেশ্য : ক) বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও তাঁদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা এবং তাঁদের দারিদ্য লাঘব করা;

খ) বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, আয় বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করা;

গ) আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য ঋণ প্রদান;

ঘ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুজিঁ গঠনে সহায়তা প্রদান।

ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুন্ড উপজেলায় বীরমুক্তিযোদ্ধা কর্মসূচি'র ঋণের চেক বিতরণ

কার্যক্রম অগ্রগতি

ক্রঃনং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৪-২৫)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)
১	সদস্য (জন)	-	৩৫,৪৮০
২	প্রশিক্ষণ (জন)	-	৩৫,৪৮০
৩	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৮৫১.৬৫	১৪০৯৪.২০
৪	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৭৯৫.৯২	১১৪০৬.৩০

৫.২.৩ আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২

সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীনদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে আর্দশগ্রাম প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আর্দশ গ্রাম প্রকল্প-২ এর আওতায় আর্দশ গ্রামের সুফলভোগীদের বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ড গ্রহনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও ঋণের অর্থ সঠিক ব্যবহারের সুবির্ধাথে আয়বর্ধক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন দানের দায়িত্ব বিআরডিবি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে গৃহীত আর্দশ গ্রাম প্রকল্প-২ এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত আর্দশ গ্রামে পূর্ণবাসিত পরিবার সমূহের মাঝে ঋণ কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য বিআরডিবি ও আর্দশ গ্রাম প্রকল্প-২ এর মধ্যে ৩০/০৪/২০০৭ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়।

১) প্রকল্প এলাকা : ৪১ জেলার ১০৫টি উপজেলা

২) প্রকল্প মেয়াদ : জুন ২০২৫ পর্যন্ত

৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ৯২৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : ভূমি মন্ত্রণালয়

৫) উদ্দেশ্য : ১) আর্দশ গ্রামের সুফলভোগীদের বিভিন্ন আয়র্বধনমূলক কর্মকান্ড গ্রহণের জন্য সহায়ক তহবিল হিসাবে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;

২) আয়বর্ধক ও বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ প্রদান;

৩) মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের দারিদ্র্য বিমোচন;

৪) অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংরক্ষণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যাদি এবং গৃহ সংস্থানের মাধ্যমে গরীব জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

কার্যক্রম অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৪-২৫)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০২৫ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	০০	৫৫২
২	সদস্য ভর্তি (জন)	০০	১৫,৭৩১
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	০০	১২৯.৫৯
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	০০	১৫,৭৩১
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২৮৬.৩১	৫৭১৬.৮৪
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৩০৬.৬৩	৫০১৩.৫৬

৫.২.৪ গুচ্ছ গ্রাম (সিভিআরপি) প্রকল্প

প্রতি বছর এদেশে বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়, জলবায়ু পরিবর্তন ও নদীভাঙ্গনের মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসংখ্যা পরিবার গৃহহীন ও ভূমিহীন হয়ে অসহায় এবং দিশেহারা হওয়ায় তাদের আবাসন নিশ্চিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নকৃত আর্দশ গ্রাম-২ এর ধারাবাহিকতায় সরকার কর্তৃক গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহেবিলিটেশন প্রজেক্ট) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের

আওতায় প্রতিষ্ঠিত গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসিতদের অনানুষ্ঠানিক দলের সদস্যভুক্ত করে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পুজিঁ গঠন, আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

১) প্রকল্প এলাকা : ৫৮ জেলার ১৭৯টি উপজেলায়;

২) প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত শেষ হয়;

৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ২৬৪০.৫৫ লক্ষ টাকা (জিওবি);

৪) উদ্দেশ্য : ভূমিহীন ও গৃহহীন জনগোষ্ঠির আগমন নিশ্চিত করে নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংরক্ষণ, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার গুনগতমান উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, মহিলাদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি।

কার্যক্রম অগ্রগতি

ক্রঃনং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৪-২৫)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০২৫ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	০	৭০৪
২	সদস্য ভর্তি (জন)	০	২০৯৬১
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১.৮২	১৮৭.৯১
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৫০২.৬০	৫৩৭৩.২২
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৪৬৬.১১	৪৩২২.০৯
৬	প্রশিক্ষণ (জন)	০	৫৯৬৬৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা

৬.১ সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা

ক্রম	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
০১	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (প্রাথমিক পর্যায়)	১৯৭০ - ১৯৭৩	২১৭.৯৫	জিওবি
০২	বরিশাল সেচ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা জরিপ প্রকল্প	১৯৭২ - ১৯৭৩	২৫.০০	ইউএসএআইডি
০৩	আইআরডিপি - কেয়ার গুদাম প্রকল্প	১৯৭৩ - ১৯৭৬	৪৯০.০০	কেয়ার
০৪	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)	১৯৭৩ - ১৯৭৮	২৪৬.১২	জিওবি
০৫	আইআরডিপি-এমসিসি, আইআরডিপি আইভিএস এবং আইআরডিপি - হিড প্রকল্প	১৯৭৩ - ১৯৭৬	৩২৫.০০	জিওবি, কেয়ার
০৬	আইআরডিপি - কেয়ার (সিইএআই) প্রকল্প	১৯৭৪ - ১৯৮০	৩২৪.০০	জিওবি, কেয়ার
০৭	বেঞ্চ-মার্ক জরিপ প্রকল্প	১৯৭৪ - ১৯৭৫	২৫.০০	ইউএসএআইডি
০৮	১৪৫ থানা/ উপজেলা পল্লী ভবন নির্মাণ প্রকল্প	১৯৭৪ - ১৯৭৮	৫৬৩.০০	ইউএসএআইডি
০৯	হস্ত চালিত নলকূপ সেচ প্রকল্প	১৯৭৫ - ১৯৭৮	৮৪৯.০০	ইউনিসেফ
১০	সমন্বিত শিক্ষা ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (সিইএডিপি)	১৯৭৫ - ১৯৭৮	৩২৫.০০	কেয়ার
১১	পল্লী অর্থায়নে পরীক্ষামূলক প্রকল্প	১৯৭৫ - ১৯৭৮	১১১.১৭	ইউএসএআইডি
১২	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা পাইলট প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৯৭৫ - ১৯৮০	১৬৭.০০	IDA, CIDA
১৩	প্রশিক্ষণ কাম উৎপাদন কেন্দ্র (টিসিপিসি)	১৯৭৫ - ১৯৮০	৭০.২৫	সিডা
১৪	থানা প্রশিক্ষণ ইউনিট (টিটিইউ)	১৯৭৫ - ১৯৮১	১৬৮.০০	জিওবি, আইডিএ
১৫	যুব উন্নয়নে পাইলট প্রজেক্ট	১৯৭৫ - ১৯৭৭	১৯.৯৬	জিওবি
১৬	গুদাম নির্মাণ পাইলট প্রকল্প	১৯৭৬ - ১৯৮০	৫৬৪.২৭	জিওবি
১৭	থানা ওয়ার্কশপ কাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৯৭৬ - ১৯৮০	৭১.৭৮	জিওবি
১৮	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১ (আরডি-১)	১৯৭৬ - ১৯৮৪	৩,৭৫৮.২৫	আইডিএ
১৯	কুষ্টিয়া টার্গেট দল জরিপ পরিচালনা প্রকল্প	১৯৭৬ - ১৯৭৭	২৫৭.৫৯	ডাচ
২০	আইআরডিপি সদর কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্প	১৯৭৭ - ১৯৮৪	৩৪১.৩৫	জিওবি
২১	যুব কর্মসূচি	১৯৭৭ - ১৯৭৮	৮০.০০	জিওবি
২২	বরিশাল সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৩,৭০৫.০০	বিশ্ব ব্যাংক
২৩	মুহুরি সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	২১৭.৪১	বিশ্ব ব্যাংক
২৪	কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৫,৪৩৬.০০	বিশ্ব ব্যাংক
২৫	চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৭০৪.২৪	বিশ্ব ব্যাংক
২৬	সিরাজগঞ্জ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআইআরডিপি)	১৯৭৭ - ১৯৮৫	৭,২৪৮.৭৩	ADB, UNDP, UNICEF
২৭	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)	১৯৭৮ - ১৯৮০	১,২৭৭.৬৯	জিওবি
২৮	নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনআইআরডিপি-১)	১৯৭৮ - ১৯৮৪	৩,৩৩০.৭৯	ডানিডা
২৯	সার ও ঋণ বিতরণ পাইলট প্রকল্প (ফাও-নরওয়ে)	১৯৭৮ - ১৯৮০	৬৭.০১	এফএও, নরওয়ে
৩০	জাতীয় যুব সমবায় কমপ্লেক্স	১৯৮০ - ১৯৮২	১৪৯.৪৩	জিওবি
৩১	সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি-৩য় পর্যায়)	১৯৮০ - ১৯৮৫	৪,৮০৩.৪৯	ওডিএ, আইডিএ
৩২	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১৯৮০ - ১৯৮৫	৩৫৬.৯২	আইডিএ
৩৩	বাংলাদেশ যুব সমবায় কর্মসূচি	১৯৮০ - ১৯৮৫	১,৫৪৯.৪৩	জিওবি
৩৪	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	১৯৮০ - ১৯৮৫	১৬০.০৪	জিওবি
৩৫	৩য় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রকল্প (এসএসআইপি)	১৯৮১ - ১৯৮৩	১৪৮.৮৭	জিওবি
৩৬	হস্ত চালিত নলকূপ প্রকল্প (এইচ টি ডব্লিউ)	১৯৮১ - ১৯৮৭	৪,৮২২.১৩	IDA, UNICEF

৩৭	সার বিতরণ প্রকল্প (এফএও)	১৯৮১ - ১৯৮৭	৪১০.৮৭	FAO, UNDP
৩৮	পল্লী দারিদ্র্য কর্মসূচি (আরপিপি- নরমাল)	১৯৮২ - ১৯৮৮	২,৪৩৮.৫৯	BB, অগ্রণী ব্যাংক
৩৯	দক্ষিণ-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসডব্লিউআরডিপি)	১৯৮২ - ১৯৯০	১,৮০১.৮১	IDA, IFAD
৪০	ভোলা সেচ প্রকল্প (বিআইপি)	১৯৮২ - ১৯৯০	৮৪১.৫০	এডিবি, ইইসি
৪১	বিশেষ মহিলা প্রকল্প	১৯৮২ - ১৯৮৫	৭৬.৫০	সিআইডিএ
৪২	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-২)	১৯৮৩ - ১৯৯০	১১,৬৮৮.৩৩	IDA,SIDA,ODA, UNDP
৪৩	গভীর নলকূপ প্রকল্প-২ (ডিটিডব্লিউ)	১৯৮৩ - ১৯৯২	১,৪৭৬.৫৭	ওডিএ, আইডিএ
৪৪	২য় পল্লী নলকূপ প্রকল্প (এসটিপি)	১৯৮৩ - ১৯৯০	২১৫.৭৪	এডিবি
৪৫	ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের সেচযন্ত্র বিতরণ প্রকল্প	১৯৮৩ - ১৯৮৫	১১২.৩৩	এফ ফাউন্ডেশন
৪৬	নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (এনআইআরডিপি-২)	১৯৮৪ - ১৯৯০	১০,৫৯৫.৫৬	ডানিডা
৪৭	টাঙ্গাইল কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি (টিএডিপি)	১৯৮৪ - ১৯৯০	১,৮৬৪.০০	জিটিজেড
৪৮	সমন্বিত নারী ও শিশু সহযোগিতা উন্নয়ন প্রকল্প	১৯৮৫ - ১৯৯৩	২,৬৫৯.০৪	ইউনিসেফ
৪৯	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	১৯৮৫ - ১৯৯০	১,৪২৪.২১	সিআইডিএ
৫০	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি -৯, ১ম পর্যায়)	১৯৮৫ - ১৯৯২	৬,১৬৮.৭২	ইইসি
৫১	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৫-পিইপি) ১ম পর্যায়	১৯৮৬ - ১৯৯০	১,৪৭৬.৪৩	SIDA, NOARD
৫২	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি ১২)	১৯৮৮ - ১৯৯৬	১০,৭৫৪.০৬	সিআইডিএ
৫৩	ভোলা যান্ত্রিক সেচ প্রকল্প	১৯৮৯ - ১৯৯০	১৬.২৫	এ ডাচ সিটিজেন
৫৪	পুনঃ পুকুর খনন প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	৮৮.৭৮	ডাব্লিউ এফ পি
৫৫	টাঙ্গাইল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিআরডিপি)	১৯৯০ - ১৯৯৩	২,৪১৭.৪৯	জিটিজেড
৫৬	সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ পাইলট প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯৬	৩২৮.৬৮	জিওবি
৫৭	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)	১৯৯০ - ১৯৯৬	২,৪৯৯.৩০	সিআইডিএ, আইডিএ
৫৮	বিআরডিবি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	১৫৮.১২	ওডিএ
৫৯	প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ সহায়ক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	৬৩৩.২০	ওডিএ
৬০	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৫ পিইপি ২পর্যায়)	১৯৯০ - ১৯৯৬	৪,৩২৪.২৪	SIDA, NOARD
৬১	বন্যা ও সাইক্লোন প্রবণ এলাকায় ন্যূনতম ব্যয়ে পল্লী বাড়ি নির্মাণ প্রকল্প	১৯৯১ - ১৯৯২	২০৬.২৫	জিওবি
৬২	পল্লী দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কৌশলের প্রায়োগিক গবেষণা কর্মসূচি	১৯৯১ - ১৯৯৩	৩.২৩	ইএসসিএপি
৬৩	এফডব্লিউইপি-২	১৯৯১ - ১৯৯৮	১৬৯.৪৪	ILO, UNFPA
৬৪	সাইক্লোন প্রবণ এলাকার পরিবারের জন্য বিশেষ প্রকল্প	১৯৯১ - ১৯৯৯	১৮০.০০	আইএফএডি
৬৫	মডেল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এমআরডিপি)	১৯৯২ - ২০০০	১,৯৭৬.৯৫	জাপান
৬৬	চট্টগ্রামের সাইক্লোন ও বন্যা প্রবল এলাকায় সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প	১৯৯২ - ১৯৯৬	১,০৯৯.৭৫	জাপান
৬৭	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৯, ২য় পর্যায়)	১৯৯২ - ২০০০	৬,৮০৮.৬৬	ইইসি
৬৮	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম পাহাড়ী এলাকা)	১৯৯২ - ১৯৯৬	১৭,৯৭৬.৮২	এডিবি, জিওবি
৬৯	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প	১৯৯২ - ২০০০	১৫.০০	জিওবি

৭০	বিআরডিবি -জাইকা মেহেরপুর ছাগল পালন প্রকল্প	১৯৯২ - ২০০০	২.৭১	জাইকা
৭১	উত্তর-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডব্লিউআরডিপি)	১৯৮৩ - ১৯৯২	৩,১৭৪.৭৮	ADB, IFAD
৭২	দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (আরপিএপি ১ম পর্যায়)	১৯৯৩ - ১৯৯৮	৬,৬৫৫.০০	জিওবি
৭৩	পল্লী দরিদ্র সমবায় প্রকল্প (আরপিসিপি)	১৯৯৩ - ১৯৯৮	১০,২১৭.৪৮	এডিবি
৭৪	টাঙ্গাইল জেলার সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ	১৯৯৪ - ১৯৯৯	২১৮.০০	জিওবি
৭৫	বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী দরিদ্র সমবায় সহায়তা প্রকল্প	১৯৯৫ - ২০০০	২,৫০০.০০	জিওবি
৭৬	দ্বিতীয় ভোলা সেচ প্রকল্প	১৯৯৬ - ১৯৯৮	১৭,৮২৫.০৫	এডিবি
৭৭	সরিষাবাড়ি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরডিপি)	১৯৯৬ - ১৯৯৮	৯০.৩৩	জিওবি
৭৮	পল্লী বিত্তহীন প্রকল্প (আরবিপি)	১৯৯৬ - ২০০০	১১,৮৫০.০০	সিআইডিএ
৭৯	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আর ডি-৫, পিইপি, ৩য় পর্যায়)	১৯৯৬ - ২০০৩	৮,৮৭৯.০০	এসআইডিএ
৮০	পল্লী দারিদ্র্য প্রকল্প	১৯৯৬ -১৯৯৮	২৮৯.৩৮	এসআইডিএ
৮১	কুড়িগ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প	১৯৯৭ - ২০০০	৮৬৫.০০	এনওআরএডি
৮২	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বিপিএটিসি), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	১৯৯৭ - ২০০০	১,৬১৮.৩৭	জিওবি
৮৩	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-১	১৯৯৭ - ২০০২	১,৯৪৮.৫০	ইউএনডিপি
৮৪	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-৩	১৯৯৭ - ২০০২	২,৭৫২.৬৬	ইউএনডিপি
৮৫	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-২	১৯৯৭ - ২০০২	২,৬৭৭.৪৯	ইউএনডিপি
৮৬	পিইপির গবেষণা কর্মসূচি	১৯৯৮ - ২০০০	০০.০০	এসআইডিএ
৮৭	বিআরডিবি'র সমর্থন কর্মসূচি	১৯৯৮ - ২০০০	৮৩০.০০	এসআইডিএ
৮৮	দরিদ্র মহিলাদের জন্য আত্ম কর্মসংস্থান কর্মসূচি	১৯৯৮ - ২০০৩	১,০০০.০০	জিওবি
৮৯	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সংশোধিত ২য় পর্যায়)	১৯৯৮ - ২০০৫	১৭,০৬৬.০০	জিওবি
৯০	রুরাল লাইভলিহুড প্রজেক্ট (আরএলপি)	১৯৯৮ - ২০০৭	৩১,৫৬৫.০০	এডিবি/জিওবি/ইউবিসিসিএ
৯১	দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি)	২০০০ - ২০০১	৮৭০.০০	জিওবি
৯২	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পরিচালনা পর্যায়)	২০০০ - ২০০৪	৯৩৩.০৯	জিওবি
৯৩	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিএপিপি)	২০০০ - ২০০৪	৯৩৭.৮৭	জাইকা
৯৪	বিআরডিটিআই ভৌত অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প	২০০০ - ২০০৫	৫৬১.৬৭	জিওবি
৯৫	পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পিপিপি)	২০০১ - ২০০৯	১৪,০০২.৮০	জিওবি
৯৬	সামাজিক ক্ষমতায়ন -২ প্রকল্প (সংশোধিত) (কনসলিডেশন ফেজ)	২০০২ - ২০০৪	৭৫৪.০০	ইউএনডিপি
৯৭	আর্সেনিক মিটিগেশন কার্যক্রম ফর পিইপি মেম্বারস	২০০৩ - ২০০৪	৯৯.৫০	এসআইডিএ
৯৮	এ্যাডভোকেসি অন রিপ্রডাকটিভ হেলথ এন্ড জেন্ডার ইস্যুজ থ্রো রুরাল কো-অপারেটিভস	২০০৩ - ২০০৫	১৪৫.০০	ইউএনএফপিএ
৯৯	উত্তর-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডাব্লিউ আরডিপি)	২০০৩ - ২০০৬	১৫,০০০.০০	জিওবি
১০০	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	২০০৩ - ২০০৬	২,২১২.০০	জিওবি
১০১	দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	২০০৩ - ২০০৬	৫,০০০.০০	জিওবি
১০২	গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন কর্মসূচি	২০০৪ - ২০০৫	২৯.১০	এএআরডিও

১০৩	অংশীদারিত্বমূলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প	২০০৪ - ২০০৫	৬৪.৭৯	জাইকা
১০৪	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	২০০৫ - ২০০৯	১,৯৫০.৮০	জিওবি
১০৫	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	২০০৫ - ২০০৯	২,৫০০.০০	জিওবি
১০৬	অংশীদারিত্বমূলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প-২	২০০৫ - ২০১০	১,৯৫০.৮০	জাইকা
১০৭	সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)	২০০৭ - ২০০৯	৯৫০.৮০	জিওবি
১০৮	দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	২০০৭ - ২০০৯	২৮.০০	এএআরডিও
১০৯	উত্তরাঞ্চলের হত দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উহদকনিক) - ১ম পর্যায়	২০০৭ - ২০১১	২,৪৭৮.৪৩	জিওবি
১১০	আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প-২	২০০৭ - ২০১৭	৯৭৪.০০	জিওবি
১১১	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পরিচালনা পর্যায়)	২০০৯ - ২০১৩	৪,৯০০.০০	জিওবি
১১২	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নের উপর টিএ কর্মসূচি, ভালুকা, ময়মনসিংহ ও পীরগঞ্জ, রংপুর।	২০১০ - ২০১১	১৩.৫০	জিওবি KOICA
১১৩	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায়	২০১১ - ২০১৬	৬,০৯৩.১৩	জিওবি
১১৪	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি)-২য় পর্যায়	২০০৯ - ২০১৫	২,৪২৪.৪০৯	জিওবি
১১৫	সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প	২০১৩ - ২০১৫	১,৯৮৩.০৬	জিওবি ও কেএসএস
১১৬	ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলিহুড প্রজেক্ট কুড়িগ্রাম (আইডিএএল)	২০১২ - ২০১৬	২,০৪৩.৭৫	জিওবি
১১৭	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)	২০১২ - ২০১৮	১৫,৭৩৪.০০	জিওবি
১১৮	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) ২য় পর্যায়	২০১২ - ২০১৮	৫৬,৯৫১.০০	জিওবি ও ইউবিসিসিএ
১১৯	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক) – (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	২০১৪ - ২০২৩	১,৩১,৪৭.৫৮	জিওবি
১২০	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (পিআরডিপি-৩) (২য় সংশোধিত)	২০১৫ - ২০২৩	২৮,৬৬২.৯৭	জিওবি
১২১	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০১৮ - ২০২৩	৫,০৯৪.০০	জিওবি
১২২	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২৩	২৩,৭৩০.০০	জিওবি

সপ্তম অধ্যায়

বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন

সপ্তম অধ্যায়

বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন

সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা সংস্থা/ দল কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়েছে। সামগ্রিক কার্মকান্ড মূল্যায়ন ও সমীক্ষায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য ফলাফল/ মতামত নিম্নরপ:

ক্রম	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/ মতামত
১	সমীক্ষার নাম: বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: বিআইডিএস গবেষণাকাল: ২০১০	(১) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের দারিদ্র্য বিমোচনে সফলভাবে সহযোগিতা করে আসছে। বিআরডিবি'র কর্ম এলাকায় দারিদ্রের হার ১১%, যা কর্ম এলাকা বহির্ভূত তথা জাতীয় গড়ের চেয়ে কম। (২) জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩ শতাংশ। (৩) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের সম্পদ আহরণে সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রা এবং নারী ক্ষমতায়নে সহযোগিতা করছে।
২	সমীক্ষার নাম: পিইপি এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি মূল্যায়নকাল: ২০১১	(১) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ৭৩% উপকারভোগী উন্নত ও নতুন পেশায় সম্পৃক্ত হয়েছেন। (২) সুবিধাভোগীদের সম্পদ ১৪% থেকে ৬২%এ উন্নীত হয়েছে, বার্ষিক আয় ৬০০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ৫% থেকে ৯৯% এ উন্নীত হয়েছে।
৩	সমীক্ষার নাম: পজীপ ২য় পর্যায় এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: পউসবি মূল্যায়ন দল। মূল্যায়নকাল: ২০১৫	(১) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত ভালো। বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড, ঋণের ব্যবহার সঠিকভাবে করা হয়েছে। নিজস্ব পুঁজি (শেয়ার ও সঞ্চয়) গঠনে সদস্যবৃন্দ উদ্বুদ্ধ হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ, সামাজিক সচেতনতামূলক কাজে সদস্যবৃন্দ উপকৃত হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়। (২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। (৩) দেশের সার্বিক উন্নয়নে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হলে এ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকা প্রয়োজন।
৪	সমীক্ষার নাম: উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি ২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: বিআরডিবি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় মূল্যায়নকাল: জানুয়ারি ২০১৭	(১) প্রকল্পের লক্ষ্য এবং উদেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে, এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান, দরিদ্রতা, জীবন জীবিকার ধরন, জলবায়ুগত অবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদি অবস্থার উপর ভিত্তি করে জরিপের মাধ্যমে যাচাইপূর্বক সুফলভোগী সদস্য নির্বাচন করা হয়েছে বিধায় বর্তমানে প্রায় শতভাগ প্রশিক্ষণ সফল হচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং বর্তমান বাস্তবতার আলোকে সুফলভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। (২) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদের মাত্র ৬% হার সুদে প্রকল্প হতে জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। তারা প্রশিক্ষণ শেষে নিজ নিজ এলাকায় আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছেন। (৩) উৎপাদনের সাথে জড়িত সুফলভোগী সদস্যদের প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে গড়ে তিন থেকে চার হাজার টাকা অধিক আয় করা সম্ভব হচ্ছে। (৪) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীদের প্রায় সকলেই এখন মাসিক ৮-১০ হাজার টাকা বাড়তি আয় করেছেন।

ক্রম	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/ মতামত
		(৫) মহিলাদের আয় বৃদ্ধির ফলে পরিবারের পুষ্টি চাহিদার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসহ অন্যান্য মানবিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে খরচের সক্ষমতা তৈরি হয়েছে। (৬) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অকৃষি কর্মকাণ্ডের একজন কর্মজীবি হিসেবে রুপান্তর করছে যা অনস্বীকার্য কার্যক্রম।
৫	সমীক্ষার নাম: উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (সংশোধিত)-এর প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় মূল্যায়নকাল: জুলাই ২০১৭	(১) প্রকল্পের মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা আহরণের মাধ্যমে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। (২) প্রকল্পটি গ্রামীণ বেকার মহিলা জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে দেশের সার্বিক উৎপাদনশীলতার মধ্যে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা ঘটিয়েছে। প্রকল্পে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ১৪০জন প্রশিক্ষকগণ সকলেই অত্যন্ত উৎসাহী।
৬	সমীক্ষার নাম: ইরেসপো দ্বিতীয় সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি মূল্যায়নকাল: ২০১৮	(১) দরিদ্র মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মান ভাল হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থীগণ উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হয়েছে। ৫৮,৭২৫ জন সুফলভোগীকে সেলাই এমব্রয়ডারি, মোবাইল সার্ভিসিং, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি পশু পালন, হস্তশিল্প, মৎস্য ও কাঁকড়া চাষ, শাক-সবজি চাষ, মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা, নেতৃত্ববিকাশ, নারী উন্নয়ন ও সংগঠন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। (২) স্থানীয় সম্পদ পুঞ্জিকরণের মাধ্যমে আয়-বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যবহার এবং সুফলভোগীদের আয়বর্ধনমূলক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ২১০০.০০ লক্ষ টাকা নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত তহবিল যথাযথ ব্যবহারের ফলে তাদের জীবনমানের উন্নতি হয়েছে। (৩) ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষায় গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিতকরণের মাধ্যমে ২,৮৮১ টি মহিলা সমিতির ৭৮,৪৪৪ জন সুফলভোগী সদস্যকে প্রকল্পভূক্ত করা হয়েছে।
৭	সমীক্ষার নাম: পিআরডিপি-৩ এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়নকাল: ২০১৯	(১) সরকারি সেবাদানে সমন্বয় সৃষ্টি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানে সমন্বয় সৃষ্টি, জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, গ্রামের সাধারণ মানুষের সচেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধন, সরকারি কর্মীদের কার্যক্রমের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন এবং জাতি গঠনমূলক বিভাগ ও গ্রামের মানুষের সম্পর্ক উন্নয়ন হয়েছে। (২) প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি অংশ, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রামের মানুষের অর্থ, কায়িক পরিশ্রম ও মতামতের সমন্বয় এবং অংশগ্রহণ থাকায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি সত্যিকার অর্থে অনুসরণীয় হচ্ছে। (৩) গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে সাধারণ ও সুবিধা বঞ্চিত লোকজন তাদের সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান জানতে পেরেছে। একে অপরের সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। (৪) বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক বিভাগের প্রতিনিধি, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি সভা (ইউসিসিএম) এ উপস্থিত থাকায় সবার সাথে সমন্বয় হচ্ছে। কাজের পরিবেশ উন্নতি হচ্ছে।

ক্রম	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/ মতামত
		(৫) উন্মুক্ত বাজেট সভা, গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণে জনগণের অংশীদারিত্ব, সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোত ধারায় আনা, স্থানীয় সরকারের তৃণমূল ধাপ ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালিকরণে জোরালো ভূমিকা রাখছে।
৮	সমীক্ষার নাম: গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়নকাল: জুন ২০২১	(১) প্রকল্প থেকে সুফলভোগী সদস্যদের মাঝে বিতরণকৃত ঋণ বিভিন্ন আয়-বর্ধনমূলক (আইজিএ) কৃষিজ কর্মকান্ড যেমন- নার্সারী স্থাপন, শাক-সবজী চাষ, গরু মোটাতাজাকরণ, দুগ্ধবতী গাভী পালন, ছাগল পালন, পোল্ট্রি ফার্ম, মৎস্যচাষ এবং অকৃষিজ কর্মকান্ড যেমন- মোবাইল সার্ভিসিং, গ্রামীণ ইলেকট্রিশিয়ান, টিভি- ফ্রিজ মেরামত, এমব্রয়ডারি, সেলাই, বাঁশ ও বেতের কাজ, হোসিয়ারী শিল্প, মৃৎশিল্প, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছেন। (২) সমিতি পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, পলাশবাড়ি উপজেলার বরিশাল ইউনিয়নে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ব্যাগ পল্লীর সুফলভোগীগণ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের বাজারের ব্যাগ তৈরী করে প্রতিদিন গড়ে ৩০০/- টাকা হারে মাসে প্রায় ৭/৮ হাজার টাকা আয় করছে। অনুরূপ ভাবে একই উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামের দুগ্ধ পল্লীর সুফলভোগীগণ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তায় নিজেদের আয় রোজগার বৃদ্ধি করেছেন। (৩) বিভিন্ন এমব্রয়ডারি পল্লী সদস্যদের সংগে মতবিনিময়ে জানা যায় যে, তারা প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ ও ঋণ নিয়ে বর্তমানে শাড়ি, থ্রি-পিছ, নকশি কাঁথা, বেডশীট প্রভৃতি পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত রয়েছে। তাদের উৎপাদিত পণ্য আড়ৎ, অঞ্জন'স, রং, ঢাকা নিউ মার্কেট, ঢাকা গাউছিয়া মার্কেট, কারুপল্লীসহ স্থানীয় বাজারে নিয়মিতভাবে সরবারহ করা হয়। এতে করে প্রতিজন সুফলভোগী মাসে গড়ে ৫/৬ হাজার টাকা আয় করে। অথচ প্রকল্পে জড়িত হওয়ার পূর্বে তাদের নিজস্ব কোন আয় ছিল না। (৪) স্বল্প সংখ্যক হলেও সেলাই ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুফলভোগীদের মাসিক ৩/৪ হাজার টাকা আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে মোবাইল সার্ভিসিং, গ্রামীণ ইলেকট্রিশিয়ান, টিভি-ফ্রিজ মেরামত, ব্লকবাটিক, পাটের কাজ প্রভৃতি ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুফলভোগী সদস্যগণও মাসিক গড়ে ৩/৪ হাজার টাকা আয় করছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। (৫) সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত রামধন কালীতলা এমব্রয়ডারি পল্লী পরিদর্শনকালে সদস্যদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। পল্লী দুটির উৎপাদন ও মার্কেট লিংকেজ খুবই চমৎকার। পল্লীটিতে শতাধিক সুফলভোগী উৎপাদন কার্যে জড়িত রয়েছেন। (৬) সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সর্বানন্দ গ্রামে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত হাঁস পল্লী পরিদর্শন কালে দেখা যায় গ্রামটির শতাধিক পরিবার প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা নিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারী পরিসরে হাঁস পালন ও হ্যাচারী শিল্পে নিয়োজিত রয়েছেন। তারা হাঁস ও হাঁসের ডিম বিক্রি করে পরিবার পরিজন নিয়ে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করছেন। হাঁস পল্লীতে সনাতনী ভুল পদ্ধতিতে অনেকেই ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন করছেন এতে করে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এসএমই ঋণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ে সহায়তা করে আধুনিক পদ্ধতিতে বাচ্চা উৎপাদনে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে পারলে উৎপাদন খরচ অনেক কম হতো। (৭) এই প্রকল্পের পণ্যভিত্তিক পল্লীর ধারণাটি উৎপাদনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও মার্কেট লিংকেজ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্ল্যেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। (৮) প্রকল্পের সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধির ফলে পরিবারের পুষ্টি চাহিদার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসহ অন্যান্য মানবিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে খরচের সক্ষমতা তৈরি হয়েছে।

ক্রম	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/ মতামত
		(৯) প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টারেরমাধ্যমে সুফলবোগীদের সংগে বিভিন্ন বিপণন প্রতিষ্ঠানের মার্কেট লিংকেজ স্থাপনে সহায়তা করা হচ্ছে, এতে করে সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যামূল্য নিশ্চিত করা হচ্ছে।
৯	সমীক্ষার নাম: অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত) এর নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় মূল্যায়নকাল: জুন ২০২১	(১) রাস্তা, ব্রিজ, সাঁকো, কালভার্ট ইত্যাদি ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীরা স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় যাতায়াত করতে পারছে। অন্যদিকে কৃষক জমির ফসল সহজে বাড়ী আনতে পারছে এবং পরবর্তীতে বাজারে বিক্রি করতে পারছে। (২) নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে সুপেয় পানি পাওয়ার সুবিধা বেড়েছে। যে বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে সেই বাড়ীসহ কাছের অন্যান্য বাড়ীর মানুষেরাও এই পানি ব্যবহার করছে। এছাড়া প্রয়োজনে জমিতে যেসকল লোক কাজ করে তারাও এই টিউবওয়েল থেকে পানি পান করে থাকেন। (৩) সেনিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণের ফলে পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন হয়েছে। বর্তমানে বাড়ীর আঙ্গিনায় মলমূত্র ফেলা হয় না। এর ফলে বিভিন্ন প্রকার পানি বাহিত রোগ যেমন-টাইফয়েট, আমাশয়, জন্ডিস ইত্যাদি কম হচ্ছে। (৪) যে সকল এলাকায় কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে সেই সকল এলাকার ফসলি জমির জলাবদ্ধতা নিরসন হয়েছে এর ফলে ফসলি জমিতে চাষাবাদের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ এলাকাবাসি সুবিধামত ফসলি জমিতে সহজে চাষাবাদ করতে পারছে। (৫) যে সকল সুবিধাভোগী সচেতনতামূলক সেশনের অংশগ্রহণ করেছেন তারা বিভিন্ন বিষয়ে জানতে পেরেছেন যেমনঃ বাল্যবিবাহ ও এর কুফল, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি এবং এর উপকরণসমূহ, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, করোনা ইত্যাদি। (৬) প্রকল্প এলাকায় সুফলভোগীরা কৃষি, পশুপালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এই সকল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার ফলে সুফলভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে সুফলভোগীরা আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি, পশু পালন ও মৎস্য চাষ করতে পারছে। (৭) প্রকল্পের একটি অন্যতম কাজ হলো নিয়মিত গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভা (ভিডিসিএম) করা। ভিডিসিএম এর মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং এর সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করা। ফলে একদিকে যেমন জন-অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়, অপরদিকে এলাকায় নেতৃত্ব তৈরি হয়। (৮) ইউসিসি'র সভায় ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যগণ এবং ইউনিয়নের কৃষি, স্বাস্থ্য, মৎস্য, পরিবার পরিকল্পনা , প্রাণিসম্পদ বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের সেবা প্রদানকারীরা উপস্থিত থাকায় ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি সমন্বয়ের প্লাটফর্ম তৈরি হয়। এর ফলে গ্রামের মানুষের চাহিদা অনুযায়ী সরকারি সেবা প্রদানের পরিকল্পনা করা এবং সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। (৯) লিংক মডেল পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়েছে। (১০) প্রকল্প এলাকায় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে স্কীম নির্ধারণ, বাস্তবায়ন, মনিটরিং, বাস্তবায়নের জন্য গ্রামবাসীর অংশ প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হয়েছে। (১১) প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ। প্রকল্প নির্বাচন, বাস্তবায়ন, তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এলাকাবাসী পালন করে থাকেন। এই প্রকল্পের জন্য এটা একটা বড় সুযোগ যে গ্রামের সাধারণ মানুষকে এই প্রকল্প সম্পৃক্ত করতে পেরেছে এবং জনগণও স্ব-উদ্যোগে টাকা বা শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করে থাকেন।

ক্রম	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/ মতামত
		(১২) প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন: বাংলাদেশের উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কাজ করে থাকেন। এই সকল বিভাগ সকলেই স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে কোন সেবা দেয়া অন্য ডিপার্টমেন্ট করে নি কিন্তু এ প্রকল্পটি এসকল বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এলাকাবাসীর চাহিদা অনুসারে সরকারি সেবা জনগণের দোরগড়ায় পৌঁছে দিতে পারছে।
১০	সমীক্ষার নাম: অপ্রধান শস্য প্রকল্প এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি মূল্যায়নকাল: জুন ২০২২	(১) প্রশিক্ষণ এবং ঋণ প্রদানের ফলে প্রকল্প এলাকার বাড়ির আঙ্গিনায় পতিত জমিতে অপ্রধান শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। এলাকাভূক্ত প্রতিটি উপজেলায় সুফলভোগী কৃষকগণ অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। (২) প্রকল্পের প্রদর্শনী প্লট দেখে স্থানীয় অন্যান্য কৃষকরা আগ্রহী হয়েছেন। ফলে বেশি সংখ্যক প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে।
১১	সমীক্ষার নাম: দরিদ্র্য মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প ইরেসপো ২য় সংশোধিত এর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি মূল্যায়নকাল: ৩০ জুন ২০২৩	(১) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবে ৯৭টি সমিতি বেশি গঠনের মাধ্যমে মোট ২১৯৪টি পরিবার অর্থাৎ লক্ষমাত্রা থেকেও ২১৯৪ জন উপকারভোগীকে প্রকল্পের আওতায় বেশি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত কার্যক্রম বিস্তৃত, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি এবং স্থায়ী ও টেকসই উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, নারীর ক্ষমতায়ন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, উঠান বৈঠক, ঘূর্ণায়মান তহবিল, সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। (২) প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সারা দেশে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি বিআরডিবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া উপকারভোগী সদস্যদের ঋণ সহায়তার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি এবং সামাজিক বন্ধন, পুঁজি গঠন এবং বিকাশ লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্প থেকে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার সুযোগ থাকাতে গ্রামে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং উপকারভোগী দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপকারভোগী সদস্যগণের আয় উৎসারি কর্মকান্ডের পাশাপাশি নেতৃত্ব বিকাশ ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হচ্ছে।
১২	সমীক্ষার নাম: দরিদ্র্য মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প ইরেসপো ২য় সংশোধিত এর নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি মূল্যায়নকাল: ৩০ জুন ২০২৩	(১) সুফলভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে তাঁদের সচেতনতা সৃষ্টি, দক্ষতা অর্জন, অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। (২) প্রকল্পের আওতায় কিশোরীদের শতভাগ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে হাইস্কুলগামী কিশোরীদের সংগঠিত করে কিশোরী সংঘ গঠন, কিশোরী বয়স থেকে সঞ্চয় জমায় উৎসাহিতকরণ, বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসহ অন্যান্য সামাজিক সচেতনতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং বিনামূল্যে স্যানিটারী ন্যাপকিন ও শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হচ্ছে। (৩) প্রকল্পের আওতায় ঋণ সহায়তা কার্যক্রমের ফলে সরাসরি ১৯০৬৭ জনের ঋণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। সুফলভোগী সদস্যদের মধ্যে প্রায় শতভাগের কাছাকাছি (৯৩.৩%) সুফলভোগী সদস্য ইরেসপো প্রকল্পের আওতাধীন সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া গড়ে প্রতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সদস্যের মাধ্যমে আরো ১-২ জন করে কিছু সদস্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। (৪) সুফলভোগীদের সকলেই নারী ও কিশোরী সদস্য। তাই প্রকল্পের আওতায় নারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও উঠান বৈঠক এবং কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, যৌতুক প্রথা ও বাল্য বিবাহের কুফল, নেতুত্ব বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ, শিশু অধিকার সংরক্ষণ, সঞ্চয় তহবিল সৃষ্টি ও এর সঠিক ব্যবহার, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিষয়ে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রম	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/ মতামত
১৩	সমীক্ষার নাম: পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প "৩য় পর্যায়" এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: পরিকল্পনা কমিশন মূল্যায়নকাল: সেপ্টেম্বর ২০২৩	(১) প্রকল্প এলাকা জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে সুফলভোগী সদস্যদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। (২) দেশের পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীকে সরকারের উন্নয়নের মূলস্রোতধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ফলে জিডিপিতে সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর অবদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। (৩) ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশে গঠনের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি সহায়ক ভূমিকা রাখছে। (৪) প্রকল্পের সঙ্গে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপনের ফলে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। (৫) প্রকল্পের সুফলভোগী ৮০% নারী হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। (৬) আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের ফলে দক্ষ মানব সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। (৭) প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। (৮) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষভাবে উৎপাদিত পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং এ সকল পণ্যের সম্প্রসারণে জীবিকায়ন পল্লী স্থাপন করা হয়েছে। (৯) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি হওয়ায় দিন দিন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে। (১০) পল্লী উন্নয়ন দলের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন হওয়ায় গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে। (১১) উপজেলা পর্যায়ে জাতি গঠনমূলক বিভাগের সেবা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। (১২) মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত লোকবল ও মনিটরিং জোরদারের মাধ্যমে এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন গতি আরো জোরদারকরণের সুযোগ আছে।
১৪	সমীক্ষার নাম: দরিদ্র্য মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন মূল্যায়নকাল: মে ২০২৫	(১) প্রকল্পের আওতায় স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। উভয় প্রশিক্ষণই সুফলভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী আবাসিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ উপকরণ (সেলাই মেশিন, বিউটিফিকেশন সরঞ্জাম, মোবাইল সার্ভিসিং সরঞ্জাম, স্বাস্থ্য কীট প্রভৃতি) প্রদানের ফলে প্রায় সকল সুফলভোগী আত্মনির্ভরশীল হয়ে নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের সচেতনতা ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিবারে ও সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। (২) প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রায় শতভাগ বাল্যবিবাহ রোধে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিশোরীদের প্রশিক্ষণে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা থাকায় ইভটিজিং ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে অনেক বেশি সহায়ক হয়েছে। পশিক্ষণ শেষে প্রতিটি ব্যাচে কিশোরীদের বিনামূল্যে স্যানিটারী ন্যাপকিন ও শিক্ষা উপকরণ প্রদান করায় ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে তাদের সচেতনতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। (৩) প্রকল্পের সকল কার্যক্রম অনলাইন সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এর ফলে সুফলভোগী সদস্যদের যাবতীয় ব্যক্তিগত তথ্য, প্রশিক্ষণ ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্যসহ অন্যান্য সকল তথ্য যেকোন প্রান্ত থেকে প্রাপ্তির সুযোগ প্রসারিত হয়েছে।
১৫	সমীক্ষার নাম: গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প এর প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	১। প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের দরুন প্রকল্পের উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব দেখা গেছে। তাই এ প্রকল্পটি আবার শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। ২। গৃহিতব্য প্রকল্পে পণ্যভিত্তিক পল্লী গঠনকে ফোকাস করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ফরোয়ার্ড-ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ সহায়তা প্রদান আবশ্যক। ৩। উপকারভোগী মহিলাদের অকৃষিজ আয়বর্ধন কার্যক্রমে আগ্রহ বেশী। তাই কৃষিজ কার্যক্রমের পাশাপাশি অকৃষিজ চাহিদাভিত্তিক কার্যক্রমে তাদের অধিক পরিমানে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ৪। বহুমূখী পণ্যভিত্তিক পল্লী গঠনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

ক্রম	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/ মতামত
	মূল্যায়নকাল: মে ২০২৫	৫। উপকারভোগীদের পন্য বিপণনে সুনির্দিষ্ট সেবা-সহায়তা থাকা প্রয়োজন। পণ্যের বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা ও ডিসপ্লে কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। পণ্যের বিজ্ঞাপন ও বিক্রয়ের জন্য অন-লাইন প্লাটফর্ম করতে হবে। ৬। উপকারভোগীদের আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সহায়তা দেয়া যেতে পারে। ৭। উপকারভোগীদের বিজনেজ ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এছাড়াও রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ, হরাইজন্টাল/এক্সপোজার ভিজিটের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। ৮। প্রশিক্ষণোত্তর সম্পদ হস্তান্তরের ব্যবস্থা নিতে হবে। ৯। প্রকল্পের উপকারভোগীদের ঋণের সুদের হার হ্রাস করতে হবে । ১০। উপকারভোগীদের পণ্য উৎপাদন কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধির জন্য দক্ষ প্রশিক্ষক দিয়ে নিয়মিত পল্লী ভিজিট করাতে হবে। ১১। প্রকল্পের উপকারভোগীসহ সকল কার্যক্রম সফটওয়্যারভিত্তিক মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১২। সর্বোপরি, দারিদ্রপীড়িত দেশের অন্যান্য জেলার গ্রামীণ জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ ধরনের প্রকল্প নেয়া যেতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়

বিআরডিবি'র স্থাবর সম্পদ

৮.১ সদরদপ্তর ও ঢাকা মহানগরে অবস্থিত সম্পত্তি/ স্থাপনা

ক্রম	দপ্তরের নাম/ অবস্থান	অবকাঠামোর বিবরণ	জমির পরিমাণ	মন্তব্য
১	সদর কার্যালয়, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা	৭ তলা ভবন	০.৩ একর	সকল জায়গায় খাজনা হালনাগাদ পরিশোধ
২	পল্লী কানন, উত্তরা মডেল টাউন	৮টি আবাসিক ভবনে ১৩৮ টি ফ্ল্যাট।	১.৩৫ একর	
৩	রামপুরা, ঢাকা (বিটিভি ভবন ও হাতিরঝিল সংলগ্ন), মৌজা-উলুন	খালি জমি	৭.৬৩ একর	দেওয়ানী মামলা চলমান
৪	দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা	৩ তলা ভবন	৪.৬ কাঠা	

৮.২ জেলা পর্যায়ে অবস্থিত সম্পত্তি/ স্থাপনা

ক্রম	দপ্তরের নাম/ অবস্থান	জমির পরিমাণ	অবকাঠামোর বিবরণ		
			অফিস ভবন	কোর্য়ার্টার	গুদাম ও অন্যান্য
১	পটুয়াখালী	০.৭৭ একর	এক তলা ভবন	-	ইউটিইউ ভবন
২	রাজশাহী	০.৩৫ একর	-	-	-
৩	টাঙ্গাইল মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৩.১৬৮ একর	তিন তলা ভবন - ১টি	-	-
৪	নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০.৮৭ একর	তিন তলা একাডেমিক ভবন - ১টি নয় তলা একাডেমিক ভবন -১টি (কাজ চলমান)	তিন তলা ভবন - ১টি দুই তলা ভবন -১টি	এক তলা অডিটোরিয়াম - ১টি
৫	কুমিল্লা	১.০০ একর	দুই তলা ভবন - ১টি	-	-
৬	ফরিদপুর	০.১০ একর	দুই তলা ভবন - ১টি	-	-
৭	ভোলা	২.৮৭ একর	তিন তলা ভবন - ১টি	দুইতলা ভবন -২টি	দোতলা বাংলো - ১টি
৮	বিআরডিটিআই, সিলেট	১০.৬২ একর	প্রশাসনিক ভবন - ২টি হোস্টেল ভবন - ৪টি	আবাসিক ভবন-৬টি	অডিটরিয়াম - ১টি ক্যাফেটেরিয়া - ১টি মসজিদ - ১টি
৯	উদকনিক প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র, রংপুর	০.১০ একর	১০ তলা ভিত্তি প্রস্তর সম্বলিত ৭ তলা ভবন	-	-

৮.৩ উপজেলায় অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রম	সম্পদের ধরণ	সম্পদের বিবরণ	
		সংখ্যা/ পরিমাণ	কাঠামোর ধরন
১	বিভিন্ন উপজেলায় জমির পরিমাণ	৫৭.২৭ একর	-
২	অফিস ভবন	৪১২ টি	এক তলা ভবন ৩১৮ টি, দোতলা ভবন ৯২ টি ও তিন তলা ভবন ১ টি এবং চার তলা ভবন ১ টি।
৩	ইউটিইউ	২৩টি	-
৪	কোয়ার্টার (জোড়াবাড়ি)	৪০৯টি	দুই তলা ভবন (প্রতিটিতে ৪টি ইউনিট)
৫	গুদাম	১৬৮টি	-
৬	ওয়ার্কশপ কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১০টি	-
৭	মার্কেট/ দোকান	৮৯টি	-

নবম অধ্যায়

সফলতার কাহিনী

শ্রিপ্রা জোর্য়াদ্দার এর বিউটিফিকেশন সফলতার কাহিনী

শ্রিপ্রা জোর্য়াদ্দার ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার স্বামীর নাম তপন কুমার। স্বামী-স্ত্রী এবং দুই ছেলেকে নিয়ে তাদের সংসার। পেশায় এক জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। স্বামী সংসারে প্রথম থেকেই টানাপোড়ন এর মধ্যে পড়তে হয় তাকে। শুধু একজনের আয়ে সংসার চালাতে তাদের হিমসিম খেতে হতো। ছোট একটা টিনের ঘর ছিলো তাদের। এভাবে আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে দিন যাচ্ছিলো। কিন্তু শ্রিপ্রা জোর্য়াদ্দার ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন। এমন পরিস্থিতিতে তাঁর পরিচয় হয় বিআরডিবি'র ইরেসপো প্রকল্পের মাঠ সংগঠক ভারতী রানীর সাথে। বিআরডিবি'র ইরেসপো প্রকল্পের মাঠ সংগঠক ভারতী রানীর কাছ থেকে সমিতি সর্ম্পকে জানতে পেরে শ্রিপ্রা জোর্য়াদ্দার আরাপপুর মন্ডল পাড়া পল্লী উন্নয়ন মহিলা সমিতির সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। তিনি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে মাঠকর্মীর সহযোগিতায় সমিতির নিয়ম-কানুন, প্রশিক্ষণ ও ঋণ কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত জানেন। এরপর অন্য সদস্যদের সাথে তিনি নিয়মিত সঞ্চয় জমা দিতে থাকেন। সঞ্চয় জমার পাশাপাশি তিনি বিউটিফিকেশনের উপর দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উক্ত প্রশক্ষিণে তিনি বিউটিফিকেশনের প্রতি দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ হন। এছাড়াও তিনি আরাপপুর মন্ডল পাড়া পল্লী উন্নয়ন মহিলা সমিতিতে সভা নেত্রী পদে দায়িত্ব পালন করেন। কিছুদিন পর শ্রিপ্রা জোর্য়াদ্দার ইরেসপো প্রকল্প হতে প্রথম পর্যায়ে ৩০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণের অর্থ ও নিজের জমানো কিছু টাকা দিয়ে তিনি বাড়িতে স্বল্প পরিসরে বিউটিফিকেশনের কাজ শুরু করেন।

শ্রিপ্রা জোর্য়াদ্দারের ঘরোয়া বিউটিপার্লার

ধীরে ধীরে তিনি সমিতির সদস্যদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যবসা বাড়াতে থাকেন। তিনি ফেসিয়াল, ব্লুফ্লগ, হেয়ার কাটিং, পেডিকিউর ইত্যাদি কাজের অর্ডার পেতে থাকেন। বিউটিফিকেশন কাজে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর মাসিক আয় গড়ে প্রায় ১৫,০০০ টাকা দাড়ায়। উক্ত টাকা দিয়ে তিনি সংসারের খরচের পাশাপাশি নিয়মিতভাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধ ও সঞ্চয় বাড়াতে থাকেন। পরর্তীতে ২০২৪ সালে শ্রিপ্রা জোর্য়াদ্দার উদ্যোক্তা হিসেবে ১.২৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং তা দিয়ে ব্যবসা বৃদ্ধি করতে থাকেন। সর্বশেষ ২০২৫ সালে শ্রিপ্রা জোর্য়াদ্দার আবারো ১.২৫ লক্ষ টাকা ঋণ নেন এবং বিউটিফিকেশনের কাজে বিনিয়োগ করেন। বর্তমানে তাঁর ব্যবসার পরিধি আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে তার জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৫,৬৯৮ টাকা। বিউটি পার্লারের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শ্রিপ্রা জোর্য়াদ্দার নেতৃত্বে গ্রামের অনেক মহিলাই বিউটিফিকেশনের কাজে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। তার অধীনে তিন জন মহিলা কাজ করেন। তারা এখন তিন বেলা খেতে-পরতে পারে এবং সন্তানদের স্কুলে দিতে পারছেন। যে শ্রিপ্রা জোর্য়াদ্দার সংসারে চলতো নানা টানাপোড়েন লেগেই থাকতো, সে এখন একজন সফল উদ্যোক্তা ও স্বাবলম্বী নারী। তিনি এখন পাকা বাড়ি, স্যানিটারী পায়খানাসহ অন্যান্য স্থাপনা তৈরি করছেন। এখন তাদের সুখের দিন ফিরে এসেছে। স্বামী সন্তান নিয়ে তিনি ভালোই আছেন। ছেলেকে ভালো স্কুলে পড়াচ্ছেন। ইরসেপো প্রকল্পের কর্মীর সহযোগিতায় জেলা/উপজেলা প্রশাসনসহ সরকারের বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক দপ্তরের সাথে যোগাযোগ হয়। তিনি সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকে যৌতুক, বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু পাচাররোধসহ বৃক্ষ রোপন কাজেও গ্রামের লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রিপ্রা জোর্য়াদ্দার বর্তমানে ঝিনাইদহ সদর উপজলোর একজন আর্দশ মহিলা উদ্যোক্তা। তিনি সমাজে অনুকরণীয়। তার মতো উদ্যোক্তা প্রতিটি এলাকায় সৃষ্টি হলে উন্নত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে বলে এলাকার সবাই মনে করেন। তাঁর উন্নতির জন্য তিনি বিআরডিবি'র প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

সিটিগোল্ড গহনা তৈরি করে দারিদ্র্যজয়ী শাপলা খাতুন

ঝিনাইদহ জেলাধীন মহেশপুর উপজেলার এক গরিব পরিবারে জন্ম শাপলা খাতুনের। তিন ভাই-বোনের মধ্যে সে বড়। বাবা দিন মজুর হওয়ায় অভাবে তাদের অতিকষ্টে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। অষ্টম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়। বিবাহ পরবর্তীতে স্বামীর সংসারেও সেই অভাব অনটন। স্বামী মোঃ শহিদুল ইসলাম নিয়মিত কাজ না করায় অতিকষ্টে তাদের দিন চলতে থাকে। মাটির বসত ভিটা ছাড়া নিজের আর কোন সম্পদ ছিলো না। তিনি স্বামীসহ ০৩ ছেলে ও ০১ মেয়ে নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করতেন। শাপলা খাতুন প্রায়ই চিন্তা করতেন স্বামীর পাশাপাশি নিজে কিছু করতে পারলে সংসারে হাল ধরতে পারতেন। এমন পরিস্থিতিতে তিনি পরিচিত হন বিআরডিবি'র দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) প্রকল্পের মাঠ সংগঠক জনাব রিনি খাতুনের সাথে। মাঠ সংগঠক, শাপলা খাতুনের আগ্রহ বুঝতে পেরে তাঁকে বিআরডিবি'র দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্পের জলিলপুর হাটখোলাপাড়া মহিলা সমিতির সদস্য হিসেবে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণ, সঞ্চয় জমা ও ঋণ গ্রহণের পরামর্শ দেন। সে আগ্রহ প্রকাশ করলে মাঠকর্মী তাঁকে সমিতির সকল নিয়ম-কানুন ও ঋণ কার্যক্রমের বিষয়ে বিস্তারিত জানান। এরপর তিনি উক্ত প্রকল্প থেকে সিটি গোল্ড ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর শাপলা খাতুন প্রকল্প হতে প্রথম পর্যায়ে ২৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণের টাকা ও স্বামীর জমানো অল্প কিছু টাকা দিয়ে সিটি গোল্ড তৈরির কিছু সরঞ্জাম ক্রয় করে ছোট আকারে ইমিটেশন ব্যবসা (সিটিগোল্ড) শুরু করেন। প্রথম পর্যায়ে সে এবং তার স্বামী মিলে দোকানের অর্ডারকৃত সিটি গোল্ডের কাজ করতে থাকেন। পরবর্তীতে সমিতি'র অন্যান্য সদস্যদের সিটি গোল্ড তৈরির কাজে প্রশিক্ষণ দিয়ে অধিক পরিমাণ অর্ডারের কাজ নিয়ে তা সঠিক সময়ে সরবরাহ করতে থাকেন। তখন দেখা যায়, সব খরচ বাদে তাঁর মাসিক আয় ৪০,০০০-৫০,০০০ টাকা। উক্ত টাকা দিয়ে তিনি সংসারে খরচের পাশাপাশি ঋণের কিস্তি পরিশোধ ও সঞ্চয় বাড়াতে থাকেন।

সিটিগোল্ড গহনা তৈরি কাজে ব্যস্ত শাপলা খাতুন

অর্ডারকৃত সিটি গোল্ড পণ্য দোকানে সরবরাহ করছেন

পরবর্তীকোলে তিনি পুনরায় ৫০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং তা দিয়ে ব্যবসা বৃদ্ধি করতে থাকেন। বর্তমানে তাঁর ব্যবসার পরিধি আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত ব্যবসায় বর্তমানে ১২-১৫ জন নারী প্রতিনিয়ত কাজ করছেন। যে শাপলা খাতুনের সংসার চলত নানা টানাপোড়েনে, সে এখন সফল উদ্যোক্তা ও স্বাবলম্বী নারী। তিনি এখন মাটির বাড়ী ভেঙ্গে বর্তমানে পাকা বাড়ি নির্মাণ করেছেন এবং পাশাপাশি ছেলে-মেয়েদের নিয়মিত পড়ালেখা করাচ্ছেন। এভাবে শাপলা খাতুন দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে যেমন নিজে সফলতা পেয়েছেন, তেমনি এলাকার অসহায় বেকার নারীদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করছেন। নিজের নিষ্ঠা, কর্মতৎপরতা, পরিশ্রম আর সংগ্রামে তিনি সাফল্যের যে স্বাক্ষর রেখেছেন তা সত্যিই অনুকরণীয়। এখন তিনি বাল্য বিবাহ, ইভটিজিংসহ সমাজে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এলাকার সবাই তাকে সম্মানের চোখে দেখে। তাঁর দারিদ্র্য জয় ও সমাজে সম্মান-মর্যাদার জন্য তিনি বিআরডিবি'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মোটরযান ও ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের ব্যবসায় সফল পল্লী উদ্যোক্তা সুজন চন্দ্র বর্মণ

সুজন চন্দ্র বর্মণ পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের কিসমত পানবারা গ্রামে বাসিন্দা। তিনি বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত বারআউলিয়া স্কুল পাড়া কৃষক সমবায় সমিতির একজন সদস্য। তিনি দরিদ্র পরিবারে সন্তান। পরিবারের অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়ে তাকে খুব কষ্টে জীবন-যাপন করতে হয়। পড়াশুনা না করার কারণে তার কোনো চাকরী করার সুযোগ ছিল না। পরিবারকে কিভাবে সহযোগিতা করতে পারবে এ নিয়ে সবসময় চিন্তিত থাকতেন। তিনি বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত বারআউলিয়া স্কুল পাড়া কৃষক সমবায় সমিতি থেকে প্রথম দফায় ২৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণের অর্থ দিয়ে সুজন চন্দ্র বর্মণ স্বল্প পরিসরে মোটরযান ও ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের ব্যবসা শুরু করেন। পরবর্তীতে পুনরায় ৩২,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং গৃহীত ঋণের টাকা দিয়ে মোটর-সাইকেলের নানাবিধ ক্ষুদ্র যন্ত্রাদি ক্রয় করে ধীরে ধীরে ব্যবসাকে বাড়াতে থাকেন। ব্যবসা থেকে যে টাকা আয় হয় তা দিয়ে তিনি সংসারের খরচের পাশাপাশি নিয়মিতভাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধ ও সঞ্চয় বাড়াতে থাকেন। সুজন চন্দ্র বর্মণের ব্যবসার অগ্রগতির কথা শুনে বিআরডিবি'র কর্মকর্তা ও পরিদর্শক তার ব্যবসা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তার ব্যবসার সফলতা দেখে পরবর্তীতে তাকে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল হতে ১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করেন। মোটরযান ও ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের ব্যবসার পাশাপাশি গৃহীত ঋণের ৭০,০০০ টাকা দিয়ে তিনি ডিজিটাল পাম্প মেশিন এবং বাকী ৩০,০০০ টাকা দিয়ে মোটরসাইকেল পরিস্কারক পাইপ ও যন্ত্রংশ ক্রয় করেন। সুজন চন্দ্র বর্মণ ব্যবসার পাশাপাশি দোকানে ডিজিটাল পাম্প মেশিনে মোটরসাইকেল পরিস্কার করে গাড়ি প্রতি ১০০ টাকা আয় করেন। তার দৈনিক আয় ১০০০ টাকা। এরপর তাকে আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি। বর্তমানে তার পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে আসছে। সুজন চন্দ্র বর্মণ নিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধের পর পুনরায় তিনি পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল হতে ১.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণের টাকা দিয়ে তিনি মোটরসাইকেলের হেলমেট, মোটরসাইকেলের সাইড লাইট, মোটরসাইকেলের সামনের এলইডি লাইট, মোবিলসহ দোকানের আরোও মালামাল ক্রয় করে মোটরযান ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের ব্যবসাকে আরো প্রসারিত করেন। বর্তমানে তার দোকানে একজন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। তিনি তার পরিবারে যেমন হাসি ফুটিয়েছেন ঠিক তেমনি দারিদ্র্য জয় ও অন্যের কর্সংস্থান তৈরীর পাশাপাশি সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। এজন্য তিনি বিআরডিবি'র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

সুজন চন্দ্র বর্মণের মোটরযান ও ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের ব্যবসা

কম্পিউটার স্টুডিও এন্ড ফটোস্ট্যাস্ট দোকানে মোঃ সোহাগ হোসেনে সফলতা অর্জন

খুলনা জেলাধীন ফুলতলা উপজেলার পাড়িয়ারডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা জনাব মোঃ সোহাগ হোসেন। তিনি এক গরীব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ গফুর শেখ। তার পিতা রাজমিস্ত্রীর সহকারী হিসাবে কাজ করেন। তাতে যা আয় হতো, তা দিয়ে অতিকষ্টে দিনাতিপাত করতে হতো। মোঃ সোহাগ হোসেন পড়ালেখার পাশাপাশি মাঝেমধ্যে পিতাকে সহযোগিতা করার জন্য তিনিও রাজমিস্ত্রীর সহকারী হিসাবে কাজ করতেন। অনেক কষ্টের মধ্যে থাকলেও পড়ালেখার প্রতি তাঁর আগ্রহ থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। পরিবারে সাহায্য করার জন্য নিজে রাজমিস্ত্রীর সহকারী ও দিন মজুরের কাজের পাশাপাশি গ্রামের এক বড় ভাইয়ের কাছ থেকে কম্পিউটার বিষয়ে সামান্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কম্পিউটার কম্পোজ ও ফটোকপির ব্যবসায় লাভ বেশি থাকায় সে উক্ত ব্যবসা করতে উৎসাহী হন। কিন্তু মূলধন না থাকায় সে ব্যবসা শুরু করতে পারে না, সে হতাশ হয়ে পড়ে। এরপর মূলধন সংগ্রহের আশায় সে গ্রামের মহাজনদের কাছে যান, কিন্তু মহাজনের কাছে উচ্চ সুদের কথা শুনে তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। সে আশাহত অবস্থায় যখন মূলধনের আশায় ঘুরে বেড়াতে থাকেন, এমন সময় বিআরডিবি'র সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির (সদাবিক) মাঠ সংগঠকের সাথে তার পরিচয় হয় । মাঠ সংগঠকের পরামর্শে তিনি পাড়িয়ারডাঙ্গা সদাবিক পুরুষ দলের সদস্য হিসাবে ভর্তি হন। এরপর নিয়মিত দলের সভায় যোগদান ও সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। এর কিছুদিন পর মোঃ সোহাগ হোসেন উক্ত দল থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে ২০১৯ সালে ২৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণের টাকা ও পিতার গাছ বিক্রির টাকাসহ মোট ৬০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করে একটি পুরাতন ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয় করে ফটোকপির ব্যবসা শুরু করেন। এখান থেকে যে আয় হয়, তা দিয়ে তিনি কিস্তি পরিশোধসহ পরিবারের সাহায্যে করেন। কিন্তু করোনা মহামারীর সময় লকডাউনে তিনি আর্থিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্থ হন। সে সময় বিআরডিবি'র কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ তহবিল হতে মাত্র ৪% সেবামূল্যে ২০২১ সালে ২.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসায় পুনরায় ঘুরে দাড়ান। গৃহীত ঋণ নিয়মিত কিস্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করেন।

কম্পিউটার স্ট্যুডিও এন্ড ফটোস্ট্যাস্ট দোকানে সোহাগ হোসেন

সর্বশেষ তিনি পল্লী উদ্যোক্তা হিসেবে ২০২৪ সালে ২.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমান তার সঞ্চয়ের স্থিতি ২০,৫০০ টাকা। পল্লী উদ্দ্যেক্তা ঋণ দিয়ে তিনি তার ব্যবসা প্রসার ঘটান। বর্তমানে তাঁর দোকানে ০২ টি ফটোকপির মেশিন, ০২ টি কম্পিউটারসহ স্টেশনারী মালামাল (বই খাতা কাগজ ও শিক্ষা উপকরণ) রয়েছে। বর্তমানে তার দোকানে প্রায় ৭.০০ লক্ষ টাকার মালামাল আছে। তিনি ফটোকপি ও কম্পিউটার কম্পোজের ব্যবসার পাশাপাশি বর্তমানে ষ্টুডিও ব্যবসা শুরু করেছেন। ব্যবসা করে তিনি তার পিতাকে একটা সুন্দর অবসর জীবনসহ একমাত্র বোনের বিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে তার দোকানে ০২ জন কর্মচারী আছে যার মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান হয়েছে। তাঁর প্রচেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিজের মেধা কাজে লাগিয়ে তিনি এ সফলতা অর্জন করেছেন। তিনি এলাকায় একজন সফল উদ্যোক্তা। এ জন্য বিআরডিবি'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

লাভলী আক্তারের ড্রাগন চাষের সফলতার গল্প

যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার হাকিমপুর বিশ্বাসপাড়া পল্লী প্রগতি মহিলা দলের সদস্য লাভলী আক্তার। দিন আনে দিন খায় এমন এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম তার। অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যায় দরিদ্র দিনমজুর মহিদুল ইসলামের সাথে। ভাগ্যের নিমর্ম পরিহাস, স্বামীর সংসারে এসেও কোনোমতে দিন-যাপন করতে হয় তাকে। স্বামীর স্বল্প আয়ে দারিদ্রের সাথে যুদ্ধ করে কোন রকমে দিন পার করতে থাকেন লাভলী আক্তার। অভাব-অনটন ছিল তার নিত্যসঙ্গী। স্বামীর রোজগারের পাশাপাশি নিজে আয় রোজগার করে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন লাভলী আক্তার। কিন্তু ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছিলেন না, কিভাবে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবেন। তিনি হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। এমন সময় তিনি জানতে পারেন, তার গ্রামে বিআরডিবি'র হাকিমপুর বিশ্বাসপাড়া নামে একটি পল্লী প্রগতি মহিলা দল রয়েছে। একদিন তিনি বিআরডিবির আওতাধীন পল্লী প্রগতি কর্মসূচি'র মাঠ সংগঠকের সাথে পরিচয় হয়ে নিজের কষ্টের কথা তাকে জানান। তিনি লাভলী আক্তারকে প্রকল্পের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অবগত করেন। মাঠ সংগঠকের পরামর্শে লাভলী আক্তার ২৫ জন সদস্য নিয়ে হাকিমপুর বিশ্বাসপাড়া পল্লী প্রগতি মহিলা দল গঠন করেন এবং বর্তমানে তিনি এ দলের ম্যানেজার। তিনি সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় ও শেয়ার জমা করতে থাকেন। লাভলী আক্তার তার পরিবারকে দারিদ্র্য মুক্ত করার পাশাপাশি অসহায় মহিলাদের সচ্ছলতার জন্য কিছু করতে আগ্রহী হন। তিনি প্রকল্প থেকে ১০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে তাঁর দিন বদলের সোপান রচনা করেন। তিনি ৪ বিঘা জমি লিজ নিয়ে ড্রাগন ও পেয়ারা চাষাবাদ শুরু করেন। ২০১৬ সালে তিনি কৃষি অফিসে (ফল চাষ) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তাঁর নিজস্ব জমির পরিমাণ ৮ বিঘা। বর্তমানে লাভলী আক্তারের ০২ টি ড্রাগন ও ০২টি পেয়ারা বাগান আছে। তিনি পুনরায় পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির আওতায় ১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণের টাকা দিয়ে তিনি ফলদ বাগান সম্প্রসারণ করেন। তিনি সর্বশেষ ২০২৪ সালে পুনরায় পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির আওতায় ১.২৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এখন তার পরিবারে কোনো অভাব-অনটন নেই। গ্রামে তিনি পাকা বাড়ি নির্মাণ করেছেন। বর্তমানে তার নিজের ব্যবসায় মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১০.০০ লক্ষ টাকা। তিনি একজন সচ্ছল ও সফল উদ্যোক্তা। বিআরডিবি'র সহযোগিতা এবং নিজের চেষ্টা ও কর্ম দিয়ে তিনি এ সফলতা অর্জন করেছেন।

লাভলী আক্তারেরর ড্রাগন বাগান

শতরঞ্জিতে সফল সুলতানা স্বপ্ন

রংপুর জেলার সদর উপজেলায় এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন মোছাঃ সুলতানা স্বপ্ন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন তার নিজস্ব একটা পরিচয় থাকবে, যে পরিচয়ে সবাই তাকে চিনবে। কিন্তু তার এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার কোন পথ তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অটোচালক স্বামীর স্বল্প আয়ে তিন ছেলে নিয়ে প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যতার সাথে তাকে যুদ্ধ করতে হতো। তাঁর সংসারে নিত্যদিনের অভাব লেগেই থাকতো। স্বামীর একা উপার্জনের সংসারে কোনোভাবেই সচ্ছলতা আসছিল না। অপরদিকে স্বপ্ন বাস্তবায়নের দেখাও তিনি পাচ্ছিলেন না। এমন সময় সদর উপজেলায় বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উদকনিক প্রকল্পে ৬০ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারেন মোছাঃ সুলতানা স্বপ্ন। তিনি উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আবেদন করেন। তাঁর সবকিছু যাচাই-বাছাইয়ের পর তাকে প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং শতরঞ্জি ট্রেডে তাকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে শতরঞ্জি ট্রেডে হাতে-কলমে তিনি শতরঞ্জি বুনন ও শতরঞ্জির তৈরির পণ্য উৎপাদন করার দক্ষতা অর্জন করেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ভাতাদি দিয়ে স্বল্প পরিসরে তিনি শতরঞ্জি তাঁত তৈরির ২টি মেশিন স্থাপন করেন এবং ফ্লরম্যাট, রানার ইত্যাদি পণ্য তৈরি করতে থাকেন। উৎপাদিত ফ্লরম্যাট, রানার ইত্যাদি পণ্য বাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে তিনি উদ্যোক্তা হিসেবে পথচলা শুরু করেন। পরবর্তীকালে তার ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ঋণ সহায়তার আবেদন করেন। বিআরডিবি রংপুর সদর উপজেলা কার্যালয় তাহার কার্যক্রম সন্তোষজনক দেখে তাকে ঋণ সহায়তা প্রদান করেন। ঋণ সহায়তা নিয়ে তিনি অতি দরিদ্র অসহায় মহিলা-পুরুষ, বেকার যুবক-যুবতীদেরকে নিজ উদ্যোগে হাতে-কলমে শতরঞ্জি বুনন ও শতরঞ্জির পণ্য তৈরি করার শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তাদেরকে নিজ শতরঞ্জি তৈরির কারখানায় নিয়োজিত করেন। এভাবে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি তাহার কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকেন। প্রকল্প হতে একাধিকবার ঋণ সহায়তাসহ পণ্য বাজারজাতকরণে সার্বিক সহোযোগিতার মাধ্যমে তাহার শতরঞ্জি তৈরির কারখানাটি রংপুর জেলার একটি বৃহত্তম কারখানায় রুপান্তরিত হয়, যাহা রংপুর শতরঞ্জি ক্র্যাফট এ্যান্ড জুটস নামে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে তাঁর শতরঞ্জি কারখানায় তাঁতের সংখ্যা ২৫টি। তিনি এখন নিয়মিত শতরঞ্জি তৈরির অর্ডার গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন রকমের পণ্য তৈরি করে দেন। বর্তমানে তাঁর অধীনে ৫০ জন শ্রমিক কাজ করেন। তার প্রচেষ্টায় সংশ্লিষ্ট কাযর্ক্রমের সাথে জড়িত প্রায় ১০০ জনের অধিক সহায়-সম্বলহীন মহিলা-পুরুষ, বেকার যুবক-যুবতীদেরকে আত্ম-কর্মস্থান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করেছেন। তার এই সফলতার দেখে পাশ্ববর্তী এলাকার তরুণ বেকার যুবক যুবতীগণ উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। তার এই সফলতা আজ তাকে দেশ এবং দেশের বাহিরে একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এজন্য তিনি বিআরডিবি'র প্রতি কৃতজ্ঞ।

শ্রমিকদের কাজ তদারকী করছেন রংপুর শতরঞ্জি ক্র্যাফট এ্যান্ড জুটস এর প্রোপ্রাইটার মোছাঃ সুলতানা

চানাচুর ফ্যাক্টরীতে সফল মামুন খান

শরীয়তপুর সদর উপজেলার চিতলিয়া ইউনিয়নের কাশিপুর গ্রামে বসবাস করেন মামুন খান। দুই ছেলে, স্ত্রী, মা'কে নিয়ে তার সংসার। চিতলিয়া ইউনিয়নের টেকেরহাট বাজারের পূর্ব পার্শ্বে সাইকেল রিক্সার পার্টসের ছোট্র একটি দোকান করে তিনি কোনোমতে জীবন যাপন করতেন। সংসারে অভাবের তাড়নায় কোনো কিছু ঠিকমতো করতে পারছিলেন না। পুঁজি ও মূলধনের অভাবে ব্যবসাও ঠিকভাবে চলছিলো না। এমন সময় বিআরডিবি'র পিইপি কর্মসূচির মাঠ সংগঠক জনাব আঃ জলিল খানের সাথে দেখা হয়। তিনি মামুন খানকে এই কর্মসূচি সম্পর্কে ধারণা দেন। মাঠকর্মীর সহযোগিতায় টেকেরহাট বিত্তহীন দলে ভর্তি হন মামুন খান। এরপর নিয়মিত দলের সভায় যোগদান ও সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। কিছুদিন পর মামুন খান উক্ত দল থেকে ১৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণের টাকা দিয়ে তিনি ছোট দোকানটি আরোও সম্প্রসারিত করে অধিক পরিমাণ পার্টস উঠিয়ে ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি করেন। মামুন খান সংসারে উন্নতির জন্য দোকানের পাশাপাশি চানাচুর ফ্যাক্টরী গড়ার চিন্তা করেন । পিইপি প্রকল্প থেকে পুণরায় ঋণ নিয়ে তিনি সাইকেল ও রিক্সার পার্টস-পাতির দোকনের পাশপাশি একটি চানাচুর ফ্যাক্টরী চালু করেন এবং সফলভাবে চানাচুর তৈরী করে বাজারজাত করতে সক্ষম হন। আস্তে আস্তে তার চানাচুর ব্যবসাও জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমানে তাঁর মাসিক আয় প্রায় ৫০,০০০ টাকা। তার পার্টসের দোকান ও চানাচুর ফ্যাক্টরীতে তিনি নিজেসহ আরও ৫ জন কর্মচারী কাজ করেন। ফলে ৫ জন লোকেরও কর্মসংস্থান তৈরী করতে সক্ষম হন। তাদের সংসার এখন ভালোভাবে চলে। তিনি এ পর্যন্ত পিইপি প্রকল্প থেকে মোট ১২ দফায় ৯.২৭ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং ঋণের কিস্তি ঠিকভাবে পরিশোধ করে আসছেন। বর্তমানে সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৪০,৫৭৩ টাকা। ব্যবসার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নে কাজ ও কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি আর্থিকভাবে সফল ও স্বাবলম্বী। তার দুই ছেলে নিয়মিত স্কুলে যায়। সে এখন গ্রামের লোকদের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা ও নিয়মিত অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করেন। তার এই সাফল্যের পিছনে বিআরডিবি'র পিইপির ঋণ বিশেষ সহায়ক হিসাবে কাজ করেছে বলে তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। এখন তার বাড়িতে একতলা বিল্ডিং, নিজস্ব টিউবওয়েল ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ড যেমন বাল্যবিবাহ রোধ, নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ ও যৌতুক প্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে সচেতনতা ও উদ্বুদ্বকরণ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সফলতায় এলাকার অনেক যুবক আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে এগিয়ে আসছে। তিনি এই সফলতার জন্য বিআরডিবি'র পিইপি কর্মসূচি'র প্রতি দৃঢ় কৃতজ্ঞ।

নিজ ফ্যাক্টরীতে কর্মরত মামুন খান

মোছাঃ রেনুকা বিবি'র কেঁচো সার উৎপাদনে সফলতা

রাজশাহী জেলার পবা উপজেলাধীন বড়গাছি ইউনিয়নের অতি দরিদ্র পরিবারের মেয়ে মোছাঃ রেনুকা বিবি। দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করার কারণে তাঁর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তেমন পড়ালেখা করা সম্ভব হয়নি। দিন আনে দিন খায় এমন এক দরিদ্র ঘরের সন্তান তিনি। পিতা বাধ্য হয়ে অল্প বয়সে তাকে বিয়ে দিয়ে দেন। মোছাঃ রেনুকা বিবি মনে করেন, স্বামীর সংসারে গেলে হয়তো সে পড়ালেখা করতে পারবে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, স্বামীর সংসারে আরও বেশী সমস্যা। তাঁর স্বামী মোঃ আলমগীর কবিরও আর্থিকভাবে অসচ্ছল। ফলে তাকে আবারও অর্থ সংকটে পড়তে হয়। যার কারণে মোছাঃ রেনুকা বিবি আর পড়ালেখা করতে পারেননি। কিন্তু তিনি মনোবল না হারিয়ে স্বামীর সাথে পরামর্শ করে কীভাবে ভাগ্যের চাকা ঘোরানো যায়, সে ব্যাপারে ভাবতে থাকেন। এমন সময় মোছাঃ রেনুকা বিবি তার এক শুভাকাঙ্খীর পরামর্শে একদিন বিআরডিবি অফিসে যান এবং উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার পরামর্শে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি' এর আওতায় একটি দল গঠন করেন। প্রকল্প হতে ডাল, তেল, পেয়াঁজ, মরিচ, মসলাজাতীয় ফসল চাষ ও কেঁচো সার উৎপাদনের উপর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি পেয়াঁজ, মরিচ ও অন্যান্য অপ্রধান শস্য চাষাবাদ ও কেঁচো সার উৎপাদন শুরু করেন। মোছাঃ রেনুকা বিবি প্রকল্প থেকে প্রথমে ৬,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ৪টি চাড়ি দিয়ে কেঁচো সার তৈরীর যাত্রা শুরু করেন। এছাড়াও প্রকল্প থেকে তাকে "কেঁচো সার" তৈরীর জন্য প্রদর্শনী প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়। বর্তমানে তাঁর চাড়ির সংখ্যা প্রায় ৪০টি। যেখান থেকে তিনি প্রতি মাসে ৫০০-৬০০ কেজি কেঁচো সার উৎপাদন করতে পারেন যার বাজার মূল্য প্রায় ১০,০০০- ১২,০০০ টাকা। প্রতি মাসে "কেঁচো সার" বিক্রয় করে ঋণের কিস্তি পরিশোধসহ সংসারের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে থাকেন। তিনি ২০২৫ সালে পুনরায় ৩৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে কার্যক্রম আরোও সম্প্রসারণ করেন। মোছাঃ রেনুকা বেগম "কেঁচো সার" তৈরীর পাশাপাশি একই সাথে ১৫ শতাংশ জমিতে মরিচ চাষ করেন। এতে করে তিনি ফসল বিক্রি করে বেশ ভালো টাকা উপার্জন করেন। তিনি বসত বাড়ির আঙ্গিনায় বস্তায় আদা চাষও করেন। বর্তমানে তার পরিবার আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী। তার এমন সফলতা দেখে দলের সদস্য ছাড়াও গ্রামের মানুষ কেঁচো সার তৈরী ও অপ্রধান শস্য চাষের প্রতি আগ্রহী হয়েছেন। মোছাঃ রেনুকা বেগম দলের সদস্যদের পাশাপাশি গ্রামের মানুষকে চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করছেন। বর্তমানে মোছাঃ রেনুকা বিবি অত্র এলাকায় কেঁচো সার তৈরী ও অপ্রধান শস্য চাষের একজন মডেল কৃষক হিসাবে সবার কাছে পরিচিতি লাভ করেছেন। মোছাঃ রেনুকা বিবির অভাব-অনটনের সংসারে বর্তমানে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। তিনি বিআরডিবি'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

কেঁচো সার উৎপাদন শেডে রেনুকা বিবি

নিজ মরিচ ক্ষেতে প্রদর্শন করেন মোছাঃ রেনুকা বিবি

জাহিদ হাসান এর সফলতার গল্প

মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলায় এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন মোঃ জাহিদ হাসান। অজপাড়াগাঁয়ে তাদের বসবাস এবং অল্প বয়সেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসার জীবন শুরু করেন তিনি। বিয়ের পরই তাঁর বাবা তাকে মাত্র ১৮ শতাংশ জমি দিয়ে আলাদা করে দেন। তাঁর সংসারে একে একে আসে তিনটি সন্তান। জাহিদ হাসান অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করে সংসার চালাতেন। তার ইচ্ছা ছিল যত কষ্টই হোক ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলবেন। এজন্য তিনি বেশি বেশি পরিশ্রম করা শুরু করলেন। একদিন লোকমুখে বিআরডিবি'র কথা শুনে তিনি ছুটে আসেন বিআরডিবি'র পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর মাঠ সংগঠক রেজাউল করিমের কাছে। মাঠ সংগঠকের পরামর্শে ঘিওর বাসস্ট্যান্ড বিত্তহীন পুরুষ দলে ভর্তি হন। এরপর নিয়মিত দলের সভায় যোগদান ও সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। কিছুদিন পর মোঃ জাহিদ হাসান উক্ত দল থেকে প্রথম দফায় ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণের টাকা দিয়ে বাজারে ছোট একটা ইলেক্ট্রনিক্স এর দোকান দেন এবং দোকানে বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রনিক্স এর পণ্য উঠান। এরপর তাকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। তিনি পুনরায় ঋণ গ্রহণ করে দোকানে বিনিয়োগ করে কার্যক্রম আরোও সম্প্রসারণ করেন। বর্তমানে মোঃ জাহিদ হাসান দোকান থেকে বছরে ৭০-৮০ হাজার টাকা আয় করে, তার দোকানে একজন কর্মচারীও রেখেছেন। আয়ের টাকা থেকে মোঃ জাহিদ হাসান নিয়মিতভাবে কিস্তি পরিশোধ করেন এবং পাশাপাশি কিছু জমি ক্রয় করেছেন। বর্তমানে তার ২৫০ শতাংশ চাষযোগ্য জমি আছে। জমিতে ভুট্টা, সরিষা, আদা, পেঁয়াজ ও রসুন এর চাষ করেন। এসব ফসল বিক্রি করে বছরে ৮০-৯০ হাজার টাকা আয় করেন। আয়ের টাকা দিয়ে বর্তমানে তিনি ২টি পাকা ঘর নির্মাণ করেছেন। জাহিদ হাসান বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়েছেন। বিশেষ করে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য তিনি। কিভাবে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করা যায় সে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন জাহিদ হাসান। সমাজের সকল কৃষকদের তিনি ফসল উৎপাদনে কেঁচো সার প্রয়োগ করার পরামর্শ দেন। কারণ কেঁচো সার জমির জন্য যেমন নিরাপদ তেমনি ফসলের জন্যও নিরাপদ। জাহিদ হাসান বলেন ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিয়ে সংগ্রাম তিনি চালিয়ে যাবেন। বর্তমানে তার সঞ্চয়ের পরিমান ২০,১৫০ টাকা। সঞ্চয় মানুষের বিপদের বন্ধু সেটা উপলব্ধি করে সবাইকে বেশি বেশি করে সঞ্চয় জমা করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন জাহিদ হাসান। তার ২ ছেলে ১ মেয়ে। বড় মেয়ে ভার্সিটিতে পড়ে। এক ছেলে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। ছোট ছেলে ৭ম শ্রেণীতে পড়ে। জাহিদ হাসানের বর্তমান বসতভিটা ২২ শতাংশের উপর। বসতবাড়ির চারপাশে তিনি বিভিন্ন ফলের গাছ, সবজির বাগান করেছেন। জাহিদ হাসান বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও টিউবওয়েল দিয়েছেন। এছাড়া নিজের দায়িত্ববোধ থেকে সমাজের বিভিন্ন সচেতনামূলক কার্যক্রমে জাহিদ হাসান অংশগ্রহণ করেন। তার এই সাফল্যের জন্য সমাজে ভালো একটা অবস্থান তৈরি হয়েছে। এখন আর কোন অভাব নেই। তিনি এ উন্নতির জন্য বিআরডিবি'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

নিজের ইলেকট্রিক দোকানে জাহিদ হাসান

জাহেরা খাতুন এর সফলতা গল্প

নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলাধীন বালাপাড়া ইউনিয়নের দক্ষিণ বালাপাড়া গ্রামের একটি কৃষক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন মোছাঃ জাহেরা খাতুন। দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তান হওয়ায় ৫ম শ্রেণীর বেশি লেখাপড়া করতে পারেননি। অভাবের কারণে পিতা বাধ্য হয়ে তাকে বিয়ে দেন। তার স্বামীর নাম মোঃ নজরুল ইসলাম। তিনি একজন বর্গাচাষী। তার পরিবারে দুই ছেলে ও এক মেয়েসহ মোট পাঁচ জন সদস্য। সংসারের খরচ বাড়লেও, বাড়েনি তেমন আয়। তাই তিনি আয় বৃদ্ধির পথ খুঁজতে থাকেন। এমতাবস্থায়, উপজেলার বিআরডিবি'র অপ্রধান শস্য প্রকল্পের মাঠ সংগঠক মোছাঃ নাজমা খাতুন এর সাথে তার পরিচয় হয়। মাঠ সংগঠকের মাধ্যমে অপ্রধান শস্য প্রকল্পের নিয়ম-কানুন জেনে তার পরামর্শে ২০২০ সালে ২০ জন পুরুষ ও মহিলা সদস্য নিয়ে ''দক্ষিণ বালা পাড়া মসজিদ পাড়া অপ্রধান শস্য দল'' গঠন করেন এবং তিনি দলের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। দল গঠন করার পর নিয়ম অনুযায়ী সঞ্চয় করতে থাকেন। ঐ বছরই দলের অন্যান্য সদস্যের সাথে তিনি ''দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি'' শীর্ষক প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণোত্তর অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে প্রকল্প হতে স্বল্প সুদে (৪%) ২০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকা দিয়ে ২৫ শতাংশ জমিতে আদা'র চাষ করেন। প্রথম বছরই বাজারদর ভালো থাকায় ৩০,০০০ টাকা লাভ করেন। তিনি ঋণ পরিশোধ করে ২য় দফায় আদা চাষাবাদের উপর ৩০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণের টাকা ও নিজের জমাকৃত টাকা দিয়ে ১.৫ বিঘা জমি বন্ধক নেন। পরবর্তীতে তিনি ১.৫ বিঘা জমিতে আদা চাষাবাদ করেন। এতে তার সবমিলিয়ে খরচ হয় ৩২,০০০ টাকা। উৎপাদিত আদা বিক্রি করে তিনি প্রায় ৯০,০০০ টাকা লাভবান হন। পররর্তী বছরে বস্তায় আদা চাষাবাদ এর জন্য বীজ সংরক্ষণ করেন।

জাহেরা খাতুনের বস্তায় আদা চাষের স্থির চিত্র

এ কাজে তিনি পর্যায়ক্রমে ৩য় দফায় ৩৭,০০০ টাকা, ৪র্থ দফায় ৪২,০০০ টাকা ও সর্বশেষে ৫ম দফায় ৪৭,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণের টাকা দিয়ে ১৫০ বস্তায় তিনি আদা লাগিয়েছেন। উৎপাদন আশানুরুপ হলে এবং বাজারমূল্য ভালো থাকলে ১,৫০,০০০-২,০০,০০০ টাকার আদা বিক্রি করতে পারবেন বলে তিনি আশাবাদী। মোছাঃ জাহেরা খাতুন উক্ত প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার পূর্বে আদা চাষাবাদ করলেও অপ্রধান শস্য প্রকল্পে সম্পৃক্ত হওয়ার পর প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা পেয়ে বৃহৎ পরিসরে আদা চাষ করে লাভবান হচ্ছেন। এতে তার পারিবারিক মসলার চাহিদা যেমন পূরণ হচ্ছে অন্যদিকে বিক্রয়কৃত অর্থ থেকে পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে, ফলে পূর্বের চেয়ে জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে। এখন তার দুই ছেলে ও এক মেয়েকে স্কুল-কলেজে ভলোভাবে পড়ালেখা করাতে পারছেন। তিনি এলাকায় একজন সফল আদা চাষী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। তার বস্তায় আদা চাষের সাফল্য দেখে আশেপাশের অনেক কৃষক উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন এবং তার কাছ থেকে বিভিন্ন পরামর্শ নিচ্ছেন। তার এই সফলতার জন্য বর্তমানে তিনি বিআরডিবি'র অপ্রধান শস্য কর্মসূচি'র প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

রুপসী চাকমার পানচাষে সফলতা

পান চাষ করে যে দারিদ্র্য বিমোচন করা যায়, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে রুপসী চাকমা। দারিদ্র্যকে পরাজিত করে পান চাষের ফলে তার সংসারে ফিরেছে সফলতা। তার সফলতা দেখে গ্রামের অনেকে এখন পানচাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। রুপসী চাকমা পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার উত্তর পুকুরঘাট গ্রামের বাসিন্দা। স্বামী জীবন শান্তি চাকমা পেশায় একজন কৃষক। দুই মেয়ে নিয়ে তার ০৪ সদস্যের সংসার। স্বামীর অল্প আয়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করে মেয়েদের পড়াশুনার খরচ চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। পরিবারের জন্য অনেক কিছু করার ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক সংকটের কারণে কিছু শুরু করতে পারছিলনা।

রুপসী চাকমার পানের বরজ

এমন সময় তিনি বিআরডিবি'র আওতাধীন সদাবিক কর্মসূচির মাঠ সহকারী বিজলী রানী সূত্রধর এর মাধ্যমে জানতে পারেন যে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মানুষের মাঝে জামানত বিহীন সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ ও দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। মাঠ সংগঠকের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে রুপসী চাকমা ২০১৬ সালে উত্তর পুকুরঘাট মহিলা দলের সদস্য হন। পরে একদিকে সঞ্চয় জমার পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং প্রশিক্ষণকালীন কৃষি কর্মকর্তার ক্লাসে অনুপ্রাণিত হয়ে পানচাষে আগ্রহী হন। এরপর উক্ত দল হতে বেশ কয়েক দফায় ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণের টাকা দিয়ে তিনি স্বল্প পরিসরে পান চাষ শুরু করেন। পানের বরজ হতে যে আয় হয়, তা দিয়ে তার সংসারে সাহায্যে করতে পারেন এবং ঋণের টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করা শুরু করেন। এভাবে তিনি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং ২০২১ সালে রুপসী চাকমা পুনরায় কোভিড-১৯ প্রণোদনা তহবিল হতে ১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে তার ৪০ শতক জমিতে পান চাষ করেন। পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তিনি প্রথম বারেই সফলতার মুখ দেখেন। ধীরে ধীরে তার পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা ফিরতে শুরু করে। তার সফলতায় অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীতে তার স্বামীও পানচাষে সহযোগিতা করে। গৃহীত ঋণের টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করে ২০২৩ সালে তিনি পল্লী উদ্যোক্তা হিসেবে পুনরায় ১.২৫ লক্ষ টাকা এবং সর্বশেষ ২০২৫ সালে তিনি ১.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে পানচাষে বিনিয়োগ করেন। পান চাষের আয় হতে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করার পাশাপাশি মেয়েদের পড়াশুনার ব্যয় যোগান দিতে সক্ষম হচ্ছেন। তার এক মেয়ে ঢাকা ইডেন কলেজে অনার্সে অধ্যয়নরত এবং অন্য মেয়ে পড়ছে ভারতের গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিআরডিবি হতে ঋণ গ্রহণ করে রুপসী আজ স্বাবলম্বী নারী। সবকিছু মিলিয়ে এখন সুখের দিন পার করছেন রুপসী। তার এই সফলতার জন্য বিআরডিবির কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

মৎস্য খামারে স্বনির্ভর সোবাহান শেখ

মোঃ সোবাহান শেখ ফরিদপুর জেলাধীন বোয়ালমারী উপজেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা মোঃ নুর ইসলাম শেখ। তিনি একজন ক্ষুদ্র কৃষক। মোঃ সোবাহান শেখ এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে সন্তান। দরিদ্রতার কারণে তিনি ক্লাস ফাইভ এর বেশি পড়ালেখা করতে পারেননি। টানাপোড়ন সংসারে তিনি কিছুতেই কিছু করতে পারছিলেন না। তিনি কোনো এক মারফতে জানতে পারেন, উপজেলায় সরকারের কোন এক দপ্তর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বিনা মূল্যে। তাই তিনি খোঁজ খবর নেন এবং ৬ মাস মেয়াদী যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে মৎস্য চাষের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কিন্তু হাতে নেই টাকা। ফলে ভবঘুরে সমবয়সী ছেলেদের সাথে সময় কাটাতে থাকেন। হঠাৎ একদিন বিআরডিবি'র অধীন সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি'র মাঠ সংগঠক কাজী জয়নুল আবেদীন এর সাথে আলাপ হয়। আলাপে বিআরডিবি অধীন সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) সম্পর্কে অবগত হন এবং সদাবিকের কার্যক্রমে সকল সুযোগ সুবিধা ও নিয়ম নীতি সম্পর্কে অবগত হন। মাঠ সংগঠকের পরামর্শে উৎসাহিত হয়ে তিনি ২৮ জন সদস্য সমন্বয়ে মহিশালা উত্তর পাড়া সদাবিক পুরষ দল নামে একটি দল গঠন করেন। তিনি উক্ত দল হতে প্রথম দফায় ১৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণের টাকা ও নিজস্ব কিছু অর্থ দিয়ে তিনি ১ একর জায়গায় একটি পুকুর ৫ বছরের জন্য ৫০,০০০ টাকা দিয়ে লিজ নেন। প্রতি বছর পুকুরের মালিককে ১০,০০০ টাকা লিজ বাবদ প্রদান করেন। মোঃ সোবহান শেখ ঋণ পরিশোধ করে পুনরায় ১৮,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে মূলধন বৃদ্ধি করতে থাকেন। পুকুর থেকে যে মাছ বিক্রি করেন তা কিস্তি হিসাবে পরিশোধ করেন এবং সংসারের ব্যয় করতে থাকেন। এভাবে তিনি নবম দফায় ৮২,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং পুকুরে মাছ চাষে বিনিয়োগ করেন। তার বর্তমানে সঞ্চয় জমা ২১,৩০০ টাকা। বর্তমানে তিনি ৩.৫০ লক্ষ টাকার মাছের পোনা পুকুরে চাষ করেছেন। তিনি চার সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবার সুন্দরভাবে পরিচালনা করছেন। তার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে স্কুলে পড়াশুনা করছে। তার এখন আর কোন হতাশা নেই। তাকে দেখে এলাকার বেকার যুবকরা মাছ চাষে উৎসাহিত হচ্ছে। মোঃ সোবাহান শেখ একজন সফল মৎস্যচাষী। এলাকার একজন অনুকরণীয় ব্যক্তি। এভাবে তিনি দুর্বিসহ বেকার জীবণ থেকে ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে পেরেছেন। বিআরডিবি'র সহযোগিতায় এবং নিজের চেষ্টা ও কর্ম দিয়ে তিনি এ সফলতা অর্জন করেছেন।।

মো: সোবাহান শেখের পুকুরে মাছ ধরার দৃশ্য

সহিদুল ইসলামের সফলতার গল্প

যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার সিংহঝুলী গ্রামের বাসিন্দা মোঃ সহিদুল ইসলাম। তিনি এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তার পিতা মোঃ সামছুদ্দিন। তিনি একজন দিন মজুর। দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে মোঃ সহিদুল ইসলাম ছিলেন বড় সন্তান। চার ভাইবোন, মা বাবা ও দাদা দাদী নিয়ে তাদের ছিল বড় সংসার। তার পিতার সামান্য আয় দিয়ে কোনোমতে তাদের পরিবার চলতো। ফলে তাদের মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়। পিতার স্বল্প আয়ে দা দারিদ্র্যের সাথে যুদ্ধ করে কোন রকমে দিন পার করতেন তারা। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তিনি বেশী লেখাপড়া করতে পারেননি। বাবার রোজগারের পাশাপাশি নিজে আয় রোজগার করে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন মোঃ সহিদুল ইসলাম। কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন, কিভাবে পরিবারকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিবেন। তিনি হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। অত:পর নিজে কিভাবে ভাগ্য পরিবর্তন করা যায় সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। ঠিক এমন সময় বিআরডিবি'র আওতাধীন কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ এর পরিদর্শকের সাথে পরিচয় হয়। তিনি পরিদর্শকের কাছে তার দুঃখ দুর্দশার কথা বলেন এবং কিভাবে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে পারেন সে ব্যাপারে পরামর্শ চান। পরিদর্শকের পরামর্শে মোঃ সহিদুল ইসলাম বিআরডিবি'র কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ এর ২০ জন সদস্য নিয়ে সিংহঝুলী সমবায় সমিতি গঠন করেন। তিনি সদস্য হওয়ায় সাধারণ সভায় সঞ্চয় জমা করে পুজিঁ গঠন করেন। কিছুদিন পর মোঃ সহিদুল ইসলাম প্রথম দফায় ৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণের টাকা দিয়ে ছোট আকারে আসবাবপত্র ব্যবসা শুরু করেন এবং কিস্তি পরিশোধ করতে থাকেন। পরবর্তীতে ২০২১ সালে কোভিড-১৯ প্রণোদনা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির আওতায় ১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এ টাকা দিয়ে তিনি নিজ এলাকায় একটি কাঠের দোকান দেন। কাঠের দোকানে তিনি বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরী করেন। এখন তাঁর আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তার দোকানে এখন ০৪ জন কর্মচারী কাজ করে। তাছাড়া তিনি এই আসবাবপত্র ব্যবসা করে ০২ বিঘা জমি ক্রয় করেছেন। তিনি পুনরায় ২০২৪ সালে পল্লী উদ্যোক্তা হিসেবে ১.২৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণের টাকা দিয়ে তিনি ব্যবসা সম্প্রসারিত করার পাশাপাশি পরিবারে সহযোগিতা করেন। বর্তমানে তার নিজের ব্যবসায় মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১০.০০ লক্ষ টাকা। মোঃ সহিদুল ইসলামের পরিবারে বর্তমানে অভাব-অনটন নেই। এ পেশায় আর্থিক লাভবানের পাশাপাশি তাঁর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি একজন সচ্ছল ও সফল উদ্যোক্তা। জীবনের এই সফলতার জন্য তিনি বিআরডিবি'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জনাব সহিদুল ইসলামের ফার্নিচারের দোকান

মাহাবুর রহমানের ভুট্টা চাষে দারিদ্র্য জয়ী

জনাব মোঃ মাহবুবর রহমান রাজশাহী জেলাধীন দুর্গাপুর উপজেলার একজন বাসিন্দা। দারিদ্র্যের কারণে পড়ালেখা বেশি দূর করতে পারেননি। কম বয়সে তাকেই সংসারের হাল ধরতে হয়েছে এবং বাধ্য হয়ে তিনি কৃষি কাজে যুক্ত হন। কিন্তু অর্থের অভাবে চাষাবাদও ভালোভাবে করতে পারছিলেন না। তাই হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। এমন সময় পরিচিত জনের পরামর্শে তিনি উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসে যান এবং উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসারের পরামর্শ মোতাবেক রৈপাড়া অপ্রধান শস্য উৎপাদন দলের'' সদস্য হন এবং নিয়মিত সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। তিনি উক্ত প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণোত্তর অর্জিত জ্ঞান অর্জন করার পর তিনি অপ্রধান শস্য চাষে বিশেষ করে মরিচ ও ভুট্টা চাষে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেন। তিনি প্রকল্প থেকে প্রথম পর্যায়ে ১৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহন করেন। ঋণের টাকা দিয়ে তিনি ৩৩ শতাংশ জমিতে ভূট্টা চাষ শুরু করেন। প্রথম বছরই বাজারমূল্য ভালো থাকায় ভূট্টা বিক্রি করে তিনি প্রায় ৪৫,০০০ টাকা লাভ করেন । এভাবেই মোঃ মাহাবুর রহমান এর অপ্রধান শস্য চাষের যাত্রা শুরু হয়। এই ফসল চাষ করে তিনি বেশ ভালো লাভ করতে থাকেন। তিনি ঋণ পরিশোধ করে পরের বছরে পুণরায় উক্ত প্রকল্প থেকে ২০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই টাকা দিয়ে তিনি ৩৩ শতাংশ জায়গায় ভুট্টা ও ১০ শতাংশ জায়গায় মরিচ চাষ করেন। এবারও তিনি ফসল উৎপাদনে সফল হয়ে প্রায় ৬০,০০০ টাকা লাভ করেন। এর পর তাঁকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। কয়েক বছর আগে যেখানে মোঃ মাহাবুর রহমান পরিবারের খরচ ঠিকমত যোগাড় করতে পারতেন না, সেখানে তিনি এই কয়েক বছরে প্রকল্প হতে ধারাবাহিকভাবে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহন করে অপ্রধান শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে নিজের অভাব মিটিয়ে বেশ কিছু টাকা সঞ্চয় করেছেন। তিনি তাঁর বসতবাড়িটা পাকা করেছেন। তাঁর দুই ছেলের লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে বেশ সচ্ছলভাবে সংসার চালাচ্ছেন। সর্বশেষ ২০২৫ সালে তিনি উক্ত প্রকল্প থেকে ৩০০০০ টাকা ঋণ গ্রহন করে এক একর জমিতে ভূট্টা চাষ করেন যা বর্তমানে ফসল সংগ্রহ পর্যায়ে আছে। ভুট্রা থেকে বেশ ভালো টাকা লাভ করবেন বলে আশা করছেন। এভাবে তিনি প্রতি বছর ধারাবাহিকভাবে ঋণ গ্রহণ করার মাধ্যমে তার উৎপাদন কাজ চালাতে থাকেন। এখন তিনি তাঁর পরিবারের খরচ চালিয়েও বেশ ভালো টাকা সঞ্চয় করেন। অপ্রধান শস্য উৎপাদন করে তাঁর এই উন্নতি দেখে এলাকার অন্যান্য কৃষকরা অপ্রধান শস্য চাষে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠছে। অত্র এলাকার মাহাবুর রহমান একজন পরিশ্রমী কৃষক হিসেবে সকলের কাছে জনপ্রিয়। তাঁর এই দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের জন্য তিনি বিআরডিবি'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

নিজ ভুট্টা ক্ষেতে মাহবুবর রহমান

মোঃ মাহবুবর রহমান তাঁর উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণ করছেন

লাভলী বেগমের সফলতার গল্প

গাইবান্ধা জেলার সাদুল্ল্যাপুর উপজেলার দামোদরপুর ইউনিয়নের জামুডাঙ্গা গ্রামে দুই সন্তানসহ বসবাস করেন হতদরিদ্র মোছা. লাভলী বেগম। তাঁর দিনমজুর স্বামীর আয় দিয়ে ছয় জনের সংসারে ভরণপোষণ খুবই কষ্টের ছিল। অভাবের হাত থেকে বাঁচতে নিজের বসতভিটা বন্ধক রেখে সর্বশান্ত হতে চলেছিল লাভলির পরিবার। এমন সংকটময় সময়ে ২০১৯ সালে লাভলি বেগম বিআরডিবি'র আওতাধীন "গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের" মাঠ সংগঠকের পরামর্শে প্রকল্পের প্রাথমিক সদস্য হিসাবে সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হন। পূর্বে তিনি মাঝে মধ্যে হাতের সেলাইয়ের কাজকর্ম করতেন। কিন্তু উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণ না থাকায় এমব্রয়ডারি কাজ করতে পারতেন না। সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর তিনি প্রকল্পের আওতায় এমব্রয়ডারি'তে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং পাশাপাশি প্রকল্প হতে ২০২০ সালে ২০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে সুই, সুতা, ফ্রেম ও কাপড় ক্রয় করে এমব্রয়ডারি কাজ শুরু করেন। এ ব্যবসা থেকে অর্জিত মুনাফা দিয়ে ঋণের টাকা পরিশোধ করেন ও সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। ব্যবসার লাভ দেখে তিনি উৎসাহিত হয়ে ব্যবসার পরিসর বৃদ্ধি করে পুনরায় ২০২১ সালে ১.৫০ লক্ষ টাকা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেন। এভাবেই লাভলী বেগম বিআরডিবি'র সহযোগিতায় বড় উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠেছেন এবং তার অধীনে জামুডাঙ্গা এমব্রয়ডারি পল্লী গড়ে উঠেছে।

জামুডাঙ্গা এমব্রয়ডারি পল্লী সাদুল্লাপুর,গাইবান্ধা

বর্তমানে তাঁর পল্লীতে প্রায় ৪০০ জন মহিলা প্রতিদিন কাজ করেন। জামুডাঙ্গা এমব্রয়ডারি পল্লী উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে এ পল্লীতে থ্রিপিচ, টুপিচ, নকশি কাঁথা, শাড়ি ও পাঞ্জাবী ইত্যাদি পণ্য তৈরী হচ্ছে। উৎপাদিত পণ্য বিআরডিবি র সহায়তায়'স্থানীয় বাজার ছাড়াও রংপুর ,ঢাকা ,কারুপল্লী ও আড়ং এ বিক্রি হচ্ছে। এখন তার খরচ বাদে মাসিক আয় আনুমানিক ৩৫,০০০ টাকা। এ পল্লীর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও পল্লীর সদস্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে। বিআরডিবি'র সহযোগিতায় লাভলী বেগম আজ সফল নারী উদ্যোক্তা। এখন দুই ছেলে মেয়েকে তিনি স্কুলে পাঠাচ্ছেন। লাভলীর বাড়ি এখন জামুডাঙ্গা পল্লী হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত। লাভলি বেগমের সফলতার কাহিনী উপজেলার অনেকের কাছেই এক অনুকরণীয় মডেল। মহাজনের চড়া সুদের কবল থেকে বসত-ভিটা রক্ষাসহ পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা এনে দিয়ে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি বিআরডিবিকে ধন্যবাদ জানান।

হোগলা পাতার পণ্যে আরজু খাতুনের সফলতা

রংপুর জেলাধীন গংগাচড়া উপজেলার গজঘন্টা ইউনিয়নের কিসামত হাবু গ্রামের বাসিন্দা মোছাঃ আরজু খাতুন। তাঁর পিতা একজন দিনমজুর। দুই ভাই ও তিন বোনসহ মোট পাঁচ জনের সংসার চালানো তার বাবার পক্ষে ছিল অসাধ্য। দিন আনে দিন খায় এমন এক দরিদ্র ঘরের সন্তান তিনি। অভাবের কারণে পিতা বাধ্য হয়ে তাকে এসএসসি পাশের পরপরই বিয়ে দিয়ে দেন। ফলে তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। স্বামীর সংসারে এসে অভাব অনটন ছিল তাদের নিত্য দিনের ঘটনা। অভাবের সংসারে তাদের পরপর দুই সন্তানের জন্ম হলে তাদের ব্যয় ভার মিটাতে স্বামী ও স্ত্রী দুজনই দিশেহারা হয়ে পড়েন। একজনের আয়ে কোনোভাবেই সংসার চালাতে পারতেন না। পরিবারের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না তার। তিন বেলা ঠিকমতো খেতে পারতেন না তিনি। আরজু খাতুন ছিলেন উদ্যোগী ও উদ্যোমী নারী। তিনি নিজের চেষ্টায় বিভিন্ন সময়ে হাতের কাজ করে আয় বাড়ানোর চেষ্টা করতেন, কিন্তু অর্থের অভাবে কোন লাভ হতো না। তবুও তিনি থেমে থাকেন নি। এমন পরিস্থিতিতে বিআরডিবি'র আওতাধীন ''দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) প্রকল্প'' এর মাঠ সংগঠকের মাধ্যমে জানতে পারেন তার গ্রামে উক্ত প্রকল্প হতে সমিতি গঠন করা হবে এবং হোগলা পাতা দিয়ে সৌখিন পণ্য (কুঠির শিল্প) তৈরীর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। মাঠ সংগঠকের পরামর্শে তিনি কিসামত হাবু পল্লী উন্নয়ন মহিলা সমিতির সদস্য হন। সমিতিতে অন্তর্ভুক্তির পর মাঠ সংগঠকের কাছ থেকে সমস্ত নিয়মকানুন জেনে নেন এবং নিয়মিত সঞ্চয় জমার মাধ্যমে পুজি গঠন করেন। তিনি প্রকল্পের মাধ্যমে হোগলা পাতার উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এতে এ কাজে তাঁর দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি তিনি প্রকল্প হতে ২০২৪ সালে প্রথম দফায় ৩০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণের টাকা ও তার নিজস্ব আয়ের অর্থ দ্বারা তিনি নিজ বাড়িতে হোগলা ও কাশিয়া পাতার ঝুড়ি তৈরীর ক্ষুদ্র কারখানা তৈরী করেন, সেখানে সতিতির অন্যান্য সদস্যরাও হোগলা পাতার ঝুড়ি তৈরী করে থাকেন। বর্তমানে তিনি দৈনিক ৩০০ টাকা বা তাঁর অধিক আয় করেন। আয়ের অর্থ দিয়ে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেন, পাশাপাশি পরিবারের জন্য কিছু ব্যয় করতে থাকেন। তার মাসিক আয় ৮,০০০-১০,০০০ টাকা। তিনি এখন ছেলে মেয়েদের স্কুলে পড়াতে পারেন। মোছাঃ আরজু খাতুন পরিবারে অভাব অনটন মেটাতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে তিনি অত্র উপজেলার ইরেসপো প্রকল্পভুক্ত একজন সফল স্বাবলম্বী নারী উদ্যোক্তা। তাঁর সাফল্য দেখে অনেকে হোগলা ও কাশিয়া পাতার ঝুড়ি তৈরীর কাজে যুক্ত হয়েছেন। জীবন সংগ্রামে সফল এই নারী তার উদ্যোগে নিজের আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি কিসামত হাবু পল্লী উন্নয়ন মহিলা সমিতির প্রায় সকল সদস্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন। বর্তমানে উক্ত গ্রামে তিনি একজন সম্মানীত নারী হিসাবে সকলের নিকট সমাদৃত এবং অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি আজকের অবস্থানে পৌঁছার জন্য বিআরডিবি'র প্রতি কৃতজ্ঞ।

আরজু খাতুনের হোগলা পাতা দিয়ে তৈরী সামগ্রী

মাল্টা চাষে সফল মোহাম্মদ আব্দুর রব

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় বাস্তবায়নাধীন পল্লী প্রগতি কর্মসূচির একজন গর্বিত সদস্য জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রব। তিনি সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণভাগ চৌধুরীপাড়া এলাকার মোহাম্মদ মকবুল আলীর সন্তান। গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করার পর তিনি সরকারি চাকরির পেছনে না ছুটে নিজ এলাকার উন্নয়ন ও পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর স্বপ্ন দেখেন। সেই ভাবনা থেকেই ২০১৭ সালে তিনি ১৭ একর জমি লিজ নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন '**আলভীনা গার্ডেন এন্ড ইকোপার্ক**'। পাশাপাশি তিনি পল্লী প্রগতি কর্মসূচির কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ ইকোপার্কটি ধীরে ধীরে স্থানীয় ও বাইরের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে গড়ে ওঠে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০০ জন পর্যটক এখানে ভ্রমণ করেন। কিন্তু ২০১৯ সালে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে পর্যটন ব্যবসা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে তিনি বড় আর্থিক সংকটে পড়েন। পরিবার ও পার্কের ব্যয় নির্বাহ করা তখন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে তিনি হাল ছাড়েননি। পরিশ্রমী ও দূরদর্শী উদ্যোক্তা হিসেবে নতুন করে ভাবতে শুরু করেন কিভাবে ব্যবসাটি টিকিয়ে রাখা যায়। তাই বিআরডিবি'র পল্লী প্রগতি কর্মসূচি থেকে তিনি ১,০০,০০০ টাকা উদ্যোক্তা ঋণের জন্য আবেদন করেন এবং সেই অর্থে কৃষিভিত্তিক উৎপাদনের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি পার্কের ১০ একর জমিতে সুমিষ্ট জাতের 'জলদুপ আনারস' এবং ৩ একর জমিতে লেবু, মাল্টা, কমলা ও কফি চাষ শুরু করেন। ধীরে ধীরে তাঁর এই উদ্যোগ সফলতা লাভ করে। বর্তমানে তিনি সকল ব্যয় বাদ দিয়ে দৈনিক গড়ে প্রায় ৫,০০০ টাকা লাভ করছেন এবং বছরে আনুমানিক ১৮,০০,০০০ টাকা আয় করছেন। আয়ের অর্থ দিয়ে তিনি পরিবারের সচ্ছলতা নিশ্চিত করেছেন, দুই কন্যার পড়াশোনার খরচ বহন করছেন এবং নিয়মিতভাবে ব্যবসার পরিধি সম্প্রসারণ করছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ২৫-৩০ জন স্থানীয় মানুষ স্থায়ীভাবে কর্মরত রয়েছেন, যা স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, মানবসম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে তিনি স্থানীয় কৃষকদের আনারস, লেবু, মাল্টা, কমলা ও কফি চাষে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। তাঁর উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ভালো হওয়ায় সেগুলো স্থানীয় বাজারের চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলাতেও সরবরাহ করা হচ্ছে।তিনি আধুনিক বিপণন পদ্ধতিও গ্রহণ করেছেন—নিজ প্রতিষ্ঠানের নামে অনলাইন শপ, ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে পর্যটন এবং কৃষিপণ্য প্রচার ও বিক্রি করছেন। তাঁর এই সফল উদ্যোক্তা উদ্যোগ বর্তমানে উপজেলা ও জেলা ছাড়িয়ে সারাদেশে প্রশংসিত হয়েছে। তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন—"বিআরডিবি'র সহায়তা না পেলে হয়তো আমি আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারতাম না। বিআরডিবি আমার সফলতার পেছনে সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা।" এইভাবেই তিনি হয়ে উঠেছেন এক সফল গ্রামীণ উদ্যোক্তা—যিনি একদিকে পর্যটন, অন্যদিকে কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতি ও সমাজে এনেছেন এক ইতিবাচক পরিবর্তন।

জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রব ও তার মাল্টা বাগান

দশম অধ্যায়

বিআরডিবি'র গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল

১০.১ সদরদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের টেলিফোন নম্বর

ক্রম	পদবী	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন (দাপ্তরিক)	ই-মেইল
মহাপরিচালকের দপ্তর					
১	মহাপরিচালক	৪১০১০৩২০	১০১	০১৯৯১-১৩২০০০	dg@brdb.gov.bd/ dgbrdb@gmail.com
২	মহাপরিচালকের একান্ত সচিব	৫৫০১১৬৯৬	১০২	০১৯৯১-১৩২১০০	psdg@brdb.gov.bd
৩	উপপরিচালক (জনসংযোগ)	৫৫০১১৭৩৪	১০৩	০১৯৯১-১৩২০৪০	ddprc@brdb.gov.bd
৪	সহকারি পরিচালক (জনসংযোগ)	৫৫০১১৬৪৩	১৪৫	০১৯৯১-১৩২০৪৮	adprc@brdb.gov.bd
প্রশাসন বিভাগ					
৫	পরিচালক (প্রশাসন)	৫৫০১১৬৯৭	১০৪	০১৯৯১-১৩২০০১	dradmn@brdb.gov.bd
৬	যুগ্মপরিচালক (প্রশাসন)	৪১০১০৩২৪	১১৩	০১৯৯১-১৩২০০৭	jdadmn@brdb.gov.bd
৭	উপপরিচালক (প্রশাসন)	৪১০১০৩২৮	১১৪	০১৯৯১-১৩২০১৭	ddadmn1@brdb.gov.bd
৮	সহকারি পরিচালক (প্রশাসন-১)	৫৫০১১৬৪৪	১০৮	০১৯৯১-১৩২০৫১	adper1@brdb.gov.bd
৯	সহকারি পরিচালক (প্রশাসন-২)	৫৫০১১৬৪৫	১২১	০১৯৯১-১৩২০৫২	adper2@brdb.gov.bd
১০	সহকারি পরিচালক (প্রশাসন-৩)	৫৫০১১৬৪৬	১২০	০১৯৯১-১৩২০৫৩	adper3@brdb.gov.bd
১১	সহকারি পরিচালক (প্রশাসন-৪)	৫৫০১১৬৪৭	১৭৫	০১৯৯১-১৩২০৫৪	adper4@brdb.gov.bd
১২	সহকারি পরিচালক (শৃঙ্খলা)	৫৫০১১৬৪৯	১৫৩	০১৯৯১-১৩২০৫৫	addiscipline@brdb.gov.bd
১৩	সহকারি পরিচালক (পেনশন প্রশাসন)	৫৫০১২৩১১	১১৬	০১৯৯১-১৩২০৫৬	adpension@brdb.gov.bd
১৪	সহকারি পরিচালক (আইনকোষ-১)	৫৫০১২৩১২	২১২	০১৯৯১-১৩২০৫৫	addiscipline@brdb.gov.bd
১৫	সহকারি পরিচালক (আইনকোষ-২)	৫৫০১২৩১৩	-	০১৯৯১-১৩২০৫২	addiscipline@brdb.gov.bd
১৬	উপপরিচালক (প্রশাসন-২)	৫৫০১১৭৩৬	১০৭	০১৯৯১-১৩২০১৮	ddadmn2@brdb.gov.bd
১৭	সহকারি পরিচালক (সাধারণ পরিচর্যা)	৫৫০১১৬৪১	১০৬	০১৯৯১-১৩২০৫০	adcomserv@brdb.gov.bd
১৮	সহকারি পরিচালক (যানবাহন)	৫৫০১১৬৪২	১১১	০১৯৯১-১৩২০৫৭	adtransport@brdb.gov.bd
অর্থ বিভাগ ও হিসাব বিভাগ					
১৯	পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	৫৫০১১৬৯৮	১২৪	০১৯৯১-১৩২০০২	drfinance@brdb.gov.bd
২০	যুগ্মপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	৪১০১০৩২৫	১২৫	০১৯৯১-১৩২০০৮	jdfinance@brdb.gov.bd
২১	যুগ্মপরিচালক (নিরীক্ষা)	৪১০১০৩২৭	১৫২	০১৯৯১-১৩২০০৯	jdaudit@brdb.gov.bd
২২	উপপরিচালক (হিসাব)	৪১০১০৩৩০	১২৭	০১৯৯১-১৩২০১৯	ddaccts@brdb.gov.bd
২৩	উপপরিচালক (অর্থ ও বাজেট)	৫৫০১১৭৩৭	১২৮	০১৯৯১-১৩২০২০	ddbudget@brdb.gov.bd
২৪	উপপরিচালক (নিরীক্ষা)	৪১০১০৩৩১	১৫৯	০১৯৯১-১৩২০২১	ddaudit@brdb.gov.bd
২৫	সহকারি পরিচালক (হিসাব-১)	৫৫০১১৬৫৪	১৩২	০১৯৯১-১৩২০৫৮	adaccts1@brdb.gov.bd
২৬	সহকারি পরিচালক (হিসাব-২)	৫৫০১১৬৫৫	১৯৫	০১৯৯১-১৩২০৫৯	adaccts2@brdb.gov.bd
২৭	সহকারি পরিচালক (হিসাব-পেনশন)	৫৫০১১৬৫৩	১৩৪	-	adacctspen1@brdb.gov.bd
২৮	সহকারি পরিচালক (বাজেট)	৫৫০১১৬৫২	১৬৯	০১৯৯১-১৩২০৬২	adbudget1@brdb.gov.bd
২৯	সহকারি পরিচালক (নিরীক্ষা-১)	৫৫০১১৬৫৬	১৯৩	০১৯৯১-১৩২০৬০	adaudit1@brdb.gov.bd
৩০	সহকারি পরিচালক (নিরীক্ষা-২)	৫৫০১১৬৮৪	১৬৩	০১৯৯১-১৩২০৬১	adaudit2@brdb.gov.bd
পরিকল্পনা বিভাগ					
৩১	পরিচালক (পরিকল্পনা)	৫৫০১১৬৯৯	১৩৭	০১৯৯১-১৩২০০৪	drplan@brdb.gov.bd
৩২	যুগ্মপরিচালক (আরইএম)	৪১০১০৩২৬	১৩৫	০১৯৯১-১৩২০১৩	jdrem@brdb.gov.bd
৩৩	যুগ্মপরিচালক (নির্মাণ)	৫৫০১১৭২৯	১৩৯	০১৯৯১-১৩২০১২	jdconst@brdb.gov.bd
৩৪	উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	৪১০১০৩২৯	১২৯	০১৯৯১-১৩২০৩৪	ddplan@brdb.gov.bd
৩৫	উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)	৪১০১০৩৩৭	১৩৬	০১৯৯১-১৩২০৩৩	ddevalu@brdb.gov.bd
৩৬	উপপরিচালক (পরিবীক্ষণ)	৫৫০১১৭৩৫	১৪১	০১৯৯১-১৩২০৩২	ddmonitor@brdb.gov.bd
৩৭	উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং)	৪১০১০৩৩৪	১৪৩	০১৯৯১-১৩২০৩১	ddprog@brdb.gov.bd
৩৮	সহকারি পরিচালক (পরিকল্পনা-১)	৫৫০১১৬৮০	১৬১	০১৯৯১-১৩২০৮৭	adplan1@brdb.gov.bd

৩৯	সহকারি পরিচালক (পরিকল্পনা-২)	৫৫০১১৬৭৯	১৯৭	০১৯৯১১৩২০৮৮	adplan2@brdb.gov.bd
৪০	সহকারি পরিচালক (মূল্যায়ন-১)	৫৫০১১৬৮১	১১৮	০১৯৯১১৩২০৯১	adevalu@brdb.gov.bd
৪১	সহকারি পরিচালক (মূল্যায়ন-২)	৫৫০১১৬৮২	-	০১৯৯১১৩২০৯২	adevalu2@brdb.gov.bd
৪২	লাইব্রেরিয়ান	৫৫০১১৬৭৫	১৮৫	০১৯৯১১৩২০৯৪	librarian@brdb.gov.bd
৪৩	সহকারি পরিচালক (মনিটরিং-১)	৫৫০১১৬৭৮	১৯৯	০১৯৯১১৩২০৮৫	admonitor1@brdb.gov.bd
৪৪	সহকারি পরিচালক (মনিটরিং-২)	৫৫০১১৬৭৭	১৮৭	০১৯৯১১৩২০৮৬	admonitor2@brdb.gov.bd
৪৫	সহকারি পরিচালক (প্রোগ্রামিং)	৫৫০১১৬৫০	২১৫	০১৯৯১১৩২০৯৫	adprog@brdb.gov.bd
৪৬	সহকারি মেইনটিনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	৫৫০১১৬৭৬	২১৪	-	ame@brdb.gov.bd
৪৭	সহকারি পরিচালক (নির্মাণ-১)	৫৫০১১৬৮৩	-	০১৯৯১১৩২০৯৬	adconst@brdb.gov.bd
৪৮	সহকারি পরিচালক (নির্মাণ-২)	৫৫০১১৬৭৪	১৮৬	০১৯৯১১৩২০৯৭	adconst2@brdb.gov.bd
সরেজমিন বিভাগ					
৪৯	পরিচালক (সরেজমিন)	৪১০১০৩২২	১৫৭	০১৯৯১১৩২০০৩	drfs@brdb.gov.bd
৫০	যুগ্মপরিচালক (সিসিএম)	৫৫০১১৭৩১	১৬৫	০১৯৯১১৩২০১১	jdccm@brdb.gov.bd
৫১	যুগ্মপরিচালক (সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প)	৫৫০১১৭৩০	১১৭	০১৯৯১১৩২০১০	jdesp@brdb.gov.bd
৫২	উপপরিচালক (ঋণ)	৪১০১০৩৪০	১১৫	০১৯৯১১৩২০২৯	ddcredit@brdb.gov.bd
৫৩	উপপরিচালক (সমবায়)	৪১০১০৩৩৫	১৬৮	০১৯৯১১৩২০২৩	ddcoop@brdb.gov.bd
৫৪	উপপরিচালক (মার্কেটিং)	৪১০১০৩৩৮	১৩০	০১৯৯১১৩২০৩০	ddmarketing@brdb.gov.bd
৫৫	উপপরিচালক (সেচ)	৪১০১০৩৩৯	১৬০	০১৯৯১১৩২০২৮	ddirrigation@brdb.gov.bd
৫৬	উপপরিচালক (সম্প্রসারণ)	৫৫০১১৭৫১	১৬৬	০১৯৯১১৩২০২৪	ddextension@brdb.gov.bd
৫৭	উপপরিচালক (বিশেষ প্রকল্প)	৫৫০১১৭৫০	১৩১	০১৯৯১১৩২০২৫	ddspproject@brdb.gov.bd
৫৮	উপপরিচালক (পরিদর্শন)	৪১০১০৩৩২	১৫৮	০১৯৯১১৩২০২২	ddinspect@brdb.gov.bd
৫৯	সহকারি পরিচালক (সমবায়-১)	৫৫০১১৬৬৭	২০৬	০১৯৯১১৩২০৬৮	adcoop@brdb.gov.bd
৬০	সহকারি পরিচালক (সমবায়-২)	৫৫০১১৬৬৬	১৭৯	০১৯৯১১৩২০৬৯	adcoop2@brdb.gov.bd
৬১	সহকারি পরিচালক (ঋণ-১)	৫৫০১১৬৬৮	১৮৩	০১৯৯১১৩২০৭০	adcredit1@brdb.gov.bd
৬২	সহকারি পরিচালক (ঋণ-২)	৫৫০১১৬৬৯	১৯৮	০১৯৯১১৩২০৭১	adcredit2@brdb.gov.bd
৬৩	সহকারি পরিচালক (মাকেটিং)	৫৫০১১৬৬৫	১৮২	০১৯৯১১৩২০৬৬	admarketing@brdb.gov.bd
৬৪	সহকারি পরিচালক (সেচ)	৫৫০১১৬৭০	১৫৫	০১৯৯১১৩২০৭৩	adirrigation1@brdb.gov.bd
৬৫	সহকারি পরিচালক (এলএলপি)	৫৫০১১৬৭১	-	০১৯৯১১৩২০৭২	adllp@brdb.gov.bd
৬৬	সহকারি পরিচালক (সম্প্রসারণ-১)	৫৫০১১৬৬৩	১৮১	০১৯৯১১৩২০৮২	adextension1@brdb.gov.bd
৬৭	সহকারি পরিচালক (সম্প্রসারণ-২)	৫৫০১১৬৬৪	২০৯	০১৯৯১১৩২০৭৬	adextension2@brdb.gov.bd
৬৮	সহকারি পরিচালক (বিশেষ প্রকল্প-১)	৫৫০১১৬৭২	১৯৪	০১৯৯১১৩২০৭৪	adspproject1@brdb.gov.bd
৬৯	সহকারি পরিচালক (বিশেষ প্রকল্প-২)	৫৫০১১৬৭৩	২০৮	০১৯৯১১৩২০৭৫	adspproject2@brdb.gov.bd
৭০	সহকারি পরিচালক (পরিদর্শন-১)	৫৫০১১৬৫৭	১৬৪	০১৯৯১১৩২০৬৪	adinspect1@brdb.gov.bd
৭১	সহকারি পরিচালক (পরিদর্শন-২)	৫৫০১১৬৫৮	১১০	০১৯৯১১৩২০৬৫	adinspect2@brdb.gov.bd
প্রশিক্ষণ বিভাগ					
৭২	পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৪১০১০৩২৩	১৪৯	০১৯৯১১৩২০০৫	drtraining@brdb.gov.bd
৭৩	উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৪১০১০৩৩৬	১৫০	০১৯৯১১৩২০৩৫	ddtraining@brdb.gov.bd
৭৪	সহকারি পরিচালক (প্রশিক্ষণ-১)	৫৫০১১৬৬১	১৮৪	০১৯৯১১৩২০৯৮	adtraining@brdb.gov.bd
৭৫	সহকারি পরিচালক (প্রশিক্ষণ-২)	৫৫০১১৬৬০	২০৭	০১৯৯১১৩২০৯৯	adtraining2@brdb.gov.bd
৭৬	আর্টিস্ট	৫৫০১১৬৬২	-	-	artist@brdb.gov.bd
মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ					
৭৭	যুগ্মপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন)	৫৫০১১৭৩২	১৪২	০১৯৯১১৩২০১৪	jdwdev@brdb.gov.bd
৭৮	উপপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন-১)	৫৫০১১৭৩৮	১৩৮	০১৯৯১১৩২০২৬	ddwdevelop1@brdb.gov.bd
৭৯	উপপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন-২)	৫৫০১১৭৫২	১৪০	০১৯৯১১৩২০২৭	ddwdevelop2@brdb.gov.bd
৮০	সহকারি পরিচলক (মহিলা উন্নয়ন-১)	৫৫০১১৬৫৯	১৪৭	০১৯৯১১৩২০৭৭	adwdevelop1@brdb.gov.bd
৮১	সহকারি পরিচলক (মহিলা উন্নয়ন-২)	৫৫০১১৬৫১	১৭৮	০১৯৯১১৩২০৭৮	adwdevelop2@brdb.gov.bd
৮২	সহকারি পরিচলক (মহিলা উন্নয়ন-৩)	-	১৪৬	০১৯৯১১৩২০৭৯	adwdevelop3@brdb.gov.bd

১০.২ প্রকল্প/ কর্মসূচি দপ্তরসমূহের টেলিফোন নম্বর

ক্রম	পদবী	টেলিফোন	পিএবিএক্স	ইমেইল
১	প্রকল্প পরিচালক (পল্লী প্রগতি কর্মসূচি)	৫৫০১১৭৪৬	১২৬	pdpallipragati@gmail.com
২	প্রকল্প পরিচালক (পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-পজীপ)	৪১০১০৩৪৯	১১২	pdrlp2brdb@gmail.com
৩	উপ প্রকল্প পরিচালক (পজীপ, প্রশাসন)	৪১০১০৩৪৮	১২২	-
৪	উপ প্রকল্প পরিচালক (পজীপ, অর্থ ও হিসাব)	৪১০১০৩৪৮	১২৩	-
৫	কর্মসূচি পরিচালক (পদাবিক)	৫৫০১১৭৪৮	১০৫	padabik@gmail.com
৬	উপপরিচালক (পদাবিক)	-	১০৯	-
৭	প্রকল্প পরিচালক (পিআরডিপি-৩)	৫৫০১১৭৪১	১৫১	prdp3brdb@gmail.com
৮	উপপরিচালক (পিআরডিপি-৩)	৫৫০১১৭৪০	১৬৭	prdp3brdb@gmail.com
৯	প্রকল্প পরিচালক (উদকনিক, রংপুর)	৫৫০১৩২৬৪	-	pduhdkonik@gmail.com
১০	উপ প্রকল্প পরিচালক (উদকনিক)	৮১৮০০৪৭	১৯২	-
১১	নির্বাহী পরিচালক (পিইপি, ফরিদপুর)	৪৭৪৪০৪৫৯৮	-	pepfrd@gmail.com
১২	প্রকল্প পরিচালক (ইরেসপো)	৪১০১০৩৪১	১৮৮	iresppwad@gmail.com
১৩	উপ প্রকল্প পরিচালক (অর্থ ও উন্নয়ন) ইরেসপো	৪১০১০৩৪২	১৯১	-
১৪	উপ প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) ইরেসপো	৪১০১০৩৪৩	-	-
১৫	প্রকল্প পরিচালক (অপ্রধান শস্য প্রকল্প)	৫৫০১১৭৪৯	-	pdmcpmp@gmail.com
১৬	উপপ্রকল্প পরিচালক (অপ্রধান শস্য প্রকল্প)	৫৫০১২০৩৪	-	pdmcpmp@gmail.com
১৭	উপপ্রকল্প পরিচালক (সিভিডিপি	৫৫০১১৭৪২	-	cvdp3brdb@gmail.com
		অন্যান্য		
১৮	কারুপল্লী	৪১০১০৩৩৩	-	karupallibrdb@yahoo.com

১০.৩ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের টেলিফোন নম্বর

ক্রম	পদবী	টেলিফোন	মোবাইল ফোন (দাপ্তরিক)	ইমেইল
১	পরিচালক, বিআরডিটিআই	০২৯৯৬৬৪২৭৭২	০১৯৯১১৩২০০৬	drbrdti@brdb.gov.bd
২	যুগ্মপরিচালক, বিআরডিটিআই	০২৯৯৬৬৪২৭৫৬	-	-
৩	এনআরডিটিসি, নোয়াখালী	০২৩৩৪৪৯১০৫৬	–	ddnrdtc@gmail.com
৪	মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাঙ্গাইল	০২৯৯৭৭৫৩৫৮৮	০১৯৯১১৩৩৭২১	lmtctangail@yahoo.com

১০.৪ জেলার উপপরিচালকবৃন্দের টেলিফোন নম্বর

ক্রঃ নং	জেলার নাম	দাপ্তরিক ফোন	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
১	পঞ্চগড়	০২৫৮৯৯৪২০৪২	০১৯৯১১৩২১০১	ddpanchagar@brdb.gov.bd
২	ঠাকুরগাঁও	০২৫৮৭৭৩৩৭৯৮	০১৯৯১১৩২১০২	ddthakurgaon@brdb.gov.bd
৩	দিনাজপুর	০২৫৮৯৯২৩২৭৪	০১৯৯১১৩২১০৩	dddinajpur@brdb.gov.bd
৪	নীলফামারী	০২৫৮৯৯৫৫৫৯০	০১৯৯১১৩২১০৪	ddnilphamari@brdb.gov.bd
৫	লালমনিরহাট	০২৫৮৯৯৮৬৭৩৭	০১৯৯১১৩২১০৫	ddlalmonirhat@brdb.gov.bd
৬	কুড়িগ্রাম	০২৫৮৯৯৫০১৬১	০১৯৯১১৩২১০৭	ddkurigram@brdb.gov.bd
৭	রংপুর	০২৫৮৯৯৬৫৪০২	০১৯৯১১৩২১০৬	ddrangpur@brdb.gov.bd
৮	গাইবান্ধা	০২৫৮৮৮৭৭৫৫৮	০১৯৯১১৩২১০৮	ddgaibanda@brdb.gov.bd
৯	জয়পুরহাট	০২৫৮৯৯১৫৮০০	০১৯৯১১৩২১০৯	ddjoypurhat@brdb.gov.bd
১০	বগুড়া	০২৫৮৯৯০৫১২১	০১৯৯১১৩২১১০	ddbogra@brdb.gov.bd
১১	সিরাজগঞ্জ	০২৫৮৮৮৩০৬৪৯	০১৯৯১১৩২১১৫	ddsirajgonj@brdb.gov.bd
১২	পাবনা	০২৫৮৮৮০৫১৩৮	০১৯৯১১৩২১১৬	ddpabna@brdb.gov.bd
১৩	নাটোর	০২৫৮৮৮৭২৬১৯	০১৯৯১১৩২১১২	ddnator@brdb.gov.bd
১৪	নওগাঁ	০২৫৮৮৮৮১৭০০	০১৯৯১১৩২১১১	ddnaogaon@brdb.gov.bd
১৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০২৫৮৮৮৯২৬৯৪	০১৯৯১১৩২১১৩	ddcngonj@brdb.gov.bd
১৬	রাজশাহী	০২৫৮৮৮৫১১৩০	০১৯৯১১৩২১১৪	ddrajshahi@brdb.gov.bd
১৭	কুষ্টিয়া	০২৪৭৭৭৮২৪৮৭	০১৯৯১১৩২১১৭	ddkushtia@brdb.gov.bd
১৮	মেহেরপুর	০২৪৭৭৭৯২৬৬৮	০১৯৯১১৩২১১৮	ddmeherpur@brdb.gov.bd
১৯	চুয়াডাঙ্গা	০২৪৭৭৭৮৭৫৬২	০১৯৯১১৩২১১৯	ddchuadanga@brdb.gov.bd
২০	ঝিনাইদহ	০২৪৭৭৭৪৭১৪৭	০১৯৯১১৩২১২০	ddjhenaidha@brdb.gov.bd
২১	মাগুরা	০২৪৭৭৭১০৭১২	০১৯৯১১৩২১২১	ddmagura@brdb.gov.bd
২২	যশোর	০২৪৭৭৭৬২৫৩৪	০১৯৯১১৩২১২৩	ddjessore@brdb.gov.bd
২৩	নড়াইল	০২৪৭৭৭৩০৯৮	০১৯৯১১৩২১২২	ddnarail@brdb.gov.bd
২৪	সাতক্ষীরা	০২৪৭৭৭৪১১৩৭	০১৯৯১১৩২১২৪	ddsatkhira@brdb.gov.bd
২৫	খুলনা	০২৪৭৭৭০০১৬৯	০১৯৯১১৩২১২৫	ddkhulna@brdb.gov.bd
২৬	বাগেরহাট	০২৪৭৭৭৫২৫১৪	০১৯৯১১৩২১২৬	ddbagerhat@brdb.gov.bd
২৭	বরগুনা	০২৪৭৮৮৮৬৫৫০	০১৯৯১১৩২১৩২	ddborguna@brdb.gov.bd
২৮	পটুয়াখালী	০২৪৭৮৮৩৫৩৮৪	০১৯৯১১৩২১৩১	ddpatuakhali@brdb.gov.bd
২৯	ভোলা	০২৪৭৮৮৯৩১৪৩	০১৯৯১১৩২১৩০	ddbhola@brdb.gov.bd
৩০	বরিশাল	০২৪৭৮৮৬১৪১৫	০১৯৯১১৩২১২৯	ddbarisal@brdb.gov.bd
৩১	ঝালকাঠি	০২৪৭৮৮৭৫৬৪২	০১৯৯১১৩২১২৮	ddjhalokati@brdb.gov.bd
৩২	পিরোজপুর	০২৪৭৮৮৯০৫৮৯	০১৯৯১১৩২১২৭	ddpirojpur@brdb.gov.bd
৩৩	গোপালগঞ্জ	০২৪৭৮৮২১৭৪৫	০১৯৯১১৩২১৪৭	ddgopalgonj@brdb.gov.bd
৩৪	মাদারীপুর	০২৪৭৮৮১১৪৫০	০১৯৯১১৩২১৪৮	ddmadaripur@brdb.gov.bd
৩৫	শরীয়তপুর	০২৪৭৮৮১৫২২২	০১৯৯১১৩২১৪৯	ddshariatpur@brdb.gov.bd
৩৬	ফরিদপুর	০২৪৭৮৮০২৬৬২	০১৯৯১১৩২১৪৫	ddfaridpur@brdb.gov.bd
৩৭	রাজবাড়ি	০২৪৭৮৮০৭৫২৪	০১৯৯১১৩২১৪৬	ddrajbari@brdb.gov.bd
৩৮	মানিকগঞ্জ	০২৯৯৬৬১০৪২৯	০১৯৯১১৩২১৩৯	ddmanikgonj@brdb.gov.bd
৩৯	ঢাকা	০২৫৮৩১৪৬৬১২	০১৯৯১১৩২১৪০	dddhaka@brdb.gov.bd
৪০	মুন্সিগঞ্জ	০২৯৯৭৭৩১২৩১	০১৯৯১১৩২১৪৪	ddmunshigonj@ brdb.gov.bd

৪১	নারায়নগঞ্জ	০২২২৪৪২৭২৬১	০১৯৯১-১৩২১৪৩	ddnarayangonj@brdb.gov.bd
৪২	নরসিংদী	০২২২৪৪৫২৪৫০	০১৯৯১-১৩২১৪২	ddnarsingdi@brdb.gov.bd
৪৩	গাজীপুর	০২২২৪৪২৩২৬৭	০১৯৯১-১৩২১৪১	ddgazipur@brdb.gov.bd
৪৪	টাঙ্গাইল	০২৯৯৭৭৫৩৫৬৫	০১৯৯১-১৩২১৩৭	ddtangail@brdb.gov.bd
৪৫	জামালপুর	০২৯৯৭৭৭২৭৭৪	০১৯৯১-১৩২১৩৬	ddjamalpur@brdb.gov.bd
৪৬	শেরপুর	০২৯৯৭৭৮১৫৬৬	০১৯৯১-১৩২১৩৫	ddsherpur@brdb.gov.bd
৪৭	ময়মনসিংহ	০২৯৯৭৭১০৬৩২	০১৯৯১-১৩২১৩৪	ddmymensingh@brdb.gov.bd
৪৮	কিশোরগঞ্জ	০২৯৯৭৭৬১৫৪২	০১৯৯১-১৩২১৩৮	ddkishoreganj@brdb.gov.bd
৪৯	নেত্রকোনা	০২৯৯৬৬৫১৮০৬	০১৯৯১-১৩২১৩৩	ddnetrokona@brdb.gov.bd
৫০	সুনামগঞ্জ	০২৯৯৬৬০০০৮৪	০১৯৯১-১৩২১৫০	ddsunamganj@brdb.gov.bd
৫১	সিলেট	০২৯৯৬৬৪২৭৭৪	০১৯৯১-১৩২১৫১	ddsylhet@brdb.gov.bd
৫২	মৌলভীবাজার	০২৪১১১০৩২০	০১৯৯১-১৩২১৫২	ddmbazar@brdb.gov.bd
৫৩	হবিগঞ্জ	০২৯৯৬৬০৬৪৪৩	০১৯৯১-১৩২১৫৩	ddhabigonj@brdb.gov.bd
৫৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০২৩৩৪৪২৮২৪৭	০১৯৯১-১৩২১৫৪	ddbbaria@brdb.gov.bd
৫৫	কুমিল্লা	০২৩৩৪৪০৬১১২	০১৯৯১-১৩২১৫৫	ddcomilla@brdb.gov.bd
৫৬	চাঁদপুর	০২৩৩৪৪৮৭৫৬৭	০১৯৯১-১৩২১৫৬	ddchandpur@brdb.gov.bd
৫৭	নোয়াখালী	০২৩৩৪৪৬২২৪১	০১৯৯১-১৩২১৫৮	ddnoakhali@brdb.gov.bd
৫৮	লক্ষীপুর	০২৩৩৪৪৪১২৩৪	০১৯৯১-১৩২১৫৭	ddlaxmipur@brdb.gov.bd
৫৯	ফেনী	০২৩৩৪৪৭৫০৯৯	০১৯৯১-১৩২১৫৯	ddfeni@brdb.gov.bd
৬০	চট্টগ্রাম	০২৩৩৪৪৭০৩৯০	০১৯৯১-১৩২১৬০	ddchittagong@brdb.gov.bd
৬১	কক্সবাজার	০২৫১০৬০২৭৩	০১৯৯১-১৩২১৬১	ddcoxsbazar@brdb.gov.bd
৬২	বান্দরবান	০২৩৩৩৩০২৫৪৬	০১৯৯১-১৩২১৬৪	ddbban@brdb.gov.bd
৬৩	রাঙ্গামাটি	০২৩৩৩৩৭১৭৯৮	০১৯৯১-১৩২১৬৩	ddrangamati@brdb.gov.bd
৬৪	খাগড়াছড়ি	০২৩৩৩৩৪৩৮৬৫	০১৯৯১-১৩২১৬২	ddkchari@brdb.gov.bd

একাদশ অধ্যায়

চিত্রে বিআরডিবি

বিআরডিবিকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বার্ড, কুমিল্লা ও আরডিএ, বগুড়া কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা প্রতিবেদন এর উপর কর্মশালা
স্থান:সিরডাপ,ঢাকা

বিআরডিবি'র সদর কার্যালয়ে আয়োজিত ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেজিং) এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন অনুষ্ঠান

বিআরডিবি'র সদর কার্যালয়ে আয়োজিত তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি শীর্ষক কর্মশালা

সদর দপ্তরে আয়োজিত উপপরিচালক সম্মেলন-২০২৫ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় উপদেষ্টা, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

ইরেসপো প্রকল্পের সুফলভোগীদের সেলাই প্রশিক্ষণ
স্থান: টিটিসি, মেহেরপুর

ইরেসপো প্রকল্পের আওতায় উথলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কিশোরী সংঘ সদস্যদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ,**স্থান**: জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা

খুলনা জেলাধীন ডুমুরিয়া উপজেলায় পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পের সুফলভোগীর চুইঝাল চাষ

হবিগঞ্জ জেলার সদাবিক কর্মসূচি'র সুফলভোগী জনাব হৃদয় তালুকদারের বুটিক্সের দোকান

খুলনার দিঘলিয়া উপজেলায় পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পের সুফলভোগীর মাছের খামার

গাইবান্ধা প্রকল্পের বিক্রয় প্রদর্শনী কেন্দ্র গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা

রাজশাহীর পবা উপজেলায় অপ্রধান শস্য কর্মসূচি'র সুফলভোগীর মরিচ ক্ষেত

রংপুরের গংগাচড়া উপজেলায় বিআরডিবি'র উদকনিক কর্মসূচি'র সুফলভোগীদের বাঁশ-বেতশিল্পের কারুকাজ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় ইরেসপো প্রকল্পের উপকারভোগী জনাব শ্রিপ্রা জোর্য়াদ্দারের বিউটি পার্লার

রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলায় পল্লী প্রগতি কর্মসূচি'র আওতধীন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে পরিচালক (অর্থ)

রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলায় উদকনিক কর্মসূচি'র সুফলভোগীদের তৈরী হোগলা পাতার পণ্য

গাইবান্ধা প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নে সাঘাটা উপজেলা আব্দুল্লাপাড়া মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে এফজিডি আয়োজন

সদর দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সিটিজেনস্ চার্টার বিষয়ক প্রশিক্ষণে সচিব,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

গাইবান্ধা প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন ,গোবিন্দগঞ্জ ,গাইবান্ধা

বিআরডিবি এবং দক্ষতা উন্নয়ন: গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ বিষয়ক কর্মশালায় সচিব,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

মহাপরিচালক কর্তৃক সদর দপ্তরের প্রবেশমুখে জুলাই গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক ফটো গ্যালারী পরিদর্শন

বিআরডিবি'র আবাসিক কোয়াটার পল্লী কাননে মহাপরিচালক কর্তৃক বৃক্ষ রোপণ

পটুয়াখালী জেলায় ইরেসপো'র আওতাধীন সুফলভোগীদের উৎপাদিত মৃৎ শিল্প পণ্য

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলায় গাইবান্ধা প্রকল্পের সুফলভোগীদের হস্তশিল্প কার্যক্রম

যশোর জেলার শার্শা উপজেলাধীন বাহাদুরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিশোরী সংঘ সদস্যদের ইরেসপো প্রকল্পের মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ

এনআরডিটিসি, নোয়াখালীতে অনুষ্ঠিত উন্নত জাতের হাঁসচাষ বিষয়ক আয়বর্ধক প্রশিক্ষণে মহাপরিচালক,বিআরডিবি

মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জমাদি বিতরণ, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ

পল্লী প্রগতি কর্মসূচি'র উপকারভোগী জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রব এর মাল্টা বাগান, গোলাপগঞ্জ,সিলেট

মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণে যন্ত্রপাতি/ সরঞ্জামাদি বিতরণ